উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,২৪৬.১৮ (-৩২৪.১৭)

নিফটি : ২৫,৫৮৫.৫০ (-১০৮.৮৫)

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এই প্রথম
৯ মাস আগেই বুকিং ৮

‘বাঙালি’ রাম প্রতিষ্ঠায় ১০০ কোটি ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৭°	২৪°
সর্বনিম্ন	১৩°	১২°	১২°	১৩°

বাংলাদেশের বিকল্প স্কটল্যান্ড! ১২

৬ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 20 January 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 242

কমিশনকে সুপ্রিম-আঘাত

অসংগতির তালিকা প্রকাশে নির্দেশ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : শুধু ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’-এর যুক্তিতে ডাকলে চলবে না। যাঁদের ডাকা হচ্ছে, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশে সেই তালিকা পঞ্চায়েত ভবন, বিডিও এবং ওয়ার্ড অফিসগুলিতে টাঙিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের একটি অংশ এটি হলে অন্য অংশটি হল বিএলএ-দের শুনানিতে উপস্থিত থাকার ছাড়পত্র। কোনও ভোটার চাইলে তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলএ উপস্থিত থাকতে পারবেন শুনানিতে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আরেকটি বড় ধাক্কা হল মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে নথি হিসেবে গ্রাহ্য না করার নিয়ম বাতিল। ওই কার্ড এখন থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) অন্যতম বৈধ নথি।

নির্দেশগুলিকে নিজেদের জয় হিসেবে দেখছে তৃণমূল। দলটির দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট এই পদক্ষেপগুলি করেছে।

নথি হিসাবে গ্রাহ্য মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডও

খবরটি ছড়িয়ে পড়তে তৃণমূলের খোদ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল, ‘আজ কোর্টে হারালাম। এপ্রিলে ভোটে হারাব। তৈরি থাকো।’

মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে বাংলা সফর করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরপর দু’দিন মালদা ও সিঙ্গুরের জনসভায় বলে গিয়েছেন, বাংলার মানুষ ঠিক করে ফেলেছেন এবার তৃণমূল সরকারকে সরাবেন। অভিষেক যেন সেকথার জবাব দিলেন সোমবার বারাসতের জনসভায়। তাঁর ভাষায়, ‘কার ক্ষমতা বেশি মোদিজি? ১০ কোটি মানুষের না আপনাদের গায়ের জোরের? যাঁরা আমাদের টাইট করতে চান, বাংলার মানুষ তাঁদেরই টাইট করবেন।’

‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ বা তথ্যগত অসংগতির কারণ দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন বাংলায় ১.২৫ কোটি ভোটারকে শুনানিতে ডাকছে। তৃণমূলের দায়ের করা মামলায় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার এভাবে কার্যত ভোটারদের হয়রান করা হচ্ছে বলে মেনে নিয়েছে।

অসংগতির কারণ দেখিয়ে যাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা গোপনে রাখায় কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, ‘মা ও সন্তানের বয়সের ফারাক ১৫ বছর হওয়াটা কীভাবে যৌক্তিক অসংগতি হতে পারে?

এরপর দশের পাতায়

জলের ধারায় অনাবিল আনন্দ। ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

আত্মসমর্পণ করতে হবে প্রশান্তকে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : জামিনের প্রশ্নই নেই। উলটে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। তাঁকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে। কলকাতার কাছে দত্তাবাদের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত ওই বিডিও। এর আগে হাইকোর্টও তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই আদেশ না মেনে উধাও হয়ে যান প্রশান্ত। সুপ্রিম কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী।

২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা

তাঁর হয়ে সওয়াল করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী মুকুল রোহতগি। তিনি দাবি করেন, কলকাতা হাইকোর্টে রোস্টার অনুযায়ী এই মামলার শুনানি হয়নি এবং তাঁর মক্কেল নির্দোষ। কিন্তু প্রভাবশালী বলে পরিচিত এই ডব্লিউবিসিএস অফিসারের শেষ রক্ষা হল না। আগামী শুক্রবার তাঁর আত্মসমর্পণের শেষ দিন নির্ধারিত করেছে শীর্ষ আদালত। ওই নির্দেশের পর তড়িঘড়ি বিধাননগর কমিশনারেটে পুলিশের বৈঠক বসে।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকলেও এতদিন পুলিশ ওই বিডিওকে গ্রেপ্তার করেনি। নিম্ন আদালত জামিন মঞ্জুর করলেও হাইকোর্ট তা খারিজ করে দেওয়ার পরেও চুপ ছিল পুলিশ। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও বিচারপতি বিজয় বিশ্নোইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ কিন্তু

এরপর দশের পাতায়

সুমনের পোস্ট ঘিরে তৃণমূলে জোর জল্পনা

ভাস্কর শর্মা

- যে কোনও সংগঠনের হার্ট অর্থাৎ প্রধান যিনি, তিনি ঠিক না থাকলে চলতে পারে না
- রাজনৈতিক দল হোক বা অন্য কোনও সংগঠন- সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য
- চা বাগান বাদেও বিস্তীর্ণ কৃষি বলয়ের ভূমিপুত্ররা আছেন। তাঁদের বিষয়টিও গুরুত্ব দেওয়া উচিত

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের পরপর ফেকবুক পোস্ট ঘিরে ব্যাপক জল্পনা ছড়িয়েছে। সুমন পোস্টে লিখেছেন, ‘হার্ট ঠিক না থাকলে দেহের সব জায়গায় ঠিকমতো বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয় না।’ হার্ট বলতে তিনি দলীয় সংগঠনকে বোঝাতে চেয়েছেন বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত। পোস্টে সুমনের ইঙ্গিত, এত বছরেও জেলা পার্টি অফিস তৈরি হয়নি। একটি ক্লাবে চলছে জেলা পার্টি অফিস। আর জেলা সদরে অফিস থাকলেও দল শহর থেকে পরিচালিত হচ্ছে না। চেয়ারম্যান ও জেলা সভাপতি নিজেরা নিজের এলাকা থেকেই দল চালাচ্ছেন। কোনও মিটিং করতে হলে শুধু তাঁরা জেলা অফিস ব্যবহার করছেন। তবে এখন আবার বেশিরভাগ মিটিং ভার্চুয়াল করা হচ্ছে। রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মূল কাজ কলকাতা থেকে চলে। তেমনি জেলা কমিটিও জেলা শহর থেকে চললেই সব ব্লকে পৌঁছানো সম্ভব হবে। কারণ জেলা সদর হচ্ছে জেলার হার্ট। তাহলে দলের সবকিছুতে সমানভাবে সব ব্লক গুরুত্ব পাবে। হার্ট ঠিক না থাকলে ব্লকগুলিও ঠিক থাকবে না। হঠাৎ সুমন কাঞ্জিলাল এক প্রকার জেলা কমিটির দুর্বল এবং অগোছাল দিকটি নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করে পোস্ট করেছেন। এর আগে জেলা কমিটির একাধিক কাজ নিয়ে সৌরভ চক্রবর্তীও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাহলে কি বিধানসভার আগে দলের পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট নন খোদ জেলার নেতারাই? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমন কী হল যে, সুমন সংগঠন নিয়ে হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হলেন? আবার জেলার চা বাগান বাদেও কৃষি বলয়,

এরপর দশের পাতায়

নদী ভরাটে বাধা গ্রামের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের যশোডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি ক্র্যাশার মিলের পিছনে খাটাজানি মরা নদীর খাত মাটি ফেলে ভরাট করার অভিযোগ উঠল। যদিও মিলের মালিক দীপক সরকার নিজস্ব জমিতেই মাটি ফেলা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘মরা নদীতে যাতে কোনওভাবেই বর্ষাকালে জল আটকে না থাকে সেটা অবশ্যই দেখব। নদী দিয়ে জল নেমে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে। কারও অসুবিধা করে কোনও কাজ করা হবে না।’

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, ওই নদীতে সারাবছর জল থাকে না। কিন্তু বর্ষায় রীতিমতো বড় নদীর আকার ধারণ করে। তাছাড়া এলাকার সমস্ত জল ওই নদী দিয়েই নেমে যায়। বাসিন্দাদের দাবি, ওই নদীখাতে মাটি ফেলায় নদীর গতিপথ আটকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নদীখাত ভরাট করার প্রতিবাদে স্থানীয়দের বিক্ষোভ।

মিল কর্তৃপক্ষের দাবি, টটপাড়া ক্র্যাশার মিল এলাকা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে আর সেজন্য মিলের পেছনে অবস্থিত খাটাজানি মরা নদীর সংলগ্ন জমিতে মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে। নদীর গতিপথে মাটি ফেলার অভিযোগ মিথ্যা।

সোমবার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা ক্র্যাশার মিলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। ঘটনাস্থলে আসে শামুকতলা থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করে কাজ বন্ধ রাখা হয়। এলাকাবাসীর দাবি, খাটাজানি নদীর খাত ভরাট হলে বর্ষায় এলাকা জলমগ্ন হয়ে যাবে। ভারী বৃষ্টি হলে যশোডাঙ্গা বাজার সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি ডুবে যাবে। নদী ভরাট করার প্রতিবাদে বিভিন্ন দপ্তরে গণস্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ জানানো হবে খুব শীঘ্রই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে উৎপত্তি হয়ে সেটি ভাটিবাড়ি হয়ে গদাধর নদীতে গিয়ে মিশেছে। প্রায় ৩০ কিলোমিটার এই নদীর গতিপথ। কিন্তু নানাভাবে নদীটিকে ‘হত্যা করার’ চেষ্টা চলছে। সেই চেষ্টা কোনওভাবেই সফল হতে দেওয়া যাবে না। নদী রক্ষা করতে প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন বাসিন্দারা।

এলাকার বাসিন্দা বিশু বণিক দাস বলেন, ‘ক্র্যাশার মিলের মালিক পুরোপুরি বেআইনিভাবে নদীখাতে মাটি ফেলে নদীটিকে হত্যা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এটা বরদাস্ত করা হবে না। আমরা চাই অবিলম্বে মাটি ফেলা বন্ধ করা হোক। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। প্রশাসন এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ করুক সেই দাবি জানাচ্ছি।’

এরপর দশের পাতায়

প্রকল্পে ৬৪ টন আবর্জনা ফেলার পরিকল্পনা

অভিজিৎ ঘোষ

- আলিপুরদুয়ার শহর এলাকার প্রায় ৮ টন আবর্জনা প্রতিদিন জমা হয়
- প্রতিদিন কোচবিহার শহরের ৫৬ টন আবর্জনাও সেখানে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে
- ২১ টনের প্ল্যান্টের পরিকাঠামোয় এই আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে আশঙ্কা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : কোচবিহার শহরের আবর্জনা আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরির সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্টে আনা নিয়ে বড়সড়ো জটিলতার আশঙ্কা। অঙ্কের হিসাবেই ওই প্ল্যান্টে এত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়। ফলে প্ল্যান্টে জমে থাকা আবর্জনা থেকে দূষণ ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দারা।

মাঝেরডাবরিতে আলিপুরদুয়ার পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে প্রতিদিন ২১ টন আবর্জনা জমা হতে পারে। সেই আবর্জনা সেখানে প্রক্রিয়াকরণ করার ব্যবস্থাও রয়েছে। বর্তমানে সেখানে আলিপুরদুয়ার শহর এলাকার প্রায় ৮ টন আবর্জনা প্রতিদিন জমা হয়। এবার প্রতিদিন কোচবিহার শহরের ৫৬ টন আবর্জনাও সেখানে আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যেখানে ২১ টন আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ করা যায় সেখানে আলিপুরদুয়ারের ৮ টন ও কোচবিহারের ৫৬ টন অর্থাৎ মোট ৬৪ টন আবর্জনা কীভাবে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব। এই বিষয়টি সামনে আসতেই আলিপুরদুয়ারে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালাতেই এজেন্সির কাছে বকেয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

অনুন্নয়ন, গঙ্গা কাঁটায় বিদ্ধ ঘাসফুল বাগান

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে কালচিনি

ভোটের অঙ্ক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও সমীর দাস

কালচিনি, ১৯ জানুয়ারি : অতীতে আরএসএসের নিবেদিতপ্রাণ প্রচারক গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা এখন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান। জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদেরও চেয়ারম্যান। ক্ষমতার অলিন্দে ক্ষেত্রবিশেষে দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের চেয়েও বেশি প্রভাব গঙ্গার। আবার দলটার প্রাক্তন আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মোহন শর্মা এখন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক।

তোর্ষা চা বাগানে শ্রমিকদের জন্য চা সুন্দরীর ঘর।

দুই দলবদলুর মিল হল- দুজনেই কালচিনির। গঙ্গা জেলার নেতা হলেও কালচিনিতে তৃণমূলের একমাত্র মুখ। তাঁকে সামনে রেখে কালচিনিতে তৃণমূল ভোটে লড়তে চললেও গঙ্গার কার্যকলাপে বিরক্ত দলের স্থানীয় নেতারাই। চা বলয়ের এই বিধানসভা কেন্দ্রে চা বাগানের সমস্যায় গঙ্গার নাকি দেখা মেলে না। কিছুদিন বন্ধ থাকার সময় কেবলমাত্র চিনচুলা বাগানে একবার গিয়েছিলেন গঙ্গা।

চিনচুলা খুললেও বন্ধ ভার্নোবাড়ি ও মধু চা বাগান। অচলাবস্থা চলছে কালচিনি ও রায়মাটাং বাগানে। ওই দুই চা বাগানেও গঙ্গাকে দেখা যায়নি বলে আক্ষেপ করছেন এলাকার তৃণমূল নেতারা। কালচিনিতে তৃণমূল বরাবরই দুর্বল। শেষপর্যন্ত ২০১১ সালে জয়ী নির্দল বিধায়ক উইলসন চম্প্রামারিকে দলে টেনে নেয় তৃণমূল। ২০১৬ সালে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে তিনি জেতেন বটে, তবে মাত্র ১১৫৫ ভোটে।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

ভোট মানে আসছে ঘৃণা ছড়ানোর মরশুম

আশিস ঘোষ

ভোট আসছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। শুধু মারদাঙ্গা নয়, কুকথা, ঘৃণাভাষণের কদর্য প্রতিযোগিতা চলছে। নিছক দল বা নেতার বিরুদ্ধে নয়, ধর্ম, জাতপাত তুলে গালাগাল, বিদ্বেষের বিষ উগড়ে দেওয়ার দৌড় চলছে। কেউ কম যায় না। ভোট এখন আতঙ্কের আরেক নাম।

একটি সমীক্ষা অনুযায়ী গত বছর মোট ১৩১৮টি ঘৃণাভাষণের লক্ষ্য ছিলেন সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা। গড়ে প্রতিদিন চারটি করে বিষাক্ত বুলি বেরিয়ে এসেছে নেতাদের শ্রীমুখ থেকে। ‘নিউ ইন্ডিয়া হেটল্যাব’-এর রিপোর্ট বলছে, ২০২৪ সালের তুলনায় গত বছর ঘৃণাভাষণ বেড়েছে ১৩ শতাংশ। আগের বছরের তুলনায় ৯৭ শতাংশ।

ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, গত বছরের ঘৃণাভাষণের ৯৮ পার্সেন্টের লক্ষ্য মুসলিমরা। তার মধ্যে ১১৫৬টি ক্ষেত্রে তারা সরাসরি টার্গেট, ১৩৩টি কেসে খ্রিস্টানদের সঙ্গে। ১৬২টি ক্ষেত্রে সরাসরি খ্রিস্টানরা লক্ষ্য। সমীক্ষা বলছে, ঘৃণাভাষণ বেশি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোয়। সবথেকে বেশি উত্তরপ্রদেশে ২৬৬টি। তারপরেই মহারাষ্ট্রে ১৯৩, মধ্যপ্রদেশে ১৭২, উত্তরাখণ্ডে ১৫৫টি।

এরপর দশের পাতায়

ঘুঁটেতে গড়াচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৯ জানুয়ারি : রোদ উঠতেই বৈষ্ণবনগরের উঠোনে উঠোনে শুরু হয় এক নিঃশব্দ কর্মযজ্ঞ। কেউ গোবর দিয়ে ঘুঁটের মণ্ড বানাচ্ছেন, কেউ সেই মণ্ড বাঁশের মাচায় সারি দিয়ে রাখছেন শুকানোর জন্য। বাইরে থেকে দেখলে এ যেন গ্রামবাংলার চিরচেনা ছবি। অথচ এই চেনা ছবির আড়ালে লুকিয়ে আছে শত শত নারীর আত্মনির্ভরতার এক অনন্য গল্প। কোনও সরকারি প্রকল্প নয়, নেই কোনও এনজিও'র সাহায্য। নিজের হাতে, নিজস্ব শ্রম আর পরিশ্রমে পুঁজি করেই গৃহিণীরা গড়ে তুলেছেন এক প্রাচীন অথচ কার্যকর গ্রামীণ অর্থনীতি।

কালিয়াচক-৩ ব্লকের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই গোরু রয়েছে। দু-চারটে গোরু থাকলেই শুরু করা যায় এই কাজ। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা ঘুঁটে তৈরির এই প্রথা আজও সমানভাবে জীবিত। নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহিণীরা এই কাজ করে সংসারের হাল ধরছেন নীরবে। বৈষ্ণবনগর ঘোষপাড়ার কাকলি ঘোষ বলেন, 'সংসারের কাজের ফাঁকেই ঘুঁটে বানানো যায়। এতে আলাদা কোনও খরচ নেই, অথচ হাতখরচ উঠে যায়।' এই কাজ শুধু আয় নয়, আত্মবিশ্বাসও জোগায়। কলেজ পড়ুয়া তথা গৃহবধূ তনুশ্রী ঘোষের কথায়, 'পড়াশোনা, সংসার, গোপালন- সব সামলে প্রতিদিন অন্তত ৩০টি ঘুঁটে বানাই। রোদে শুকিয়ে ১৫ দিন বা মাসে একবার ভ্যানওয়ালাদের কাছে বিক্রি করি। মাসে প্রায় ১,৮০০ টাকা পাই। এই টাকাটা আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।'

গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ভ্যানচালকরা এই ঘুঁটে সংগ্রহ করেন। তারপর তা চলে যায় ব্লকের বাইরে, এমনকি ভিনজেলাতেও। সাধারণ বা মাঝারি ঘুঁটে ২ টাকা পিস বিক্রি হয়। পাটখড়ি দিয়ে তৈরি বড় ঘুঁটে চারটি ১০ টাকায়, ছোট ঘুঁটে ৩৫ টাকা পণ (৮০ টায় ১ পণ) দরে বিক্রি হয়।

শুকোতে দেওয়া হয়েছে ঘুঁটে। কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগরে।

এই ঘুঁটে শুধু আয়ের উৎস নয়—সারাবছরের জ্বালানিও। ফলে কাঠের ওপর নির্ভরতা কমে, গাছ কাটা কমে, পরিবেশও রক্ষা পায়। ঘুঁটে পোড়ানোর পর যে ছাই পাওয়া যায়, সেটিও উৎকৃষ্ট জৈব সার।

কালিয়াচক-৩ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হজরত শেখ বলেন, 'ঘুঁটে একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব সম্পদ। ব্লকের শত শত মহিলা এর মাধ্যমে বাড়তি আয় করছেন। এটিকে যদি কুটিরশিল্পের আওতায় আনা যায়, তাহলে এই মহিলাদের জীবন আরও বদলাতে পারে।'

বৈষ্ণবনগরের মহিলাদের স্বনির্ভরতার এই গল্প অন্যদের কাছেও এক দৃষ্টান্ত।

- সাধারণ বা মাঝারি ঘুঁটে ২ টাকা পিস বিক্রি হয়
- পাটখড়ি দিয়ে তৈরি বড় ঘুঁটে চারটি ১০ টাকায়, ছোট ঘুঁটে ৩৫ টাকা পণ (৮০টায় ১ পণ) দরে বিক্রি হয়
- ঘুঁটে পোড়ানো ছাই থেকে মেলে উৎকৃষ্ট জৈব সারও

সব কাজ সামলে প্রতিদিন অন্তত ৩০টি ঘুঁটে বানাই। ভ্যানওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে মাসে প্রায় ১,৮০০ টাকা পাই।
-তনুশ্রী ঘোষ গৃহবধূ

শৈলরানির জন্মদিনে লয়েড-স্মরণ

দার্জিলিং, ১৯ জানুয়ারি : মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরির মতোই রোমাঞ্চকর দার্জিলিং শহরের ইতিহাস। এবার সেই ইতিহাসকে নতুন করে ছুঁয়ে দেখার পালা। ১ ফেব্রুয়ারি এক অভিনব ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছেন পাহাড়বাসী। প্রথমবারের জন্য দার্জিলিং পালন করতে চলেছে তার নিজের 'জন্মদিন'। শুনতে অবাক লাগলেও, এই দিনটিকে পাহাড়ের আধুনিক ইতিহাসের সূচনা লগ্ন হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে।

১৮৩৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সিকিমের চোগিয়াল বা রাজা একটি বিশেষ সনদে সই করে দার্জিলিংকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এমন উদ্যোগ। যাকে আধুনিক দার্জিলিংয়ের 'আবিষ্কারক' বলা হয়, সেই ব্রিটিশ আধিকারিক ক্যাপ্টেন জর্জ আইলমার লয়েড শুয়ে আছেন এই পাহাড়ের কোলেই। অথচ বড় অনাদরে, অবহেলায়। শহরের ১৮ নম্বর লেবং কার্ট রোডের পুরোনো সিমেট্রি বা কবরস্থানে আগাছার জঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে তাঁর সমাধি। জন্মদিন পালনের অংশ হিসেবে হতে চলেছে এক বিশেষ 'সাফাই অভিযান'।

সমাজকর্মী পালজোর শেরিং ও অনন্ত শর্মার নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা ১ ফেব্রুয়ারি সেখানে সমবেত হবেন। কোদাল-কাস্তে হাতে তাঁরা পরিষ্কার করবেন ক্যাপ্টেনের জরাজীর্ণ সমাধি।

দার্জিলিংয়ের এই সৃষ্টিলগ্ন কিন্তু কম নাটকীয় নয়। একসময় এই ভূখণ্ড ছিল সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত। সতেরোশো শতকে নেপাল আক্রমণ চালিয়ে তিস্তা নদী পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেয়। এরপর ১৮১৪-১৬ সালের অ্যাংলো-নেপাল যুদ্ধ এবং সুগৌলির সন্ধির মাধ্যমে ব্রিটিশরা জমি পুনরুদ্ধার করে সিকিমকে ফিরিয়ে দেয়। ১৮২৮ সালে ফের নেপাল-সিকিম বিবাদ বাধলে, মধ্যস্থতার জন্য ব্রিটিশ কোম্পানি দুই অফিসার- ক্যাপ্টেন লয়েড এবং জে ডব্লিউ গ্র্যান্টকে পাহাড়ে পাঠায়। তাঁরা এসে পৌঁছান ঘুমের কাছে, যা তখন পরিচিত ছিল 'ওল্ড গুর্খা স্টেশন' নামে। পাহাড়ের এই নির্জন রূপ, কনকনে ঠান্ডা আর আকাশছোঁয়া সৌন্দর্য দেখে মোহিত হন লয়েড। সমতলে গরমে ধুঁকতে থাকা ব্রিটিশ সেনাদের জন্য এখানে একটি স্যানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাস গড়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। সেই স্বপ্নই আজকের দার্জিলিং। লয়েড এই শহরকে এতটা ভালোবেসেছিলেন যে, আমৃত্যু তিনি এখানেই থেকে যান। ১৮৬৫ সালে ৭৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! লয়েডের সমাধির ঠিক কয়েক হাত দূরেই রয়েছে বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত আলেকজান্ডার সিওমা ডি কোরোসের সমাধি। সেটি কিন্তু ঝকঝকে তকতকে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সেটাকে 'জাতীয় গুরুত্বের স্থান' হিসেবে ঘোষণা করেছে। হাঙ্গেরির সরকার নিয়মিত টাকা পাঠায়, তাদের প্রতিনিধিরা এসে শ্রদ্ধা জানান। অথচ যাঁর হাত ধরে এই শহরের জন্ম, তাঁর সমাধিটিই স্থানীয় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

রসিকবিলের ১০টি ঘড়িয়াল শাবক গেল মালদায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৯ জানুয়ারি : কোচবিহারের রসিকবিলের ১০টি ঘড়িয়াল শাবক সোমবার পাড়ি দিল গঙ্গার শাখানদী মালদার ফুলহরের উদ্দেশে। রসিকবিলে বন দপ্তরের নার্সারিতে দুই ধাপে ডিম ফুটিয়ে শতাধিক শাবকের জন্ম দেওয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে জু অথরিটির পরামর্শ মেনে বছর দুয়েকের ১০টি ঘড়িয়ালকে মালদার ফুলাহর নদীতে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে গ্রিন করিডর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শাবকগুলিকে। ইতিমধ্যে এব্যাপারে বন দপ্তরের তরফে সব জেলার পুলিশ সুপারকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছাবে শাবকগুলি এবং মালদা বন দপ্তর ডিভিশনের হাতে সেগুলিকে তুলে দেওয়া হবে। সব ঠিকঠাক থাকলে ওইদিনই নদীতে ছাড়া হবে।

কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, '১০টি শাবকের মধ্যে আটটি মাদি, দুটো মর্দা। ওই শাবকদের ট্যাগিং ও স্কুট কাটিং করা হয়েছে। যাতে পরবর্তীতে শনাক্ত করা যায়। শাবকগুলিকে নিয়ে যাওয়ার আগে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। সবক'টি সুস্থ, স্বাভাবিক আছে। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের বংশবিস্তারে সুবিধা হবে।' জু অথরিটির নির্দেশে এদিন একজন চিকিৎসকের পাশাপাশি কোচবিহারের এডিএফও শাবকগুলির সঙ্গে গিয়েছেন। শাবকগুলিকে নিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান মালদার ফুলহরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রের জলাভূমিতে ১১টি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়াল রয়েছে। যার মধ্যে সাতটি মর্দা, বাকিগুলি মাদি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী থেকে উদ্ধার হওয়া ঘড়িয়ালগুলি রসিকবিলের জলাশয়ে ছাড়া হয়েছিল পর্যটকদের বিনোদনের জন্য।

রসিকবিলে ঘড়িয়ালদের আস্তানা।

পর্যটনকেন্দ্র সূত্রে দাবি, ঘড়িয়ালের ডিম ফুটে শাবক জন্মানোর মতো উপযুক্ত পরিবেশ উত্তরবঙ্গে নেই। সেজন্য ডিম ফুটিয়ে শাবক জন্মানোর জন্য রসিকবিলে বছর তিনেক আগে নার্সারি তৈরি করে বন দপ্তর। নির্জন জমিতে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বালির বেডে এই নার্সারি তৈরি হয়। এরপরে প্রায় ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেখে ডিম ফোটানো হলে শাবকগুলির জন্ম হয়। এব্যাপারে কোচবিহার বন দপ্তর ওডিশার নন্দনকানন ঘড়িয়াল প্রজননকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়েছিল। দুই ধাপে অন্তত ৯০টি শাবকের জন্ম হয়েছিল। প্রথম ধাপে ৩৭টি শাবককে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি নদীতে ছাড়া হয়। এবার ১০টি শাবককে নদীতে ছাড়া হবে। এতদিন রসিকবিলে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল ঘড়িয়াল শাবকগুলি।

Recruitment

The CMOH, Darjeeling invites applications vide memo no. 2505/ DH&FWS/SLG/26 Dated 19-01-2026 to fill up the vacant posts under SMP area. For details please check **www.wbhealth.gov. in www.siliguri.gov. in www.darjeeling. gov.in**

Recruitment

The CMOH, Darjeeling invites applications vide memo no. 2506/ DH&FWS/SLG/26 Dated 19-01-2026 to fill up the vacant posts under SMP area. For details please check **www.wbhealth.gov. in www.siliguri.gov. in www.darjeeling. gov.in**

WALK IN INTERVIEW

The District Level Selection Committee, Darjeeling, will conduct a walk in interview to fill up the contractual vacant posts under District Health & Family Welfare Samity, GTA, Darjeeling on 2nd February, 2026. For details please visit **www.wbhealth.gov.in & www.darjeeling.gov.in**

Sd/-
Member Secretary, District Level Selection Committee, Darjeeling & Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

রেল কোচ রেস্টুরেন্ট এবং প্যাডেল বোটিং সেবার পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম

৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্যে রঙ্গিয়া ইকো পার্কের হ্রদে মৎস্য ধরার অধিকার এবং সিটিং এরিয়া, রান্না ঘরের জন্যে অতিরিক্ত স্থান সহিত রেল কোচ রেস্টুরেন্ট এবং প্যাডেল বোটিং সেবা পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ নং. এমএসএস-আরসিআর-আরএনওয়াই-৪

এলইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৪৪/১	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-আরসিআর-১৮-২৬-২ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্যে রঙ্গিয়া ইকো পার্কের হ্রদে মৎস্য ধরার অধিকার এবং সিটিং এরিয়া, রান্না ঘরের জন্যে অতিরিক্ত স্থান সহিত রেল কোচ রেস্টুরেন্ট এবং প্যাডেল বোটিং সেবা পরিচালন এবং স্থাপন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০১-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হওয়ার সময়ঃ ১১.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"হাসিমুখে গ্রাহকলৈ সেবা"

কামাখ্যা-হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস

নিয়মিত পরিষেবা

কামাখ্যা এবং হাওড়ার মধ্যে একটি বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করা হয়েছে। নিয়মিত পরিষেবা হিসাবে **২৭৫৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ২২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে** (যাত্রা শুরুর তারিখ) **কামাখ্যা** থেকে এবং **২৭৫৭৫ হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ২৩.০১.২০২৬ তারিখ থেকে** (যাত্রা শুরুর তারিখ) **হাওড়া** থেকে যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনটি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ

কামাখ্যা-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার		২৭৫৭৬ ২৭৫৭৫	হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	১৮.১৫	↓ কামাখ্যা	০৮.২০	–
২৩.৩০	২৩.৪০	নিউ জলপাইগুড়ি	০১.৪০	০১.৫০
০৩.২৫	০৩.৩৫	মালদা টাউন	২২.৫০	২৩.০০
০৪.০২	০৪.০৪	নিউ ফরাক্কা জংশন	২১.৪৮	২১.৫০
০৪.৫৭	০৫.০২	আজিমগঞ্জ	২০.৫০	২০.৫৫
০৫.৪৬	০৫.৪৮	কাটোয়া জংশন	২০.০৩	২০.০৫
০৬.১৩	০৬.১৫	নবদ্বীপ ধাম	১৯.৩৬	১৯.৩৮
০৬.৫৮	০৭.০০	ব্যান্ডেল	১৮.৫৬	১৮.৫৮
০৮.১৫	–	হাওড়া ↑	–	১৮.২০

এই ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে রঙ্গিয়া, নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড ও আলুয়াবাড়ী রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিনঃ ২৭৫৭৬ কামাখ্যা থেকেঃ** ২২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে সপ্তাহে ছয় দিন (বুধবার ব্যতীত) চলবে এবং **২৭৫৭৫ হাওড়া থেকেঃ** ২৩.০১.২০২৬ তারিখ থেকে সপ্তাহে ছয় দিন (বৃহস্পতিবার ব্যতীত) চলবে। **গঠনঃ** ৩ এসি–১১, ২ এসি–৪, ১এসি–১ = ১৬ কার। **ক্যাটিগরিঃ** বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

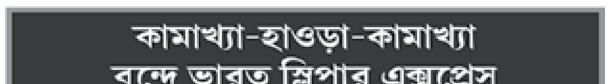

এআই কর্মশালা

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলাচ্ছে প্রযুক্তি। সময় যত এগোচ্ছে, মানুষ ততই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শিক্ষার জগতেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে এআই।

শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে সাহায্য করতে পারে এআই? সোমবার এই বিষয়ে হ্যামিল্টনগঞ্জের বুন ইংলিশ স্কুলে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, রিলায়েন্স জিও ও গুগল-এর যৌথ উদ্যোগে এই সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন। কর্মশালায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে এআই ব্যবহারের বিভিন্ন সুযোগসুবিধার দিক নিয়ে পড়ুয়াদের অবগত করেন বিশেষজ্ঞরা। স্কুলের নবম ও একাদশ শ্রেণির শতাধিক পড়ুয়া কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষকরাও। তাঁরাও বিষয়গুলি বুঝে নেন। স্কুলের অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর যশ সিং ঝা বলেন, 'আগামীদিনে কর্মক্ষেত্রে এআই দারুণভাবে কাজে লাগবে। এই কর্মশালার ফলে পড়ুয়া ও শিক্ষক, সকলেই উপকৃত হবে।'

উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসা

নিউজ ব্যুরো

১৯ জানুয়ারি : প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে আজ ভারতে জটিল রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে। রোবটের সহায়তায় গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সার্জারি, প্রেসিশন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এবং নন-সার্জিক্যাল হার্ট ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর/টিএভিআই) পদ্ধতিগুলি এখন রোগীদের জন্য নিরাপদ এবং কার্যকরী। বেঙ্গালুরুর মণিপাল হসপিটাল হোয়াইটফিল্ডের বিশেষজ্ঞরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য এই প্রযুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে কলকাতায় একত্রিত হয়েছিলেন। গত দু'বছরে এই হাসপাতালে সফলভাবে হাজারের অধিক জটিল ইন্ট্রা-অ্যাবডোমিনাল রোবোটিক সার্জারি এবং আইভিইউএস/ ওসিটি নির্দেশিত প্রেসিশন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছে। রোবোটিক সার্জারি এবং মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিওলজির বিষয়ে ডাঃ অরিত্র ঘোষ এবং ডাঃ প্রদীপ হারানাহাল্লি আলোচনা করেন।

Block Development Officer, Alipurduar- I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/ BDO-ET/11/2025-2026. (2nd Call) Dt. 19.01.2026** Details may be obtained from website **www. wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৯৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৯৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Asit Das, S/o Lt Muktipada Das, গ্রাম- উত্তর খাঁপুর, পোস্ট- খাঁপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা, দক্ষিণ দিনাজপুর। 2002 সালের ভোটার তালিকায় যার sl no 728, part no 202, Epic no. WB/06/037/603424, 37 নং কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে আমার নাম অর্পিত সরকার (Arpita Sarkar) থাকায় গত 19/01/26 তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর এট বালুরঘাট LD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি অর্পিতা সরকার (Arpita Sarkar) থেকে Asit Das (অসিত দাস) করা হলো। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120050)

•

আমি Runa Layla আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 2.12.25 তারিখে J.M 1st Class Court 6032 অ্যাফিডেভিট বলে Runa Layla এবং Runa Laila Khatoon এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/119297)

•

আমি MD Zahirul Alam আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় 02/12/25 তারিখে J.M. 1st Class Court 6033 অ্যাফিডেভিট বলে MD Zahirul Alam এবং MD Jahirul Alam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/119298)

•

আমি Gobinda Arjya, পিতা Niyasha Arjya, ঠিকানা- Vill & PO Bajejama, Pakhihaga, P.S. Dinhata, জেলা- কোচবিহার। আমার পাসপোর্ট এ বাবার নাম ভুলভাবে Paresh Arjya লেখা হয়েছে। নোটারী পাবলিক দিনহাটা এ তারিখ 19.01.2026 অ্যাফিডেভিট দ্বারা সংশোধন করে সঠিক নাম Niyasha Arjya করা হয়েছে। (C/120049)

•

I am Abiron Bibi W/O Lutfar Rahaman vill- khirkuri, p.o- Bairhatta, P.S- Harirampur Dist- D/ Dinajpur. My actual name is Abiron Bibi W/O Lutfar Rahaman recorded in my voter card RBT - 2044964 and Aadhar card 2187 9849 9274. In my 2002 voter list vide no. WB 06/035/033028 my name recorded as Habeja Bibi. By an Affidavit on 30/7/25 in the Gangarampur SD court I declare that Abiron Bibi and Habeja Bibi is one and same identical person. (C/120051)

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25
ENIT NO. & ID
WBMAD/DHUPGURI/61/2025-26 (3rd Call)
2026_MAD_5008774_1
WBMAD/DHUPGURI/94/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5008782_1
Sd/- Administrator Dhupguri Municipality

কর্মখালি

প্রাইভেট কার ড্রাইভার আর বাড়ির জন্য কেয়ারটেকার লাগবে- 7384239138. (C/119779)

বিক্রয়

মেখলিগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধার 7 কিমি দূরে জাতীয় সড়কের পাশে মাথাভাঙ্গা রোডে 20 বিঘা জমি বিক্রয় হবে। ফোন- 9547541528. (C/119779)

ভাড়া

হোটেল মেঘনাদ প্যালেসের টপ ফ্লোর এ 1800 Sqft এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩০০০/৬৫০০ Sqft ভাড়া দেওয়া হবে। ধূপগুড়ি বাস টার্মিনাস এর বিপরীতে। M : 7001723159/ 9734093030. (A/B)

অ্যাফিডেভিট

আমি সাইমুল খাতুন আমার জন্ম সংশাপত্রে আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 15.01.2026 তারিখে JM- 1st Class কোর্ট - 952 - অ্যাফিডেভিট বলে Nasir Khan এবং Nasir Mohammed এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (C/119296)

•

আমি রবীন্দ্র নাথ রায়, পিঃ- হিতেন চন্দ্র রায়, গ্রাঃ দয়ালের ছড়া, পোঃ পুষনাডাঙ্গা, জেলা- কুচবিহার। আমার কন্যার ভোটার কার্ড নং- TSX1625888 ও কাস্ট সার্টিফিকেট নং- 836 তে পিতার নাম রবীন্দ্র নাথ বর্মন আছে। তাই গত 29/12/25 তাং এ J.M. 1st Class সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি রবীন্দ্র নাথ রায় ও রবীন্দ্র নাথ বর্মন একই ব্যক্তি নামে পরিচিতি লাভ করিলাম।

•

আমার পুত্র Bivash Roy-এর আধার কার্ড নং 3130 1324 0173 নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 16-01-26, E.M. Mekliganj অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার পুত্র Bivash Roy এবং divash roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। - Harish Roy, গ্রাম ঃ 135 কামাত চ্যাংড়াবান্ধা, পো ঃ কামাত চ্যাংড়াবান্ধা, থানা- মেখলিগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (C/119505)

Block Development Officer, Alipurduar- I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/ BDO-ET/10/2025-2026. (2nd Call) Dt. 17.01.2026** Details may be obtained from website **www. wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ সত্যমিথ্যা, ১০.৩০ মাটির মানুষ, বিকেল ৪.০০ রক্তনদীর ধারা, সন্ধে ৭.০০ বাবা কেন চাকর, রাত ১০.০০ কলঙ্কিনী বধূ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১২.৩০ আওয়ারা, বিকেল ৩.৩০ সেজবউ, সন্ধে ৭.০০ গ্রেফতার, রাত ১০.১৫ প্রতারক
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.৩০ মিস কল, বিকেল ৪.১৫ রসগোল্লা, সন্ধে ৭.০০ ম্যাডাম গীতা রানি (বাংলা ভার্সন), রাত ৯.৪৫ লাভেরিয়া
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কবি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন
জি সিনেমা : বেলা ১১.২৭ রাধে, দুপুর ১.৪৩ রিয়েল টেভর, বিকেল ৪.৪০ কটিরা, রাত ৮.০০ গেম চেঞ্জার, ১০.৫৬ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ১০.৩০ ক্রোধ, দুপুর ১.৫০ আন্টি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৩০ রঘুবীর, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.৩০ হমরাজ
জি বলিউড : সকাল ১০.৫৭ আখরি রাস্তা, দুপুর ২.০৪ বোল রাধা বোল, বিকেল ৫.১৭ অন্ধা কানুন, রাত ৮.০০ লোফর, ১০.৪৯ খুদা গাওয়াহ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ ডাবল ধমাল, দুপুর ২.১২ অখণ্ড, বিকেল ৫.০৯ বিজনেসম্যান-টু, সন্ধে ৭.৩০ জুদাই, রাত ১০.১২ বিগ ধমাকা
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৮ রাজ, বিকেল ৪.৪৫ বীরগতি, সন্ধে ৭.৫০ আখেঁ

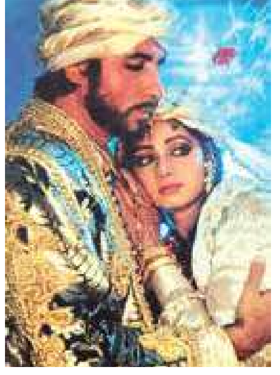

খুদা গাওয়াহ রাত ১০.৪৯ জি বলিউড

গ্রেফতার সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

রসগোল্লা বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রার যোগ। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচ বাড়বে। বৃষ : ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটাতে ভাইয়ের সাহায্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও কঠিন কাজের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : সাংসারিক সমস্যার সমাধানে কোনও আত্মীয়কে পাশে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। রাস্তায় চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা শত চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। কোনও গুণী ব্যক্তির সংস্পর্শে আনন্দ পাবেন। সিংহ : অচেনা কোনও ব্যক্তি যেচে সাহায্য করতে চাইলে অস্বীকার করুন। বাড়ির বয়স্কজনের শারীরিক সমস্যায় চিন্তা বাড়বে। কন্যা : দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ অল্প চালু করলে সুফল পাবেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হবে। তুলা : আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে সংসারে ভাঙন ধরতে পারে। নিজেকে সংযত করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বাড়িতে জটিলতা বাড়তে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ধনু : বিভিন্ন সূত্রে আয়ের পথ সুগম হবে। দাম্পত্যে সামান্য অশান্তি হলেও, আপনার বুদ্ধিবলে তা কেটে যাবে। প্রেমে শুভ। মকর : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারলে লাভবান হবেন। অন্যের পরামর্শে কোনও অজানা আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগ করবেন না। মীন : রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করলে যশ ও সম্মান বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ পৌষ, ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ৬ মাঘ, সংবৎ ২ মাঘ সুদি, ৩০ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ২।৩৬। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ১।৩৯। অসৃকযোগ রাত্রি ৮।৫২। বালবকরণ দিবা ২।২৮ গতে কৌলককরণ রাত্রি ২। ৩৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে সূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১।৩৯ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুল ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১।৫৭ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মহান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ২।৩৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, রাত্রি ২।৩৬ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।৩০ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫০ গতে ৮।৩০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ১।৩৯ গতে যাত্রা নাই, দিবা ২।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।৫২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-রাত্রি ৮।৫২ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দেশভক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রয়াণ দিবস (২০শে জানুয়ারি)। অমৃতযোগ-দিবা ৮।৩১ গতে ১০।৪৩ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ও ৩।৯ গতে ৪।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৩ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ১।৫৯ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিবর্তন সংকল্প সভায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

৩৫০ টাকা মজুরির আশ্বাস বিস্টের

সমীর দাস

জয়গাঁ, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার জয়গাঁর তোর্ষা চা বাগান ফুটবল ময়দানে বিজেপির তরফে পরিবর্তন সংকল্প সভা হয়। সেখানে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাগানের শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ৩৫০ টাকা করা হবে। ৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগানের মাঠে জনসভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, চতুর্থবার তৃণমূলের সরকার গঠিত চা শ্রমিকদের মজুরি ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হবে। এদিন এক ধাপ এগিয়ে রাজু শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ৩৫০ টাকা করার কথা বলেন। তাঁর কথায় 'প্রতিটি চা বাগানে ইএসআর হাসপাতাল করা হবে। বোনাসের জন্য শ্রমিকদের আর আন্দোলন করতে হবে না। শ্রম আইন সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের বোনাস ২০ শতাংশ হারে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

এদিন যে মাঠে রাজু তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন সেখান থেকে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার বাড়ি বড়জোর দু'কিলোমিটার। তবে রাজু তাঁর বক্তব্যে একবারের জন্যও দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতির নাম উচ্চারণ করেননি। বরং এটা বোঝাতে চেয়েছেন গঙ্গাপ্রসাদকে ছাড়াও কালচিনির নির্বাচন তাঁরা জিতে দেখাবেন। এদিন রাজুর বক্তব্যের অনেকটা অংশজুড়ে ছিল তৃণমূল ও পুলিশ, প্রশাসনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। তাঁর কথায়, 'আমরা সবদিকে নজর রাখছি। এর আগেও জয়গাঁয় এসেছি। এখনকার পুলিশ বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এমন আচরণ করেন যেন পুলিশ যমদূত হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও বিডিও ভালো কাজ করছেন না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁদের এমন জায়গায় পাঠানো হবে যেখানে গিয়ে তাঁদের আর কাউকে প্রয়োজন হবে না।'

ভোটের আগে দলীয় কর্মসূচিতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ উন্নয়নের বার্তাও দিয়েছেন। তিনি জানান, খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় করোনেশন সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে। শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ১৮০ কিলোমিটার সড়ক চার লেনের হবে। ১০০ দিনের কাজের বদলে শুরু হবে ১২৫ দিনের কাজ। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের সুনিশ্চিত রোজগার কর্মসূচিতে দুর্নীতি বন্ধ হবে।

এদিনের সভায় বিজেপির রাজ্য সম্পাদক মোহন শর্মা, দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নে ব্যর্থ, প্রশ্ন বিজেপিতেই

ঘরে বাইরে চাপের মুখে মনোজ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : শান্ত চরিত্রের মনোজ টিগ্গা। মুখে হাসি নিয়েই সবার সঙ্গে কথা বলা যাঁর অভ্যাস। সেই মনোজ বদলে যাচ্ছেন। ত্রাণের ত্রিপল না দেওয়ায় কয়েকমাস আগেই মাদারিহাট বিডিও অফিসে রণংদেহি মেজাজে দেখা গিয়েছিল আলিপুরদুয়ারের সাংসদকে।

মঙ্গলবার কিছুটা একই আন্দাজে জেলা প্রশাসনকেও সাংসদ তহবিলের টেন্ডার আটকে রাখার জন্য হুঁশিয়ারি দেন তিনি। হঠাৎ শান্ত মনোজ রেগে যাচ্ছেন, হুমকি দিচ্ছেন! কেন সেটা হচ্ছে? এই প্রশ্ন ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে।

সূত্রের খবর, মনোজের বর্তমানে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। প্রায় দুই বছর আগে সাংসদ হলেও এখনও লোকসভা কেন্দ্রে বড় কাজ করতে পারেননি। যা নিয়ে বারবার তৃণমূল মনোজকে আক্রমণ করেছে।

এমনকি দলের অন্দরেও বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে। ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখেও পড়তে হচ্ছে বিজেপির নেতাদের। কেননা বিধায়ক থেকে পদোন্নতি পেয়ে মনোজ যখন সাংসদ হন তখন আশায় বুক বেঁধেছিলেন অনেকেই। তবে কাজের কাজ এখনও কিছুই হয়নি।

বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেও আলিপুরদুয়ারের জন্য বড় কাজ আদায় করতে পারেননি সাংসদ। যা নিয়ে তাঁর মধ্যেও ক্ষোভ জমেছে। বাধ্য হয়েই জেলা প্রশাসনকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এদিন মনোজকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মানুষের স্বার্থে আমাকে এটা করতে হচ্ছে। আমি

■ মনোজের বর্তমানে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে

■ প্রায় দুই বছর আগে সাংসদ হলেও এখনও লোকসভা কেন্দ্রে বড় কাজ করতে পারেননি

■ যা নিয়ে বারবার তৃণমূল মনোজকে আক্রমণ করেছে

মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছি। সেজন্য বাধ্য হয়ে হুঁশিয়ারি দিতে হচ্ছে। রাম যদি ধর্মের জন্য রাবণকে বধ করতে পারেন তাহলে মানুষের জন্য আন্দোলন করাও ভুল নয়।'

রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে মনোজের কাছে আগামী দেড় মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকটা ডু অর ডাই পরিস্থিতির মতো। কেননা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যখন ভোট চাইতে যাবে তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে সাংসদ কী কাজ করেছেন। কেননা সাংসদ তহবিল থেকে এখনও এক টাকাও খরচ করতে পারেননি মনোজ। অন্যদিকে, রেলের জমিতে যে হাসপাতাল তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সেটাও হয়নি। মনোজকে এনিয়ে প্রশ্ন করলেই তাঁর জবাব, 'বিজেপি যা বলে তাই করে।'

তবে এই উত্তর বারবার শুনে মানুষের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সাংসদ তহবিলের টাকায় কাজ আটকে দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারকে বিজেপি কাঠগড়ায় তুললেও হাসপাতালের ক্ষেত্রে সেই জায়গা নেই। পুরোটাই কেন্দ্র সরকারের হাতে। কাজেই ব্যাকফুটে গিয়ে মনোজ কাজ করাতে গিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

অন্যদিকে, এই তৎপরতা ভোটের আগে কেন দেখা যাচ্ছে সেই প্রশ্ন উঠছে। প্রায় দুই বছরে কেন এত তৎপরতা দেখা যায়নি সেই প্রশ্নও উঠছে। এনিয়ে মনোজকে কাঠগড়ায় তুলছে তৃণমূল।

তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলছেন, 'রাজ্য সরকার কয়েকশো কোটি টাকার কাজ করাচ্ছে। আর সাংসদ ১০ কোটি টাকার কাজ করাতে পারছেন না। উনি কাজ করতে না পেরে এখন অজুহাত দিচ্ছেন। যে কাজ করতে পারে সে অজুহাত দেয় না।'

আলিপুরদুয়ার-১ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ।

বিএলএলআরও অফিসে বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : এসআইআর এবং অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন পরস্পর বিরোধিতায় সরব তৃণমূল এবং বিজেপি, তখন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে স্থানীয় ইস্যুকে গুরুত্ব দিচ্ছে বামেরা। যে কারণে সিপিএমের সারা ভারত কৃষকসভা সরব হয়েছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে। সংগঠনের তরফে ইতিমধ্যেই ফালাকাটা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে অন্দোলন হয়েছে। সোমবার সংগঠনটি বিক্ষোভ দেখাল সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক কার্যালয়ের বাইরে। আগামীদিনগুলিতেও স্থানীয় ইস্যুকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামছে বিভিন্ন সংগঠন।

সোমবার রীতিমতো মিছিল করে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে জমায়েত হন কৃষকসভার সদস্যরা। বিক্ষোভ শেষে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের ব্লক সম্পাদক তপনকুমার বর্মন বলেন, 'ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ঘুঘুর বাসা হয়ে গিয়েছে। জমির রেকর্ড বদল করা হচ্ছে। মিউটেশন করাতে গেলে হয়রান হতে হচ্ছে মানুষকে। বিভিন্ন নদী থেকে অবাধে বালি-পাথর পাচার চলছে।' জানা গিয়েছে, বুধবার বিভিন্ন বিডিও অফিসের সামনে ও মহকুমা শাসকের দপ্তরের বাইরেও বিক্ষোভ দেখাবে সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন, কৃষকসভা, শ্রমজীবী ইউনিয়ন ও সিটু। এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করা, ১০০ দিনের কাজ অবিলম্বে চালু, কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম দেওয়া সহ বিভিন্ন দাবিতে ওই আন্দোলন হবে বলে ঠিক হয়েছে। অন্যদিকে, চা বাগানের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ২৬ জানুয়ারি থেকে পদযাত্রা শুরু করতে চলেছে ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও ইউটিইউসি। মোরাঘাট চা বাগান থেকে সংকোশ চা বাগান পর্যন্ত ওই পদযাত্রা হবে। যা শেষ হবে ৩০ জানুয়ারি। চা বাগানের বিভিন্ন সমস্যা মেটানোর দাবিতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বনধ ডেকেছে জয়েন্ট ফোরাম।

কিশোরী উদ্ধার

শামুকতলা, ১৯ জানুয়ারি : বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে কোচবিহারে এক বন্ধুর বাড়ি চলে গিয়েছিল ১৬ বছরের এক কিশোরী। তিনদিন ধরে কোথাও খুঁজে না পেয়ে গত রবিবার রাতে শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়িতে ওই কিশোরীর পরিবারের লোকেরা নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। সোমবার পুলিশ কোচবিহার থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করেছে। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব তৈরি করে ওই কিশোরী কোচবিহারে একটি ছেলের বাড়িতে চলে যায়। আমরা তাকে পাঁচদিনের মধ্যে উদ্ধার করতে পেরেছি। আদালত ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

রেলগেটে ধাক্কা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার কামাখ্যাগুড়ি ঘোড়ামারা রেলগেট বন্ধ হওয়ার সময় একটি মোটর ভ্যান ওই গেটে ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে রেলগেটে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে যান চলাচল বন্ধ থাকে। ফলে ওই এলাকায় সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। সেসময়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মোটর ভ্যানটিকে আটক করে।

আন্দোলন

হাসিমারা, ১৯ জানুয়ারি : ৮ মাস ধরে বন্ধ কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগান। অভিযোগ এতদিনেও প্রশাসনের তরফে শ্রমিকদের জন্য ফাওলই ভাতা চালু হয়নি। বাগান দ্রুত খোলা ও ফাওলই ভাতা দ্রুত চালুর মঙ্গলবার সকালে বিক্ষোভ মিছিল ও হাসিমারা-কালচিনি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিয়েছেন শ্রমিকরা।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন

শামুকতলা, ১৯ জানুয়ারি : শামুকতলায় নবনির্মিত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হল সোমবার। এদিন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা জ্যোতি দাস অধিকারী। দীর্ঘদিন ধরে শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের পাশে একটি ভাঙা ঘরে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চলছিল। সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের বসার মতো কোনও জায়গা ছিল না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের পাশেই বড় ভবন তৈরি করে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ফিতে কেটে সোমবার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আজেন মিনজ, রাহাবিয়ম টুডু, পুলক বিশ্বাস, পবন রাই এবং এলাকার বিশিষ্টজনেরা। উপস্থিত ছিলেন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা ভীষণভাবে উপকৃত হবেন বলে জানান উদ্বোধক জ্যোতি দাস অধিকারী।

আলুখেতের পর সুপারি গাছ তছনছ

হাতির হানায় ভেঙেছে কালী মন্দিরের দেওয়াল।

মন্দির ভাঙল হাতি

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৯ জানুয়ারি : জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একদল হাতি বাড়ি ও সুপারি বাগানে তাণ্ডব চালাল। বাদ গেল না কালী মন্দিরও। রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ব্যাংডাকি বিটের জঙ্গল থেকে হাতিগুলি বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে একটি হাতি এলাকার বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক গোবিন্দ রায়ের বাড়িতে হামলা চালায়। গোবিন্দ ভুটানে কাজ করেন। মাঝরাতে হঠাৎ হাতির আক্রমণে তাঁর স্ত্রী তপস্যা, ছেলে ও মেয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভয়ে ঘর থেকে বের হননি। এদিকে, হাতিটি টিনের ঘরের পাশাপাশি কাছের একটি মন্দিরের পাকা দেওয়ালও ভেঙে দেয়। এছাড়া সুপারি বাগানেরও ক্ষতি করে।

সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার হেমকুমার থাপার কথায়, 'পাঁচটি হাতি বের হলেও গোবিন্দ রায়ের বাড়িতে একটি হাতিই হামলা চালিয়েছে। এছাড়া কিছু সুপারি গাছ ভেঙেছে। ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিবারের তরফে আবেদন করলে সরকারিভাবে নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

সোমবার রাতেও হাতির ভয় কাটেনি তপস্যার। তাঁর কথায়, 'স্বামী ভুটানে কাজ করেন। ছেলে, মেয়েকে নিয়ে থাকি। রাতে হাতিটি প্রথমে কালী মন্দিরের পাকা দেওয়াল ভেঙে দেয়। তারপর ঘরের বেড়া ভেঙে এক বস্তা ধান খেয়ে ফেলে। আমি পাশের ঘরেই ছেলেমেয়েকে নিয়ে ছিলাম। ঘুম ভেঙে গেলেও ভয়ে বাড়ির বাইরে বের হইনি।' বাড়িতে হামলার পর হাতিটি সুপারি বাগানে গিয়ে ২৫টির মতো সুপারি গাছ ভেঙে ফেলে বলেও তিনি জানান।

তারপর একই গ্রামের শিবেন রায়ের সুপারি বাগানেও হামলা চালায় হাতিটি। তিনি জানান, দলে ক'টা হাতি ছিল জানেন না। তবে সুপারি বাগানে একটি হাতিই হামলা চালিয়েছে। তাই বন দপ্তরের নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন এবং নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণও তিনি দাবি করেন। বন দপ্তর জানিয়েছে, এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চলছে। রাতে এখন কুয়াশা থাকে তাই অনেক সময় হাতির গতিবিধি বোঝা যায় না। তবে ওই পাঁচটি হাতিকে সোমবার ভোরের মধ্যেই জঙ্গলে ঢোকানো সম্ভব হয়। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মেয়ে বছর পনেরোর শিবানী রায় বলে, 'এভাবে হাতির হামলায় আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।'

রান্নাঘর ভেঙে খাবারের খোঁজ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া ১৯ জানুয়ারি : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের একাধিক এলাকায় হাতির তাণ্ডব চলল। সোমবার ভোররাতে আটটি হাতির পাল খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপাড়ায় আলু সাবাড় করে সুপারি ও কলা গাছ ভাঙে। এরপর শিশুঝুমরায় রান্নাঘর ভেঙে খাবারের খোঁজ করে। উত্তর ও দক্ষিণ খয়েরবাড়ির ভারপ্রাপ্ত বিট অফিসার বিধান দে'র আশ্বাস, 'ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

হাজিপাড়া এলাকাটি খয়েরবাড়ি ফরেস্ট লাগোয়া। সোমবার ভোররাতে একপাল হাতি বেরিয়ে লোকালয়ে ঢোকে। হাতিগুলি রবিউল আলমের কয়েক বিঘা জমির আলু সাবাড় করে। তিনি ভুটানে শ্রমিকের কাজ করেন। অল্প জমিজমা রয়েছে। এবছর তিন বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন। বিঘাপ্রতি জমিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা করে খরচ হয়েছে। রবিউল বলেন, 'হাতিগুলি আলুখেতে হানা দিলেও আমরা টের পাইনি। আলু খাওয়ার পর হাতিগুলি ঘরের কাছে এসে সুপারি গাছ ভাঙতে শুরু করলে আমাদের ঘুম ভাঙে।' ওই এলাকার বাহারুল আলমের জমির আলুও হাতি সাবাড় করেছে। আমজাদ হোসেনের সুপারি গাছ ভেঙে ফেলেছে।

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে সারা বছর হাতির হানা লেগেই থাকে। রেতি, দলমোড়, বান্দাপানি, দলগাঁও, লঙ্কাপাড়া, ধুমচি, খয়েরবাড়ি ফরেস্ট ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে হানা চলছেই। শনিবার রাতে কুঞ্জনগরে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলুখেত। কয়েকদিন আগে দলগাঁও ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে খয়েরবাড়ি ফরেস্ট যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমায় ঢুকে পড়ে ১৭টি হাতি। পরে ওই পালটিকে বনকর্মীরা খয়েরবাড়ি ফরেস্টে ঢুকিয়ে দেন। বর্তমানে খয়েরবাড়ি ফরেস্টে ৩০টির বেশি হাতি রয়েছে।

ওই বনের চারদিকে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, ইসলামাবাদ, মধ্য ছেকামারি, পশ্চিম মাদারিহাট, ফালাকাটা ব্লকের সাতপুকুরিয়া, দেওগাঁও ও পশ্চিম শালকুমার গ্রামেও হাতির হানা অব্যাহত। সম্প্রতি লোকালয়ে হাতির হানা ঠেকাতে খয়েরবাড়ি ফরেস্টের রাভাবস্তি এলাকায় বন সুরক্ষা কমিটি ৩ কিলোমিটারের বেশি

> ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।
>
> **বিধান দে**
> *ভারপ্রাপ্ত বিট অফিসার*

এলাকা সৌরবিদ্যুতের তার দিয়ে ঘিরেছে। তবে সোমবার ভোররাতে ওই তার এড়িয়ে অন্য এলাকা দিয়ে হাজিপাড়ায় হানা দেয় হাতির পালটি। ইসলামাবাদ গ্রামের পাপ্পু আলমের বক্তব্য, 'সাত বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছি। তিন সপ্তাহ আগে হাতির পায়ের চাপে চার বিঘা জমির আলুখেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফসল ঘরে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।' এদিন ভোররাতে পশ্চিম শিশুঝুমরার স্কুল লাইনে তিনটি হাতি হানা দেয়। রোকন হোসেনের রান্নাঘর ভেঙে ফেলে। রোকন জানান, রান্নাঘরে রাখা খাদ্যসামগ্রী হাতিগুলি খেয়ে নিয়েছে।

এদিকে রবিবার গভীর রাতে কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা-১ পঞ্চায়েতের ধনতলি টাপুতে হাতির হানায় নৃপেন্দ্র বর্মন নামে এক বাসিন্দার রান্নাঘর ভেঙেছে।

খাবারেও ডলোমাইটের ধুলো

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৯ জানুয়ারি : রাস্তার কাজ শুরুর পরে প্রায় বছর গড়াতে চলেছে। এর মধ্যে জটেশ্বর বাজার থেকে ধূপগুড়ি-ফালাকাটা সড়কের তপসিতলা পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তার নামমাত্র অংশ পাকা করা হয়েছে। অধিকাংশ কাজ এখনও বাকি। এদিকে, তৈরি না হওয়া রাস্তার অংশে স্টোন ডাস্ট ও ডলোমাইটের মিশ্রণ বিছিয়ে রেখেছে ঠিকাদারি সংস্থা। এর ফলে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ওড়া ডলোমাইটের ধুলোয় নাজেহাল প্রমোদনগর, গুয়াবরনগর এলাকার বাসিন্দারা। গত প্রায় তিন মাস ধরে এমনই অবস্থা পথচারী সহ জটেশ্বর-তপসিতলা রাস্তার দুই ধারে থাকা কয়েক হাজার পরিবারের। এমনকি রাস্তার ধুলো প্রতিনিয়ত খাবারে মিশছে বলেও অভিযোগ। তাই বাকি রাস্তাটি কেন পাকা করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী। এদিকে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থার কাছে জানতে চাওয়া হলে তাঁরা কিছু টেকনিকাল সমস্যা রয়েছে জানিয়ে দায় সারছেন। এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, রাস্তায় নামমাত্র জল ছেটানো হয়। এবিষয়ে জেলা পরিষদের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চিন্ময় দাসকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। তবে জেলা পরিষদ সদস্যা তনুশ্রী রায় জানান, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় জটেশ্বর বাজার থেকে তপসিতলা পর্যন্ত ৯.৬ কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে আট কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। জেলা পরিষদের ডব্লিউবিএসআরডিএ কর্তৃপক্ষ কাজটি করছে। বর্ষার পর এবং পুজোর মধ্যে গোটা রাস্তাটি পাকা হওয়ার কথা ছিল। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় ড্রেন তৈরি করার কথা থাকলেও তা হয়নি। উলটে পিচের কাজও আটকে রয়েছে। গ্রামীণ এলাকার ওই রাস্তার দুই ধারে প্রায় হাজারখানেক ঘরবাড়ি রয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন প্রচুর টোটো, যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি এবং পথচারীরা যাতায়াত করেন। চলাচল করে স্কুল পড়ুয়ারাও। রাস্তার কাজ আটকে যাওয়ায় ধুলোয় নাকাল হচ্ছেন সকলে।

তৈরি না হওয়া রাস্তার অংশে স্টোন ডাস্ট ও ডলোমাইটের মিশ্রণ।

এনিয়ে প্রমোদনগরের বাসিন্দা তথা অনগ্রসর মুসলিম সংগ্রাম সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবুল হোসেন বলেন, 'প্রায় তিন মাস ধরে রাস্তার কাজ আটকে রয়েছে। ধুলোর জন্য চলাচল করতে বেশ সমস্যা হয়।' অন্যদিকে দীনবন্ধু সরকার নামে আরেক ব্যক্তির কথায়, 'ধুলোর জন্য সাইকেল বা টোটোতে শিশুদের স্কুলে যাতায়াত করতে কষ্ট হয়। দিনের পর দিন এমন চলতে থাকায় তাদের সর্দিকাশির সঙ্গে চোখের যন্ত্রণার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে।' তবে ডব্লিউবিএসআরডি-র সহকারী বাস্তুকার অজয় সিনহা বলেছেন, 'কিছু অফিশিয়াল কাজকর্ম বাকি রয়েছে। সেগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কাজ করা হবে।'

কামাখ্যা এবং হাওড়াকে সংযোগ করা

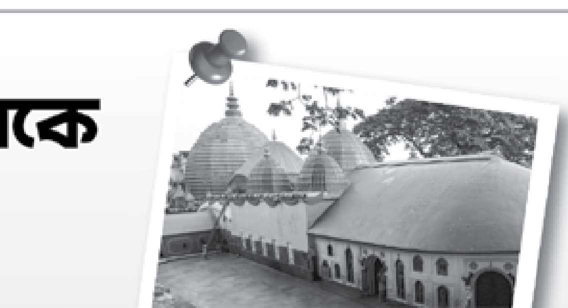

বন্দে ভারত স্লিপার

রাত্রিকালীন যাত্রায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা

রেল নং. ২৭৫৭৬/২৭৫৭৫ কামাখ্যা-হাওড়া-কামাখ্যা

বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস

• নিয়মিত সেবা •

২৭৫৭৬ কামাখ্যা-হাওড়া ২২-০১-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (বুধবার ছাড়া)			২৭৫৭৫ হাওড়া-কামাখ্যা ২৩-০১-২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকরি হওয়া (বৃহস্পতিবার ছাড়া)	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	১৮.১৫	কামাখ্যা	০৮.২০	—
১৮.৪৮	১৮.৫০	রঙ্গিয়া	০৬.৫০	০৬.৫২
২০.০৮	২০.১০	নিউ বঙ্গাইগাঁও	০৫.২০	০৫.২২
২১.২৩	২১.২৫	নিউ আলিপুরদুয়ার	০৩.৪৮	০৩.৫০
২১.৪০	২১.৪৫	নিউ কোচবিহার	০৩.৩০	০৩.৩৫
২২.৫৫	২২.৫৭	জলপাইগুড়ি রোড	০২.২০	০২.২২
২৩.৩০	২৩.৪০	নিউ জলপাইগুড়ী	০১.৪০	০১.৫০
০০.২২	০০.২৪	আলুয়াবাড়ী রোড	০০.৫৮	০১.০০
০৩.২৫	০৩.৩৫	মালদা টাউন	২২.৫০	২৩.০০
০৪.০২	০৪.০৪	নিউ ফরাক্কা জংশন	২১.৪৮	২১.৫০
০৪.৫৭	০৫.০২	আজিমগঞ্জ	২০.৫০	২০.৫৫
০৫.৪৬	০৫.৪৮	কাটোয়া জংশন	২০.০৩	২০.০৫
০৬.১৩	০৬.১৫	নবদ্বীপ ধাম	১৯.৩৬	১৯.৩৮
০৬.৫৮	০৭.০০	ব্যান্ডেল জংশন	১৮.৫৬	১৮.৫৮
০৮.১৫	—	হাওড়া	—	১৮.২০

ফ্রীকুয়েন্সি ০৬ দিন/সপ্তাহ

৩ এসি (১১ কার), ২ এসি (৪ কার) এবং প্রথম এসি (১ কার) সেবা উপলব্ধ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আমাদের অনুসরন/অনুকরন করুনঃ

চেকো মোড়ে যানজটে নাকাল আমজনতা। সোমবার। -সংবাদচিত্র

মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রশ্ন

দোকানের সামনে বালি, ব্যবসা লাটে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : ব্যবসায়ীদের আন্দোলন ঠেকাতে দোকানের সামনে বালির স্তূপ ফেলার অভিযোগ উঠল। শুধু তাই নয়, সোমবার রাস্তার দুই পাশে বালির স্তূপের যানজটে স্তব্ধ হল আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকো মোড় এলাকা। সলসলাবাড়ি ও ভাটিবাড়ি যাওয়ার রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় প্রায় এক মিলিমিটার রাস্তাজুড়ে যানজট তীব্র আকার নেয়। রতন রায় নামে এক পথচারীর কথায়, '১ কিমি পথ অতিক্রম করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। কাজে বেরিয়ে যানজটে ফেঁসে গিয়েছি।'

ব্যবসায়ীরা ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন করলেও প্রশাসন তা গুরুত্ব দিতে নারাজ। স্বাভাবিকভাবেই শতাধিক ব্যবসায়ীদের জীবন-জীবিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। শুক্রবার গভীর রাতে বালি ফেলে দোকানের মুখ বন্ধ করার অভিযোগ উঠেছে মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ব্যবসা করতে না পেরে শনিবার সকালে আন্দোলনে শামিল হন ব্যবসায়ীরা। সেই ঘটনার পর ফের রবিবার রাতে চেকো মোড় এলাকার সব দোকানের সামনে বালির স্তূপ করে রাখা হয় বলে অভিযোগ।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক রানা পাল বলছেন, 'ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের বদলে জোর করে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছে প্রশাসন। রাস্তার দুই ধারে বালি ফেলায় কেউ ব্যবসা করতে পারছি না। রাস্তা সংকীর্ণ হতেই এদিন তীব্র যানজট তৈরি হয়। আমাদের দাবি পূরণ না করে রাতের অন্ধকারে বালি ফেলার কাজ করা হচ্ছে।' এদিকে এনএইচএআই-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর শৈলেন্দ্র শম্ভুর বক্তব্য, 'পূর্ত দপ্তরের জমিতে যাঁদের দোকান ছিল তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পুনর্বাসনের জন্য দোকান তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেখানে যাননি।'

> **ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের বদলে জোর করে উচ্ছেদের পরিকল্পনা করছে প্রশাসন। রাস্তার দুই ধারে বালি ফেলায় কেউ ব্যবসা করতে পারছি না।**
> **রানা পাল** *ব্যবসায়ী*

সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা পর্যন্ত এই ফোর লেনের রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর পূর্ত দপ্তরের জমিতে থাকা দোকান মালিকদের উচ্ছেদের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। চেকো মোড় এলাকায় এখনও কিছু দোকান রয়েছে। বিভিন্ন সময় ব্যবসায়ীরা আন্দোলন করে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি করে আসছেন। তার মাঝেই দোকানের সামনে বালি ফেলার কাজ শুরু করে ফোর লেনের ঠিকাদারি সংস্থা। ব্যবসায়ীরা দাবিদাওয়া আদায়ে আন্দোলন করলেও প্রশাসন সেসবে গুরুত্ব না দিয়ে বালি ফেলার কাজ চালিয়ে যায়। এদিন বেশিরভাগ দোকানদার দোকান খুলতেই পারেননি। ব্যবসায়ী বিশ্ব দেবনাথের কথায়, 'ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন সময় জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। কিন্তু প্রশাসনের তো হেলদোল নেই। এখন রাতের অন্ধকারে মাটি ফেলা হচ্ছে।' বাবলা পাল নামে আরেক ব্যবসায়ীর অভিযোগ, 'বালি ফেলার ফলে কয়েকদিন দোকান খুলতে পারিনি। খাব কী আমরা।'

গোপনে দেহ দাহের চেষ্টা

ফেরার কেয়ার টেকার, তদন্ত চাইছেন মৃতের আত্মীয়স্বজন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : আত্মীয়দের না জানিয়েই এক অবসরপ্রাপ্ত মহিলা রেলকর্মীর দেহ দাহ করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল তাঁর কেয়ারটেকারের বিরুদ্ধে। মৃতার নাম কৃষ্ণা দত্ত (৬৫)। তাঁর বিশেষভাবে সক্ষম এক মেয়ে রয়েছে। তিনি চিকিৎসাধীন। রহস্যজনক মৃত্যুর অভিযোগ তুলে ময়নাতদন্তের আবেদন জানিয়েছেন মৃতার আত্মীয়রা। সেইসঙ্গে কেয়ারটেকারের বিরুদ্ধে সম্পদ হাতানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনায় বেপাত্তা অভিযুক্ত। তাঁকে ফোন করা হলে পাওয়া যায়নি। পুলিশের তরফেও অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি বলে জানা গিয়েছে।

মৃতার আত্মীয়রা জানাচ্ছেন, কৃষ্ণা দত্ত আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর ও মেয়ের দেখভালের জন্যে দেবব্রত চন্দ নামে এক স্থানীয় টোটোচালককে নিয়োগ করা হয়েছিল। কৃষ্ণা দত্ত এবং দেবব্রত চন্দ আগে থেকেই একে অপরকে চিনতেন। সম্প্রতি কৃষ্ণা দত্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হলে ওই ব্যক্তি তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। শনিবার শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কৃষ্ণা দত্তের মৃত্যু হয়। এরপর দেহ বাড়িতে আনার জন্যে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ওই কেয়ারটেকার। তবে তাঁরা উপস্থিত হওয়ার আগেই দেহ দাহ করার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু তারপর আত্মীয়রা এসে পথ আটকে দাঁড়ান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। শেষপর্যন্ত মৃতদেহ আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে হাসপাতালে সুরক্ষিত রাখা হয়। সোমবার আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা।

- কৃষ্ণা দত্ত আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন, তাঁর দেখভালের জন্যে দেবব্রতকে নিয়োগ করা হয়
- হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই মহিলা মারা যান
- তাঁর কেয়ার টেকার আত্মীয়দের না জানিয়েই দেহ দাহ করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ

> **আমার বোন কৃষ্ণা দত্ত মারা গিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁর বিশেষভাবে সক্ষম মেয়ে গুরুতর অসুস্থ। বিষয়টি জানার পরই কলকাতা থেকে ছুটে আসি। আমাদের না জানিয়েই মৃতদেহ দাহ করার চেষ্টা হচ্ছিল।**
> **প্রদীপ বসু** *মৃতার আত্মীয়*

প্রদীপ বসু নামে মৃতার এক আত্মীয় বলেন, 'আমার বোন কৃষ্ণা দত্ত মারা গিয়েছেন। একইসঙ্গে তাঁর বিশেষভাবে সক্ষম মেয়ে গুরুতর অসুস্থ। বিষয়টি জানার পরই কলকাতা থেকে ছুটে আসি। আমাদের না জানিয়েই মৃতদেহ দাহ করার চেষ্টা হচ্ছিল।' তিনি জানিয়েছেন, মৃতার দুটি মোবাইল ফোন, ব্যাংকের পাসবই, এটিএম কার্ড ও জমিজমার কাগজপত্র সহ একাধিক জরুরি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর সন্দেহ, কেয়ারটেকার চক্রান্ত করে সবকিছু দখল করার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি, মৃতদেহের ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি সোনা লামা বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে।' মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর দেহ দাহ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্ত এগোবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

শালকুমারহাট, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার থেকে শুরু হল শালকুমারহাটের নতুনপাড়া নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান। সকালে শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর পড়ুয়াদের যোগ, হকি, ফুটবল, ক্যারাটে প্রতিযোগিতা হয়। প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বর্মন জানান, মঙ্গলবার হবে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। থাকছে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রস্তুতি সভা

শালকুমারহাট, ১৯ জানুয়ারি : আগামী ২৩ জানুয়ারি কোচবিহার জেলার গিতালদহে সন্তানদলের বৈদিক জনসভা ও মিছিল হবে। এজন্য সোমবার শালকুমারহাটে অনুষ্ঠিত হয় সন্তানদলের এক সভা। প্রস্তুতি সভায় শালকুমারহাটের সভায় সংগঠনের অ্যাকশন কমিটির অধ্যক্ষ অঞ্জন দেব, সন্তানদলের উত্তরবঙ্গ বর্ধিত কমিটির সদস্য গণেশ রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

স্মারকলিপি

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : সারা ভারত কৃষকসভার কুমারগ্রাম ব্লক কমিটির তরফে সোমবার কামাখ্যাগুড়ি বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছিল ভূমিহীনদের পাট্টা প্রদান, বিএলআরও অফিসে দালালচক্র ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি। ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুখময় রায় সহ অন্যরা।

ভাগবত পাঠ

ফালাকাটা, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার থেকে ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানে শুরু হল ভাগবত পাঠ। কাদম্বিনী রাধে রাধে মহিলা কমিটির উদ্যোগে এদিন তোর্ষা থেকে কলসে জল ভরে নিয়ে আসেন প্রায় পাঁচশো মহিলা। চা বাগানের দয়া লাইনে সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় ভাগবত পাঠ। ভাগবত পাঠের আসর চলবে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত।

শীতবস্ত্র বিলি

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের মাধ্যমিক ব্যাচ-২০০১'এর উদ্যোগে মোট ৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ আউটপোস্টের ওসি সুবিমল বর্মন।

আইনি জট কাড়ল 'পাগলি' মায়ের সন্তান

বীরপাড়া, ১৯ জানুয়ারি : একদিকে আইন! আরেকদিকে মানবিকতা! টানাটানিতে আপাতত জিতল আইন। আইনের মারপ্যাঁচই মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিল দুগ্ধপোষ্য শিশুকে। ২০২৫ সালের ২৫ মার্চ ঠিকানা ভুলে যাওয়া এক অন্তঃসত্ত্বা মানসিক ভারসাম্যহীন বধূকে রাস্তা থেকে তুলে ডিমডিমা চা বাগানের সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোমে দিয়ে যায় বীরপাড়া থানার পুলিশ। ২৯ অক্টোবর তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। সম্প্রতি খবর পেয়ে ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট সাজুকে ওই সন্তান সিডব্লিউসিতে রাখার নির্দেশ দেন। সোমবার মা সহ সন্তানকে নিয়ে গিয়ে সন্তানকে রেখে আসেন সাজু। এরপর থেকেই কাঁদছেন মা। সন্তানকে খুঁজছেন তিনি।

পরিত্যক্ত সন্তানদের নিয়ে থাকে সিডব্লিউসি। পরে একাধিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওদের দত্তক দেওয়া হয় ইচ্ছুক দম্পতিদের। কিন্তু এক্ষেত্রে ওই মহিলার সন্তান পরিত্যক্ত নয়। আবার রেজিস্ট্রেশন না থাকায় সরকারি সংস্থাগুলির কাছে সাজু তালুকদারের শেলটার হোমটি 'বেআইনি'! সিডব্লিউসির চেয়ারপার্সন অসীম বসু বলছেন, 'মানবিক দিক এবং আইন দুই-ই বিবেচনা করেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
খুনশুটি। *হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অনিমেষ রায়।*

নয়া পর্যবেক্ষক

আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রাম, ১৯ জানুয়ারি : এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে সোমবার আলিপুরদুয়ারে এলেন বিশেষ ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষক (স্পেশাল রোল অবজার্ভার) অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সুব্রত গুপ্ত। জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিকদের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ ও সহায়তার জন্য তাঁর আলিপুরদুয়ার সফর। এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। এসআইআরের কাজ কতদূর হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখেন। অন্যদিকে, কুমারগ্রাম ব্লক অফিসেও যান সুব্রত। ব্লকের এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি পর্বের কাজকর্ম সরেজমিনে ঘুরে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের করা মামলায় ৬ জানুয়ারি পরিবেশ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের আবর্জনার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে বিশেষ কমিটি। সোমবার সেই নির্দেশমতো দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্যরা জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। সেখানে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও। হাসপাতালের আবর্জনা কী অবস্থায় রয়েছে সেটা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। অন্যদিকে, মাঝেরডাবরিতে পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পও ঘুরে দেখে ওই প্রতিনিধিদল।

প্রতিযোগিতা

ফালাকাটা, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার থেকে ফালাকাটা কলেজে শুরু হল ইন্টার কলেজ ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথম দিন আলিপুরদুয়ার জেলার কলেজগুলিকে নিয়ে হয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার হবে ফুটবল ও খো খো খেলা। দৌড়, লংজাম্প, হাইজাম্প, জ্যাভলিন থ্রো সহ দশটি ইভেন্টে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। তার মধ্যে সব ইভেন্টের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পাবেন।

ডিভাইডারের মাঝে দোকান। পলাশবাড়ি এলাকায়। -সংবাদচিত্র

ডিভাইডারে পসরা, বিপদের আশঙ্কা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি : ঘন কুয়াশার জন্য মাঝেমধ্যে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়ক যেন আরও বেশি দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে। শালকুমার মোড় থেকে নিউ পলাশবাড়ি হয়ে মেজবিল পর্যন্ত রাস্তার মাঝে ডিভাইডার তৈরি করা হয়েছে। আর এই ডিভাইডারের মাঝে কেউ কেউ অস্থায়ীভাবে দোকান দিয়েছেন। যদিও পলাশবাড়িতে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনও দিয়েছে জেলা পরিষদ। অভিযোগ, এখনও অনেকে পুনর্বাসনের ফলে দোকানের জন্য নতুন জায়গা পাননি, আবার অনেকে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় এভাবে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করছেন।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, 'পলাশবাড়িতে যেসব ব্যবসায়ীকে জায়গা দেওয়া হয়েছে তাঁদের উচিত সেখানে দোকান করা। কিন্তু কেউ কেউ এখনও নতুন জায়গায় না গিয়ে রাস্তায় বা ডিভাইডারে দোকান চালাচ্ছেন। এর ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।' সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি বিশ্বজিৎ দে জানান, রাস্তার ধারে বা ডিভাইডারের মাঝে এভাবে দোকান চালানো যাবে না। ব্যবসায়ীদের সরে যেতে বলা হবে।

শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দারের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমরাও লক্ষ করছি। নতুন জায়গা পড়ে আছে। সেখানে এখনও কেউ কেউ দোকান দেননি। বেশি মুনাফার স্বার্থে রাস্তার ধারে বা ডিভাইডারের মাঝে দোকান চালাচ্ছেন। এই সকল ব্যবসায়ীকে নতুন জায়গায় দোকান দিতে বলা হয়েছে।'

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, এখন পলাশবাড়ি এলাকায় মহাসড়কের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি কিছু জায়গায় সার্ভিস রোডের কাজও চলছে। মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা বলেন, 'ডিভাইডারের মাঝে কোথাও কোথাও এখনও মাটি ভরাটের কাজ বাকি আছে। সেই কাজ হয়ে গেলেই ডিভাইডারের মাঝে গাছের চারা রোপণ করা হবে। তবে এখন এভাবে দোকান না চালানোই ভালো।'

যদিও পলাশবাড়ির ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এখনও সব ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এক লটারির টিকিট বিক্রেতা জানান, রাস্তার ধারে বিক্রি বেশি হয়। তাই কিছুটা ঝুঁকি থাকলেও এখানেই অস্থায়ীভাবে দোকান চালাচ্ছেন তিনি। লটারির টিকিটের পাশাপাশি কেউ কেউ পানমশলা ও অন্য জিনিসও বিক্রি করছেন।

শিলবাড়িহাটে প্রতি বুধ ও শনিবার সাপ্তাহিক হাট বসে। হাটবারের দিন বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিরা ধান বিক্রি করতে আসেন। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকে আর বাজারে যান না। তার আগেই রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে বসেই ধান বেচাকেনা চলে। ফলে সেসব জায়গায় মাঝেমধ্যে ভিড় জমে যায়। এভাবে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।

ধান ব্যবসায়ীরা জানান, পুরোনো রাস্তা যখন ছিল তখন তাঁরা এভাবেই রাস্তার ধার থেকে ধান কিনেছেন। তাই এখনও এভাবে ধান বেচাকেনা চলছে। আবার কয়েকজন ব্যবসায়ীর মতে, তাঁরা এখনও পুনর্বাসনের জায়গা পাননি এবং কবে পাবেন তা জানেন না। তাই এভাবে দোকান দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন।

বিক্ষোভে ফের বন্ধ রাস্তার কাজ

বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে সিসি রোড দাবি

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৯ জানুয়ারি : মাসখানেক পর সোমবার ফের পাকা রাস্তা নির্মাণে বাধা দিলেন গ্রামবাসীরা। কংক্রিটের রাস্তার পরিবর্তে পেভার্স ব্লক কিংবা বিটুমেনের পাকা রাস্তা তৈরির দাবিতে তাঁরা অনড় ছিলেন। বিক্ষোভ আন্দোলনের জেরে থমকে রইল কাজ। এদিন পাকা রাস্তা নির্মাণ আটকে দেওয়ায় কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়িতে পৌঁছান কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। বিক্ষোভরত গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। শেষমেশ নিজেরা বৈঠক করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। এছাড়া সরকারি কাজে বাধা দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ সে কথাও আন্দোলনকারীদের বুঝিয়ে এলাকা ছাড়ে পুলিশ।

প্রায় মাসখানেক আগে কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়িতে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে কংক্রিটের রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস হয়। এক কিলোমিটার সিসি রোড নির্মাণে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। শিলান্যাসের পর অর্থমুভার লাগিয়ে রাস্তা খোঁড়া শুরুও করে কাজের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। তবে আগেরবারেও গ্রামবাসীদের বাধায় নির্মাণকাজ আটকে যায়। মাসখানেক পর আবার সিসি রোড নির্মাণে বালি-বজরি ফেলার কাজ শুরু করতেই গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শতাধিক বাসিন্দা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

বিক্ষোভ সামাল দিতে পূর্ব শালবাড়িতে বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ।

গ্রামবাসীদের সাফ কথা, সমস্যা এবং দাবির কথা বিস্তারিত লিখে তাঁরা গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি এলাকার বিডিওকে দিয়েছেন এবং সমস্যা নিরসনের আশায় রয়েছেন। এদিকে কুমারগ্রামের বিডিও সন্দীপ ধাড়া বলেন, 'এলাকাবাসীর স্মারকলিপি এখনও আমি হাতে পাইনি। তবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌখিকভাবে সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। সেই মতো গোটা বিষয়টি জেলা প্রশাসনের কর্তাদের নজরে এনেছি। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বুধান কুজুর বলেন, 'পূর্ব শালবাড়ির রমণী রাভার বাড়ি থেকে সংকোশ নদী লাগোয়া কাঁঠালতলা পর্যন্ত আমরা সিসি রোড চাইছি না। কারণ কংক্রিটের পাকা রাস্তা তৈরি করা হলে পথ সরু হয়ে যাবে। পেভার্স ব্লক কিংবা বিটুমেনের পাকা রাস্তা হলে সংকীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যানবাহন চলাচল করতে বা পথচারীদের যাতায়াতেও কোনও সমস্যা হবে না।' আরেক গ্রামবাসী বাতিচন রাভা জানান, গ্রাম ঘেঁষে সংকোশ নদী। ভাঙন রোধে সেচ দপ্তরের পাড়বাঁধ রয়েছে। বর্ষায় নতুন করে ভাঙন দেখা দিলে কিংবা পাড়বাঁধের ক্ষতি হলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বোল্ডারবোঝাই ট্রাক ও ট্র্যাক্টর-ট্রলি ওই পথে চলাচল করে। কংক্রিটের সরু রাস্তা হলে সমস্যা আরও বাড়বে। তাই সে বিষয়ে বিস্তারিত লিখে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, আইসি, ওসি সহ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানানো হয়েছে। একই মত বিপ্লব দাস, সুকুমার কুজুর, সম্রাট রাভা, বাউল রাভা সহ গ্রামের অনেকেরই।

ভোলাঘাট উত্তর চকোয়াখেতির একটি নদীঘাট। মাঝি ভোলা চৌধুরীর নামে ঘাটের নামকরণ করা হয়েছিল। আজ ভোলা মাঝি নেই। কিন্তু তাঁর নামেই ঘাটটি পরিচিত। কালজানি নদীতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় নানা ঘাট রয়েছে তবে কোনও ব্যক্তির নামে ঘাটের পরিচিতির উদাহরণ নেই যেটা ভোলাঘাটের ক্ষেত্রে রয়েছে।

ভোলা মাঝির নামে পরিচিত উত্তর চকোয়াখেতি ঘাট

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১৯ জানুয়ারি : কালজানি একটি নদীর নাম। আর ভোলাঘাট ওই নদীরই একটি ঘাটের নাম। আলিপুরদুয়ার-১ ও কালজানি ব্লকের বাসিন্দাদের কাছে এই ঘাটের পরিচিতি কিন্তু অজানা নয়। কালজানি নদী পারাপার করতে ভোলাঘাট অন্যতম পরিচিত ঘাট। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর চকোয়াখেতির ওই ঘাটের সরকারি নাম উত্তর চকোয়াখেতি ঘাট হলেও ঘাটের পরিচিতি ভোলাঘাট হিসেবেই। লোকমুখে বহুদিন আগে যে নামের প্রচলন হয়েছিল সেই নামই এখনও রয়েছে। আর যে ভোলার নামে এই ঘাট সেই ভোলা এক সময় ছিলেন কালজানি নদীর মাঝি, ভোলা চৌধুরী। উত্তর চকোয়াখেতিতে কালজানি নদীতে নৌকা চালাতেন ভোলা। নৌকায় নদীর এক পাশের বাসিন্দাদের আরেক পাশে পৌঁছে দিতেন। এরপর সরকারি ইজারা শুরু হলে ঘাটের ইজারাও নিলামে নিতেন তিনিই।

ভোলার মাঝির নামেই ঘাটটি আজও পরিচিতি হয়েছে। বছর সাতেক আগে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় তাঁর। তবে নদীর পাশেই এখনও তাঁর বাড়ি রয়েছে। সেখানেই তাঁর পরিবারের সদস্যরাও থাকেন। ভোলার বাড়িতে গিয়ে কথা হচ্ছিল ভোলার স্ত্রী পিলি চৌধুরীর সঙ্গে। এই ঘাট নিয়ে প্রশ্ন করতেই বিভিন্ন স্মৃতির কথা উসকে দিয়েছিলেন পিলি। স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করতেই বলছিলেন, 'নদীর পাশেই বাড়ি হওয়ায় নৌকা চালানো শিখেছিলেন। সেটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় নৌকাই চালিয়ে ছিলেন। কত ঝড়-বৃষ্টিতে লোককে নদী পার করিয়ে দিয়েছেন সেটার হিসেব নেই।'

ভোলাঘাটে নৌকায় এইভাবে হয় কালজানি নদী পারাপার। -সংবাদচিত্র

ভোলা নেই, তবে তাঁর স্মৃতি যে এখনও ঘাটের নামের সঙ্গে জড়িয়ে সেটাই বড় পাওনা হিসেবে বলছেন পরিবারের সদস্যরা।

একইরকম কথা শোনা গেল ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেও। উত্তর চকোয়াখেতি থেকে পাটকাপাড়া যেতে এই ঘাট ব্যবহার করা হয়। কালজানি নদীতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় নানা ঘাট রয়েছে। তবে কোনও ব্যক্তির নামে ঘাটের পরিচিতির উদাহরণ নেই যেটা ভোলাঘাটের ক্ষেত্রে রয়েছে। উত্তর চকোয়াখেতির লখিন্দর ওরাওঁয়ের কথায়, 'গ্রামের লোকেরা ছোট থেকেই ভোলা কাকুকে দেখেছে। ওদের পরিবারের অনেকেই নৌকা চালাতেন। তবে ভোলা কাকু ছিলেন পরিচিত মাঝি। তাঁর নৌকায় বহুবার উঠেছি। আমরাও ছোট থেকেই জেনে এসেছি তাঁর নামেই ঘাট।' কালজানি নদী পার করতে ভরসার মাঝির নামে ঘাটের নামকরণ বহুদিন আগেই যে হয়েছিল সেই ধারা এখনও রয়েছে। বর্তমানে ওই ঘাটের যে ইজারা নেন রতন রায়। তিনিও নৌকা চালানো শিখেছিলেন ভোলার কাছেই। এখন তিনি গুরুর মতো ঘাটের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নৌকায় যেমন ঘাট পার করা হয়, তেমনি নদীতে জল কম থাকলে সাঁকোও তৈরি করে পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়।

হুমায়ুনের স্বস্তি

জেড প্লাস নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আবেদন করতে বললেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই সিদ্ধান্ত নেবে হুমায়ুনের নিরাপত্তার বিষয়ে।

ইন্টারভিউ

প্রাথমিকের নিয়োগের দ্বিতীয় দফার ইন্টারভিউয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল পর্ষদ। কলকাতা, ঝাড়গ্রাম ও জলপাইগুড়ির পরীক্ষার্থীদের এই দফায় ডাকা হয়েছে। ২৭-৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ইন্টারভিউ চলবে।

খুন শিল্পী

বেহালার পর্ণশ্রীর আবাসন থেকে উদ্ধার হল সংগীত শিল্পীর দেহ। খুন করা হয় তাঁকে। বাড়ির পরিচারকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই এই খুন বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের।

ছাত্রের মৃত্যু

কলেজ ছাত্রের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বসিরহাটের মাটিয়া থানা এলাকা। অভিযুক্তদের আড়াল করার অভিযোগে স্থানীয় তৃণমূল উপপ্রধানের বাড়ি ভাঙচুর করল বিক্ষুব্ধ জনতা।

নেতাজি জয়ন্তী আসছে... *সোমবার কুমোরটুলিতে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

'বাঙালি' রাম প্রতিষ্ঠায় ১০০ কোটি

শান্তিপুরে মন্দিরের উদ্যোগে ভোটের অঙ্ক

নদিয়া, ১৯ জানুয়ারি : অযোধ্যা নয়, এবার খাস বাংলায় গড়ে উঠতে চলেছে বিশাল 'রাম মন্দির'। তবে এই রাম হিন্দি বলয়ের পরিচিত ঘরানার নন, ইনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের সেই ঘরের ছেলে 'বাঙালি রাম'।

নদিয়ার শান্তিপুরে শ্রী কৃত্তিবাস রাম মন্দির ট্রাস্টের উদ্যোগে ১৫ বিঘা জমিতে গড়ে উঠতে চলেছে এই মন্দির ও হেরিটেজ সেন্টার। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগন্নাথ মন্দির ও ধর্মীয় প্রকল্প, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবিরের 'বাবরি' রেপ্লিকা ঘোষণা— এই সমীকরণের মাঝে শান্তিপুরের এই মন্দির এখন বঙ্গ রাজনীতির নয়া ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রাস্টের সভাপতি তথা বিজেপি বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্যের দাবি, এটি কোনও নির্বাচনী প্রকল্প নয় এবং ২০১৭ সাল থেকে এর কাজ চলছে। তবে ২০২৬-এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ২০২৮-এর মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মন্দির গড়ার পরিকল্পনা আসলে বাংলার 'ভক্তি আন্দোলন' এবং 'বাঙালি আবেগ'কে একসূত্রে গেঁথে পদ্ম শিবিরের জমি শক্ত করার সুদূরপ্রসারী কৌশল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করে এসেছে যে বিজেপি 'বহিরাগত' সংস্কৃতি ও হিন্দি বলয়ের রামকে বাংলায় চাপিয়ে দিচ্ছে। এই অস্ত্রকে ভোঁতা করতেই এবার 'শ্রীরাম পাঁচালি'র রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার স্মৃতিধন্য শান্তিপুরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে রামচন্দ্র পূজিত হবেন একেবারে বাঙালি রীতিতে। স্থানীয় লিটন ভট্টাচার্য ও পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান করা জমিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিজেপি বার্তা দিতে চাইছে যে, রামচন্দ্র শুধু গোবলয়ের নন, তিনি কৃত্তিবাসের হাত ধরে বাংলার ঘরে ঘরেও সমান প্রাসঙ্গিক। তবে এই মন্দির নিয়ে ইতিমধ্যেই কড়া সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। জয়প্রকাশ মজুমদারের কটাক্ষ, 'বিজেপি কোনওদিন কৃত্তিবাসের বাঙালি রামকে মেনে নিতে পারবে না, এটি টাকা লুঠের নতুন ফন্দি হতে পারে।' পালটা বিজেপি শিবিরের দাবি, শান্তিপুর ভক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান এবং এখানে মন্দির গড়া বাঙালির সাংস্কৃতিক অধিকার। সব মিলিয়ে, দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে শান্তিপুরের রাম মন্দির— দুই প্রধান যুযুধান পক্ষই এখন বুঝতে পারছে, বাঙালির 'ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট' পকেটে পুরতে না পারলে মহাকরণের লড়াই জেতা কঠিন।

ফের অভিষেকের নিশানায় কমিশন, জোর কদমে ভোট প্রস্তুতি

'এসআইআর-এ পদ্মের খেলা শেষ'

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের শুনানি পর্বে তৃণমূল যে দাবিগুলি জানিয়ে এসেছিল, সেগুলিকেই কার্যত সোমবার মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পরই এদিন বারাসত কাছারি ময়দানে রণ সংকল্প সভা থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে একযোগে নিশানা করে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলেন, 'যাঁরা বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার, ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছেন, তাঁদের দু-গালে দুটো কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এখন কোর্টে হারালাম, এপ্রিল মাসে ভোটে হারাব।' এদিন কাছারি ময়দানের সভায় বেলা ২টোর কিছু পরে অভিষেক যখন ভাষণ দিতে ওঠেন, তার কিছুক্ষণ আগেই এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বেরিয়ে গিয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক ও পুরসভার ওয়ার্ড অফিসে টাঙাতে হবে। গত সপ্তাহে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে দেওয়া চিঠিতে এই দাবিই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে গত ৩১ ডিসেম্বর এই দাবি জানিয়েছিলেন অভিষেক সহ তৃণমূলের সাংসদরা। এদিন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই আগামী বৃহস্পতিবার বিএলএ-২ দের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক ডেকেছেন অভিষেক।

সভামঞ্চে উঠেই সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশকে নিয়ে কমিশন এবং বিজেপিকে একযোগে তোপ দেগে অভিষেক বলেন, 'বিজেপির এসআইআর-এর খেলা শেষ হয়ে গেল। সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল দলগতভাবে এই মামলা করেছিল।' নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির সহযোগী বলে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'চূড়ান্ত দাবি ছিল লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করুক। কিন্তু তারা করেনি। কারণ, তারা এই তালিকা প্রকাশ করলে তাদের খেলা সামনে চলে আসত।'

শুনানির সময় বিএলএ-২ দের

বারাসত কাছারি ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

অমানবিকভাবে বয়স্ক এবং অসুস্থদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। বিএলওদের ওপর কার্যত নির্যাতন করা হচ্ছে।' ৩১ ডিসেম্বর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'আমাদের রাখতে বারবার দাবি জানিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু কমিশন সেই দাবি মানেনি।

এই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'ওরাল মেনশন চলাকালীন বিএলএরাও উপস্থিত থাকতে পারবেন।'

প্রার্থী বাছাইয়ে আইপ্যাকের মতে গুরুত্ব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে এত কাণ্ডের মাঝেও শাসকদল তৃণমূলের ভোটের প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া থেমে নেই। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজ সংকেত পেয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এব্যাপারে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর আস্থাভাজন আইপ্যাককে। জেলায় জেলায় প্রার্থী নির্বাচনে কয়েকটি মাপকাঠি ধরে সেই কাজ করে চলেছেন আইপ্যাক কর্মীরা। আইপ্যাক দপ্তর ও সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি হানার পর জেলায় জেলায় আইপ্যাকের তথ্য সংগ্রহের কাজ কিছুদিন বন্ধ থাকলেও এখন আবার তা শুরু হয়েছে বলে সোমবার তৃণমূল সূত্রের খবর।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, অন্যান্য বারের মতো এবারও বিধানসভা ভোটের অনেক আগেই ভোটপ্রার্থী বাছাইয়ের কাজ অনেক আগেই সেরে রাখতে চান মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির থেকে অনেক আগেই দলের প্রার্থী ঘোষণা করে এককদম এগিয়ে যেতে চান দলনেত্রী।

তৃণমূল সূত্রের খবর, এবার প্রার্থী বাছাইয়ে নেত্রী অনেকটাই নির্ভর করছেন অভিষেকের ওপর। অভিষেকও তাঁর আস্থাভাজন 'আইপ্যাক'কে এই কাজে লাগিয়ে জেলায় ও রাজ্যস্তরে একেবারে নীচুতলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্যের ওপর রিপোর্ট হাতে পেতে চাইছেন। প্রার্থী তালিকায় অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেতে চলেছে অভিষেকের রিপোর্ট।

এই মুহূর্তে দলের হয়ে জেলায় জেলায় বিজেপিও এসআইআর বিরোধী আওয়াজ বাংলায় তুঙ্গে নিয়ে যেতে অভিষেক লাগাতার প্রচার, জনসভা ও রোড শো করে চলেছেন।

অভিষেকের প্রার্থী বাছাইয়ের ওপর নেত্রীর ভরসা নিয়ে সোমবার তৃণমূলের এক প্রবীণ শীর্ষ নেতার মন্তব্য, 'একেবারে 'কর্পোরেট ধাঁচে' দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যা যা করা দরকার, অভিষেক তা করছেন।'

সিঙ্গুরের রাস্তায় নেমে পড়ল তৃণমূল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সিঙ্গুর, ১৯ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রবিবারের সভায় সিঙ্গুরের প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য। আর একে হাতিয়ার করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সিঙ্গুরের রাস্তায় নেমে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবারই এলাকার রতনপুর মোড়ে এই নিয়ে সভা করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। আগামী কয়েকদিনে সিঙ্গুরের প্রতিটি পঞ্চায়েতে এই সভা করা হবে বলেও তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছেন।

সিঙ্গুরের মতো একটি সংবেদনশীল জায়গায় যখন প্রধানমন্ত্রী সভা করেন, তখন স্থানীয়দের প্রত্যাশা থাকে সুনির্দিষ্ট কোনও প্রকল্পের ঘোষণা বা দিশা নিয়ে। বিজেপি যখন প্রচারের মূল বিষয় হিসেবে শিল্পায়নকে বেছে নিয়েছিল, তখন সাধারণ আশা করেছিলেন, হয়তো কোনও মেগা প্রকল্পের ব্লু প্রিন্ট প্রধানমন্ত্রীর সভায় সামনে আসবে। সেই ঘোষণা না হওয়ায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, যা এখন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের জন্য বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই অস্বস্তিকে প্রকাশ্যে আনতে দিতে

অস্ত্র প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা

রাজি নয় বঙ্গ বিজেপি। সোমবার বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ভেবে কথা বলতে হয়। তিনি ভোটের প্রতিশ্রুতি দেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারও যে সিঙ্গুরের কর্মসংস্থানের কথা ভাবছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। তাই তৃণমূলের প্রচার নিয়ে আমরা চিন্তিত নই।' বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুরে লজিস্টিক হাবের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার আগেই নিয়েছে। তার জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে। কিন্তু সিঙ্গুরের মানুষ বুঝে গিয়েছেন, বিজেপি বাংলাবিরোধী।'

রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সভার পরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সাড়ে ১১ একর জমিতে লজিস্টিক হাব করছে রাজ্য সরকার। সেখানে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। তবে লজিস্টিক হাব কি উচ্চশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটাতে পারবে? কারণ লজিস্টিক সেক্টরে মূলত পরিবহণ, গুদামজাতকরণ এবং সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের সুযোগ বেশি থাকে। যা দক্ষ কারিগরি বা উচ্চশিক্ষিত কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করবে না। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর সভায় কর্মসংস্থানের কোনও দিশা না থাকা বিরোধীদের হাতে বড় অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি, গোপালনগর, বাজেমেলিয়া, খাসের ভেড়ি বা সিংহের ভেড়ি এলাকার সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যদি ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয়, তবে তা বঙ্গ বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে।

শর্তসাপেক্ষে জামিন শতদ্রুকে

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অবশেষে ৩৮ দিনের মাথায় স্বস্তি পেলেন প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্ত। সোমবার তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে নিম্ন আদালত। তবে কলকাতা হাইকোর্টে লেকটাউনে মেসি ও মারাদোনার মূর্তি বসানো নিয়ে এদিন প্রশ্ন উঠেছে। এই মূর্তি কি সরকারি জমির ওপর বসানো হয়েছে? তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট। দমদম পুরসভা ও রাজ্য সরকারকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। অন্তর্বর্তী জামিন পেলেও একাধিক শর্ত মানতে হবে শতদ্রুকে। সমস্ত তথ্য জমা রাখতে হবে। বিধাননগরের আওতাধীন এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। সপ্তাহে একদিন তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

মূর্তি বসানোর বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে হাইকোর্টে। আবেদনকারীর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে সরকারি জমিতে কোনও মূর্তি বসানো যায় না। তাই লেকটাউনে মেসি ও মারাদোনার যে মূর্তিগুলি বসানো হয়েছে, তা সরকারি জমিতে কি না, খতিয়ে দেখা হোক। তারপরই রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট।

হাজিরা নিশ্চিত করতে বিধায়কদের নির্দেশিকা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশনে দলের বিধায়কদের কড়া 'গাইডলাইনে' বেঁধে রাখতে চায় শাসকদল তৃণমূল। অধিবেশন বসছে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে এটাই শেষ অধিবেশন। স্বাভাবিকভাবেই তা গুরুত্ব পেতে চলেছে শাসক ও বিরোধীদের কাছে। অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশনে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পেশ ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ হওয়ার কথা। এছাড়াও বিধানসভার কার্যবিবরণীতেও আরও কিছু নিয়মিত বিষয় থাকবে।

শাসকদলের আশঙ্কা, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া অধিবেশনে বিভিন্ন ইস্যু টেনে বিরোধী বিজেপি বিধায়করা সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণে সোচ্চার হবেন। ভোটের আগে বিরোধীরা চাইবে সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে বিধানসভায় ফায়দা তুলতে। কোনও কোনও সময় এইসব নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকবে। সাম্প্রতিক অতীতে এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট সব মহলকেই।

তৃণমূল সূত্রের খবর, বিধানসভা অধিবেশন শুরুর আগে বিজেপিকে নিয়ে আগাম সতর্ক পরিষদীয় দল। তৃণমূল বিধায়কদের হাজিরায় কড়াকড়ির সঙ্গে তাঁদের সভায় হাজির থাকার ব্যাপারে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। বিরোধীদের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে সভায় হাজির থাকাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে তৃণমূল। যত বেশি সংখ্যক মন্ত্রী সভায় থাকবেন, ততই তা সরকারের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি পেশের সহায়ক হবে বলে মন্ত্রীদের উপস্থিতির ওপরও নজর দেওয়া হচ্ছে। অধিবেশন শুরুর আগে মন্ত্রী ও বিধায়কদের একরকম গাইডলাইন বেঁধে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন

তৃণমূল পরিষদীয় দলের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতোই এই ব্যাপারে এগোচ্ছে তৃণমূল। অধিবেশন শুরুর আগে দলের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের আগে গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনকে কাজে লাগিয়ে সরকার জনহিতকর কিছু প্রকল্পের বরাদ্দ ও উপভোক্তা বাড়ানোর কথাও ঘোষণা করতে পারে। বাড়তে পরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ একাধিক সামাজিক প্রকল্পের বরাদ্দ। সরকারের এই পদক্ষেপের সমর্থনে বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের উপস্থিতি আরও বাড়াতে চায় দল।

নৌশাদকে শুনানিতে ডাক

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে বিতর্ক ও ক্ষোভের শেষ নেই। শুনানির কারণে হয়রানির অভিযোগ সর্বত্র। যা নিয়ে প্রতিবাদ, অবরোধ ও বিক্ষোভ চলছে। এরই মধ্যে শুনানির ডাক পেলেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী ও প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরাও শুনানির হাত থেকে রেহাই পাননি। সেই তালিকায় নাম জুড়ল নৌশাদেরও। শুনানির নোটিশ পেয়ে নৌশাদ জানান, তিনি আতঙ্কিত নন। নিয়মানুযায়ী তিনি হাজিরা দেবেন। তাঁর ভোটদানের অধিকার সংবিধানের ৩২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী থাকবে। এদিকে রাসবিহারী কেন্দ্রের ভোটার আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে মঙ্গলবার শুনানিতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ২০১৬ ও ২০২১ সালে ওই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি।

এরই মধ্যে এখনও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ অব্যাহত। সোমবারও রাজ্যের একাধিক জেলায় মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনায় ছেলে ও মেয়েকে শুনানিতে ডাকার পরে আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে ৬২ বছরের বৃদ্ধ ছোয়েত শেখের। নদিয়ার হোগলাবেরিয়া থানা এলাকায় স্ত্রীর নামে শুনানির নোটিশ আসায় আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ৫৪ বছরের প্রৌঢ় ফিজুর খান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভাতেও এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন জনি শেখ। তাঁর পরিবারের দাবি, তিনিও এসআইআর নোটিশ পেতে পারেন বলে আতঙ্কে ভুগছিলেন। নদিয়ার নাকাশি পাড়া শালি গ্রামে মৃত্যু হয়েছে সামির আলি দেওয়ান নামে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধের।

ফের অসুস্থ সৌগত রায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। আচমকা রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণেই এই অসুস্থতা বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

গতবছর লোকসভা অধিবেশন শেষে সংসদ থেকে বেরোনোর সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সৌগত। তারপর আড়িয়াদহে একটি মন্দির উদ্বোধন করতে যাওয়ার সময়ও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেইসময় তাঁর বুকে পেসমেকার বসানো হয়। ফের রবিবার রাতে একটি অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পেসমেকার সংক্রান্ত কোনও সমস্যা শরীরে দেখা দিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। টাইপ টু ডায়াবিটিস থাকায় তাঁকে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যদিও এখন তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। সব রিপোর্ট ঠিক থাকলে দু'তিনদিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে।

জোড়া মামলা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সোমবার বেলডাঙায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। বেলডাঙার বর্তমান পরিস্থিতি ও আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি তুলে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিজেপি ও স্থানীয় বাসিন্দারা। গত শুক্রবার থেকে বেলডাঙা সহ মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। আবেদনকারীদের দাবি, পুলিশ, প্রশাসন পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ। তাই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আধা সেনা মোতায়েন জরুরি। চলতি সপ্তাহে মামলাগুলির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিএলও-দের ছাড়ের আর্জি শিক্ষা দপ্তরের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : সামনেই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। কিন্তু এসআইআরের কাজে এখনও ব্যস্ত শিক্ষক ও জেলা স্কুল পরিদর্শকরা। বিপুল কাজ সামলাতে মাথায় হাত স্কুলগুলির। সমস্যার সমাধানের জন্য পরীক্ষা চলাকালীন দায়িত্ব থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) এবং বিএলও'দের অব্যাহতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। সোমবার নবান্নে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠকের পর পাকাপাকিভাবে এই সিদ্ধান্ত নিলেন দপ্তরের আধিকারিকরা। একই সঙ্গে শিক্ষকদের চাপ কমাতে পরীক্ষার কাজের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজে এইআরও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন জেলা স্কুল পরিদর্শকরা। তাঁদের সঙ্গে শিক্ষকদের একাংশও বিএলও হিসেবে কর্মরত। একই সঙ্গে তাঁদেরকে সামলাতে হচ্ছে স্কুলের নিয়মিত পঠনপাঠন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তুতিও। এদিন মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে হওয়া উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেসব জেলা পরিদর্শক ও শিক্ষক নির্বাচনি কাজে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ছাড় দেওয়ার জন্য আর্জি জানানো হবে কমিশনের কাছে। ২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। প্রায় ১০ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসবেন। ফলে পরীক্ষার সময় যদি শিক্ষকরা শুনানির কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে শিক্ষক সংকটে পড়তে পারে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি। এমনকি মানসিক চাপও বাড়তে পারে তাঁদের। তার ওপর রয়েছে পরীক্ষার খাতা দেখার কাজও। পরীক্ষায় সেন্টার-ইন-চার্জ, ভেনু-ইনচার্জের মতো দায়িত্বও রয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শকদের কাঁধে। এই সকল বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও চলবে ১২-২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পরীক্ষা দেবেন ৬ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী। আগেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই পরীক্ষা নিয়ে একাধিক কড়া নির্দেশিকা বেঁধে দিয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে জেরক্সের দোকান বন্ধ রাখার পাশাপাশি কোনও পড়ুয়া নকল বা গোলমাল করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল সংসদ। পরীক্ষা চলাকালীন সবরকম নির্দেশিকা

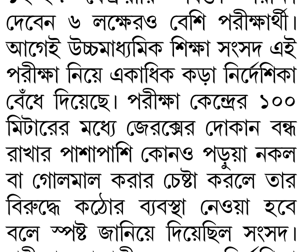

- সেন্টার ইনচার্জ, ভেনু ইনচার্জের দায়িত্বে থাকেন জেলা স্কুল পরিদর্শকরা
- পরীক্ষক হিসেবে কর্তব্যে থাকা শিক্ষকদের একাংশ বিএলও'র কাজ করছেন
- পঠনপাঠন জারি রাখতে কমিশনকে সমস্যার কথা জানাতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর

যাতে মানা হয়, সে বিষয়ে এদিনের বৈঠকে নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। থিয়োরি পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক, স্ক্রুটিনিয়ার ও ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের সদস্য শিক্ষকদের কাজের সময় বেঁধে দিয়ে স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের চিঠি দিয়েছে সংসদ। ইতিমধ্যেই এসআইআর আতঙ্কে একাধিক বিএলও'র মৃত্যু নিয়ে চিন্তা বাড়ছে শিক্ষা দপ্তরের অন্দরেও। তাই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে এবং পড়ুয়াদের কথা চিন্তা করে সবরকমভাবে প্রস্তুতি সেরে রাখছে দপ্তর।

ফর্ম-৭ জমা নিয়ে তুলকালাম

অরূপ দত্ত ও রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ও আসানসোল, ১৯ জানুয়ারি : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার দাবি জানাতে ফর্ম-৭ জমা দেওয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে তুলকালাম চলছে। সোমবার এসআইআর মামলায় শীর্ষ আদালতের একাধিক নির্দেশের পর শুনানি ও সংশোধনের জন্যে আবেদন গ্রহণের সময়সীমা নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছে কমিশন। এদিন সকালেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এরই মধ্যে এদিন ফর্ম-৭ জমা নেওয়ার মেয়াদ আরও ৭ দিন বাড়ানোর দাবি নিয়ে সিইও দপ্তরে গিয়েছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে কমিশনের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে সিইও দপ্তর।

নাম তোলা বাদ দেওয়া এবং সংশোধনের জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবিতে সময়সীমা বাড়িয়ে ১৯ জানুয়ারি করা হয়েছিল। সেই হিসেবে এদিনই ফর্ম-৭ জমা নেওয়ার শেষ দিন ছিল। কিন্তু কয়েকদিন ধরে বিজেপির

অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে বিজেপির বিক্ষোভ। সোমবার আসানসোলে।

লাগাতার অভিযোগ করে আসছে জেলায় জেলায় তৃণমূলের বাধায় তারা ফর্ম-৭ জমা করতে পারছে না। এদিনও আসানসোল, দুর্গাপুর, জামুরিয়ায় ফর্ম-৭ জমা দিতে গিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে বিজেপি। প্রতিবাদে আসানসোল এসডিও অফিসের সামনে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নেতত্বে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পরে বার্নপুর রোডে আসানসোল দক্ষিণ থানা এলাকায় বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা। দুর্গাপুরে বিজেপির বিক্ষোভে বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোরুইকে আটক করে পুলিশ। বামেদের তরফেও বৈধ ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্তকে বিজেপিকে দুষে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। একইভাবে পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ায় বিডিও অফিসের ফর্ম-৭ জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তুলকালাম হয়। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তৃণমূল ও পুলিশের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহতও হন। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এসআইআর-এর উদ্দেশ্য ভোটার তালিকাকে ত্রুটিমুক্ত করা। আমরা সেই লক্ষ্যে ফর্ম-৭ জমা দিতে চাই। তৃণমূল বাধা দিলে সঠিক ভোটার তালিকা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমরা ভোট হতে দেব না।' এই মনোভাবের সমালোচনা করেছে বাম ও তৃণমূল।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৬ মাঘ ১৪৩২

রোডম্যাপ

বিজেপি অভিযোগ করে থাকে, তৃণমূলের অপশাসনে বাংলায় কর্মসংস্থান হয় না। কাজের খোঁজে দলে দলে মানুষ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হন। বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে সেই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে, তার কোনও আভাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণে ছিল না। বাংলায় পরপর দু'দিন ভাষণ দিয়েছেন তিনি। কোনও ভাষণেই রাজ্যে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের জীবিকাসংকট নিয়েও কোনও আলোচনা ছিল না। তাঁর ভাষণ বিজেপির শীর্ষনেতা হিসেবে। ফলে ধরেই নেওয়া যায় যে, ভোটমুখী বাংলায় দলের প্রচারের কৌশল ঠিক করে দেওয়া ছিল মোদির লক্ষ্য। কিন্তু সেই কৌশলে কোথাও মানুষের জীবন ও জীবিকার দৈনন্দিন সমস্যার উল্লেখ ছিল না। সিঙ্গুরে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে যে গ্রামে কারখানা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল টাটা গোষ্ঠী। কৃষি হারানো, শিল্প সম্ভাবনা খোয়ানো সেই সিঙ্গুর তাই প্রধানমন্ত্রীর সফরে আশা দেখেছিল।

সিঙ্গুরের ওই জমিতে কৃষির সম্ভাবনা আর নেই। রাজ্যের বিজেপি নেতাদের আগাম প্রচার এবং প্রধানমন্ত্রীর আগে বাংলার নেতাদের ভাষণে সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন ছিল স্পষ্ট। কিন্তু মোদির ভাষণে বোঝা গেল- উন্নয়নের দুই ভিত্তি কৃষি ও শিল্প নিয়ে বাংলায় বিজেপির কোনও রোডম্যাপ নেই। উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আজকাল চরম নিগ্রহের মুখে পড়ছেন। এমনকি, খুন পর্যন্ত হচ্ছেন।

যাঁদের ফেরাতে মমতা ৫০০০ টাকা ভাতা চালু করলেও ভিনরাজ্যে যাওয়া বন্ধ হয়নি। মালদা সহ উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষ এখন পরিযায়ী শ্রমিক। বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতায় এলে বাংলাতেই তাঁদের কর্মসংস্থানে কোনও ব্যবস্থা করবে কি না, তার উল্লেখমাত্র করলেন না মালদার সভায়। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ভোটে প্রচারের মূল সুর ছিল অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি নিয়ে। একথা ঠিক যে, দুর্নীতি ও অনিয়ম আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে বাংলাকে।

সরকারি ক্ষেত্রে তো বটেই, বেসরকারি নির্মাণশিল্পে, বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। যা দেখেও দেখে না রাজ্য প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ আটকে রেখে দেয়। তাতে আসলে রাজ্যের শাসকের নয়, চরম ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষের। মোদির সরকার ও দল সরকারি-বেসরকারি সেই সিন্ডিকেট, দালালচক্রের বিরুদ্ধে আস্ফালন করে বটে, কিন্তু পদক্ষেপ করে না।

নানা দুর্নীতিতে তদন্ত মাঝপথে ঝুলে থাকছে দিনের পর দিন। সিবিআই, ইডি সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের সুফল কিছু মেলে না। দুর্নীতি বহালতবিয়তে চলছে। মালদা ও সিঙ্গুরে সেই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আবার হুংকার দিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দুর্নীতি ঠেকানোর কোনও রোডম্যাপ উল্লেখ করলেন না। বাস্তবে সদ্য শেষ হওয়া সফরে তাঁর একমাত্র উল্লেখ করার মতো সুর ছিল অনুপ্রবেশ নিয়ে।

যদিও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) অনুপ্রবেশকারীদের তেমনভাবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। মোদি তাও সেই বিষয়টিকে আঁকড়ে থাকায় স্পষ্ট যে অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রচার করে বিজেপির আসল উদ্দেশ্য বাংলার ভোটে মেরুকরণের অস্ত্র প্রয়োগ করা। বাংলাকে দেওয়ার মতো আর কিছু যে বিজেপির হাতে নেই- তা-ই যেন বেআব্রু করে দিয়ে গেলেন বিজেপির শীর্ষনেতা। ফলে মোদির সফর ভোটের লক্ষ্যপূরণে কতটা কাজে দেবে- তা নিয়ে সংশয় থাকলই।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপিরও হুংকার যত থাকে, আন্দোলনে ধারাবাহিকতা তত থাকে না। সময় নিয়ে দলের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত করতে অনীহা আছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের। বিভিন্ন সময় চিকিৎসক বা শিক্ষকদের আন্দোলন হাইজ্যাক করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। মোদিও পথ দেখালেন না। এসআইআর-এ নানা ক্ষেত্রে হয়রানির জন্য বিজেপিকে দায়ী করে তৃণমূলের প্রচার মোকাবিলাতেও বিজেপির দিশা রইল না।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছো। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

- শ্রীশ্রী রবি শংকর

বৃহন্মুম্বই নির্বাচন স্রেফ স্থানীয় ভোট নয়

বাণিজ্যিক রাজধানীর ক্ষমতার পালাবদলে ওলট-পালট জাতীয় রাজনীতির সমীকরণ।

চিরঞ্জীব রায়

ঠাকরেদের দীর্ঘ ৩০ বছরের অজেয় দুর্গ দখল করে বৃহন্মুম্বই পুরনিগম বা বিএমসি জয় করে নিয়েছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতি (মহাজোট)। এই জয়ের তাৎপর্য গভীর— এটি কেবল একটি পুরসভা দখল নয়, বরং ঠাকরে পরিবার এবং শারদ পাওয়ারের কয়েক দশকের আধিপত্য ও প্রাসঙ্গিকতাকে কার্যত মুছে দিয়ে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। মুম্বইয়ের প্রায় তিন কোটি মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠা কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। ইতিহাসের পাতায় এমন নজির খুব কমই আছে। এই পশ্চিমবঙ্গেই বামফ্রন্ট টানা ৩৪ বছর লাল ঝান্ডা উড়িয়ে শাসন চালিয়েছে, যার পতন ছিল ঐতিহাসিক। কিন্তু মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন; সেখানে বিজেপির দাপট তেমন দীর্ঘকালের বা নিরবচ্ছিন্ন নয়। বিশেষত মুম্বই শাসন গেরুয়া শিবিরের কাছে বরাবরই ছিল এক অধরা স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণ করে ঠাকরে-পাওয়ার জোটকে পর্যুদস্ত করাটা ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

এআই।

কারণ খুঁজতে 'ফেলুদাকে' লাগবে না

কিন্তু এমনভাবে পাশা উলটে যাওয়ার নেপথ্য কাহিনী কী? এর জন্য কোনও গোয়েন্দা বা ফেলুদাকে লাগবে না, কারণগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট। 'মহাযুতি' বা মূলত বিজেপি ও একনাথ শিন্ডের শিবসেনার এই মহাজোট প্রথম দলটির সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কৌশল এবং দ্বিতীয় দলটির মারাঠি আবেগ— এই দুইয়ের এক দুর্ভেদ্য মিশেল তৈরি করেছিল। বিশেষত মুম্বইয়ের শহরতলি এলাকায় শিন্ডের আঞ্চলিক প্রভাব ভোটারদের বড় অংশকে টেনে এনেছে। কেন্দ্র, রাজ্য এবং কর্পোরেশনের 'ট্রিপল ইঞ্জিন' তার রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তির দমে মুম্বইকে উন্নয়নের সোনালি মোড়কে মুড়ে দিতে পারে এবং দেবে— এই স্বপ্নটি মহাযুতি জনগণের কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

বিজেপির সুকৌশলী লক্ষ্য ছিল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে ঠাকরেদের চিরাচরিত অস্ত্র 'মারাঠি অস্মিতা' থেকে সরিয়ে এনে আধুনিক মহানাগরিক পরিকাঠামো ও উন্নয়নের দিকে ফেরানো। ভোটের প্রচার সেই উদ্দেশ্য সফলভাবে পূরণ করেছে। এর পাশাপাশি রাস্তাঘাটের দুর্দশা, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং থমকে থাকা পুরপ্রকল্প সমেত নাগরিক জীবনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে প্রচারে যথাযথভাবে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। শিন্ডে যদি ভূমিপুত্র মারাঠিদের একাংশকে মহাযুতির ঝান্ডাতলে আনতে পারেন, তবে মুম্বইবাসী বিশাল সংখ্যক গুজরাটি ও উত্তর ভারতীয়দের কাছে বিজেপি হয়ে উঠেছে একান্ত 'ঘরের মানুষ'।

কুরুক্ষেত্রের অপর প্রান্তের কাহিনী

অন্যদিকে, কুরুক্ষেত্রের অপর প্রান্তের জোট অর্থাৎ শিবসেনা (ইউবিটি), কংগ্রেস এবং এনসিপি-র (শারদ পাওয়ার) জোটটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। এদের মধ্যে নৈতিক, রাজনৈতিক এবং ইগোজনিত মতপার্থক্যের কারণে কোনও সঠিক নির্বাচনি রসায়ন দানা বাঁধেনি। ফলে বিভিন্ন শরিক দলের সমর্থকদের ভোট একক বাক্সে জমা হয়নি, যার পূর্ণ সুবিধা নিয়েছে মহাযুতি। এবারের ফল প্রমাণ করে দিয়েছে, বিএমসি-র ওপর ঠাকরে ব্র্যান্ডের সেই দীর্ঘদিনের 'সম্মোহন' আর নেই। তাই রাজ ও উদ্ধব— দুই ভাই পৃথক হয়েও বা পরোক্ষভাবে এক হয়েও বিজেপি জোটের পালের হাওয়া কাড়তে পারেননি। বিরোধী পক্ষে একজন অবিসংবাদী নেতার অভাব ছিল স্পষ্ট, যাঁকে দেখে সাধারণ মানুষ ভরসা পেতে পারেন।

উলটোদিকে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশের ভোট কৌশল তাঁকে ফের 'মাস্টার স্ট্র্যাটেজিস্ট' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নির্বাচনি প্রচারের প্রতিটি খুঁটিনাটি সামলানো, কর্পোরেশন জুড়ে ৭৭টি ঝোড়ো র‍্যালি করা এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের চাঙ্গা করার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক রাজনীতি কেবল আবেগে নয়, বরং নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় চলে। জোটসঙ্গী শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারের সঙ্গে মসৃণ সম্পর্ক বজায় রেখে তিনি নিজেকে যথার্থ নেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

বৃহন্মুম্বই পুর নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতির জয় ঠাকরেদের দীর্ঘ ৩০ বছরের আধিপত্যের অবসান ঘটাল। এই জয় স্রেফ একটি স্থানীয় নির্বাচন নয়, বরং 'মারাঠি অস্মিতার' জায়গায় আধুনিক পরিকাঠামো ও 'উন্নয়নমুখী' রাজনীতির সফল প্রতিষ্ঠা। বিশাল বাজেট ও ৪৮টি লোকসভা আসনের গুরুত্ব মাথায় রেখে এই ফলাফল ২০২৯-এর নির্বাচনের শক্তিশালী বিজ্ঞাপন হয়ে উঠতে পারে। বিরোধী শিবিরের ছন্নছাড়া দশা এবং বিজেপির সুনিপুণ ভোট কৌশল প্রমাণ করে যে, মুম্বইয়ের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন আগামীদিনে জাতীয় রাজনীতির অভিমুখ ও মেরুকরণ নির্ধারণে অত্যন্ত নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ কেবল এক পুরনিগমের ভোট নয়

বিএমসি-র ভোটের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে এর বিশালত্ব বুঝতে হবে। ৪৩৭ বর্গকিলোমিটার এলাকায় এই রাজনৈতিক পালাবদল স্রেফ মহারাষ্ট্র নয়, গোটা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার ভোল বদলে দিতে পারে। মহারাষ্ট্র লোকসভায় ৪৮টি আসন নিয়ে দিল্লির মসনদ দখলে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। একনাথ শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি ঠাকরে পরিবারের কয়েক দশকের আধিপত্য কেড়ে নিয়ে স্রেফ ক্ষমতা দখল করেনি, বরং মুম্বইয়ের মতো অতি আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় এলাকায় নিজেদের ভাবমূর্তিকে 'উন্নয়নমুখী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিএমসি-র বার্ষিক ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি আকাশছোঁয়া বাজেট এখন বিজেপির হাতে। এই বিপুল অর্থ কাজে লাগিয়ে উপকূলীয় সড়ক, মেট্রোরেলের সম্প্রসারণ এবং বস্তি উন্নয়নের মতো মেগা প্রোজেক্টগুলি সম্পন্ন করতে পারলে, ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে তা হবে বিজেপির জন্য সেরা বিজ্ঞাপন। এর মাধ্যমে দিল্লি, চেন্নাই বা কলকাতার মতো মহানগরীর ভোটারদের কাছে দলের 'প্রগতিশীল' ইমেজ তুলে ধরা সহজ হবে। অটল মিশন বা স্মার্ট সিটিজ মিশনের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করে বিজেপি প্রমাণ করতে পারবে যে, তারাই দেশের নগর উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ কারিগর।

এই নৈতিক ও মানসিক জয়ের উৎসাহ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে যাবে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কিছু নির্বাচনে মিশ্র ফলাফলের পর বিএমসি-র জয় বিজেপির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায়ন ও স্থায়িত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি শহুরে ও আধুনিক ভোটারদের মধ্যে কংগ্রেস ও উদ্ধব শিবিরের প্রভাব ক্ষয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটিও জাতীয় রাজনীতিতে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে।

এগিয়ে আসবে ২০২৯-এর ভোট?

বিরোধী শিবিরের কাছে বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম-এর উত্থান। কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় তাদের দাপট সংখ্যালঘু ভোটের ভাগাভাগি নিশ্চিত করেছে, যা প্রকারান্তরে বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ফলাফল ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন সময়ের আগেই করিয়ে দেওয়ার একটি বড় ইন্ধন হয়ে উঠতে পারে। কারণ, মুম্বইয়ের মতো কসমোপলিটান ভোটারের মন জয় করা বিজেপির রাজনৈতিক অভিযোজন বা বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার এক বড় জয়। এই 'মুম্বই মডেল' ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যেও বিজেপি প্রয়োগ করতে চাইবে।

জরুরি হল বিজেপির শিক্ষাগ্রহণ

তবে এটাও মনে রাখা জরুরি, এই জয়ই রাজনৈতিক সাফল্যের শেষ কথা নয়। ক্ষমতা থাকলে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী (Anti-incumbency) হাওয়া ওঠাই স্বাভাবিক। কর্পোরেশন চালাতে গিয়ে ভুলত্রুটি ঘটবে, মানুষের আকাশচুম্বী প্রত্যাশার চাপ থাকবে। বিরোধীরাও নিশ্চুপ বসে থাকবে না; তারাও নতুন জোট বা কৌশল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মোটের ওপর, বিএমসি-র এই জয় জাতীয় স্তরে বিজেপির আধিপত্যকে আরও সুদৃঢ় করল। এই সাফল্যকে ব্যবহার করে বিজেপি কীভাবে জাতীয় স্তরে নিজেদের জোটকে আরও সংহত করে এবং রাজনৈতিক লাভ আদায় করে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯৮৮

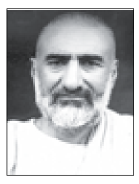

আবদুল গফফর খান প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৯৪

ক্রিকেটার অক্ষর প্যাটেলের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কার ক্ষমতা বেশি মোদিজি? ১০ কোটি মানুষের নাকি আপনাদের গায়ের জোরের। আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব তৈরি থাকো। ২০২৬-এর ভোটে তৃণমূল ২৫০-র বেশি আসনে জিতবে। বিজেপিকে ৫০-এর নীচে নামাবোই। যারা আমাদের টাইট করতে চায়, বাংলার মানুষ তাদেরই টাইট করবে।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

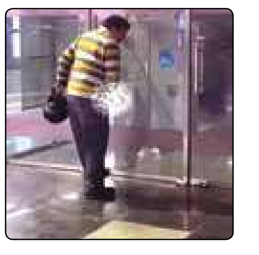

দিল্লির মেট্রো স্টেশনে প্রস্রাব করার ভিডিও ভাইরাল। জনাকীর্ণ স্টেশন। তার এক কোণে দাঁড়িয়ে নিজেকে হালকা করছেন একজন যাত্রী। সহযাত্রীরা পাশ দিয়ে যাতায়াত করলেও তাঁর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিডিও দেখে নিন্দার ঝড় নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

হাসপাতালে বড় বড় করে লেখা থাকে 'ধূমপান নিষিদ্ধ'। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের থোড়াই কেয়ার। বিহারের জেডিইউ বিধায়ক অনন্ত সিংয়ের হাসপাতালে সিগারেট টানার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। পাটনার হাসপাতালে সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে ঢুকলেন তিনি।

জনমন
জনমত

বন্দে ভারত স্লিপারকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব যাত্রীদেরও

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস চালু হওয়া উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল-ঘটনা। হাওড়া-গুয়াহাটি রুটে এই সেমি হাইস্পিড স্লিপার পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে দীর্ঘ দূরত্বের রাতের যাত্রা তুলনামূলক দ্রুত, আরামদায়ক ও নিরাপদ হবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগ দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসাপ্রার্থী, পরিযায়ী শ্রমিক ও সাধারণ পরিবারের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। ফলে এই আধুনিক ট্রেন পরিষেবা শুধু সময় বাঁচাবে না, বরং ভ্রমণের মানও উন্নত করবে। ট্রেনের উন্নত বার্থ, আধুনিক বায়োটয়লেট, মানসম্মত লিনেন, সিসিটিভি নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা যাত্রীদের সুবিধা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে প্রযুক্তিগত উন্নতি একাই এই ট্রেনকে সফল করতে পারবে না, এর কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করবে যাত্রীদের আচরণের ওপর।

অতীতে একাধিক আধুনিক ও লাক্সারি ট্রেন পরিষেবা চালু হলেও যাত্রীদের অসচেতন ব্যবহার, আবর্জনা ফেলা, টয়লেটের অপব্যবহার, সিট নোংরা করা সহ নানাবিধ কারণে দ্রুত সেগুলির মান নষ্ট হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি। বিদেশি পর্যটক থেকে শুরু করে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ যখন এই ট্রেনে ভ্রমণ করবেন, তখন ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাই ভারতের রেল ব্যবস্থার ভাবমূর্তি তুলে ধরবে।

তাই বন্দে ভারত স্লিপারকে পরিষ্কার রাখা শুধু রেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয়, প্রত্যেক যাত্রীরও সমান দায়িত্ব। আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা, বগি নোংরা না করা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না করা এবং সহযাত্রীদের প্রতি শালীন আচরণ বজায় রাখা একজন সচেতন নাগরিকের কর্তব্য। আমরা যদি দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে এই ট্রেন পরিষেবা দীর্ঘদিন মানসম্মত থাকবে এবং সাধারণ মানুষের উপকারে আসবে।

মলয় চক্রবর্তী
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষা নাকি তথ্যের রাজত্ব?

ইউজিসি-নেট রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার্থীরা হতাশ। বিশ্লেষণ-ধারণার বদলে প্রাধান্য তথ্য ও মুখস্থের পরীক্ষায়।

রাহুল দাস

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং গবেষণার মানদণ্ড নির্ধারণে ইউজিসি-নেট কেবল একটি পরীক্ষা নয়, বরং দেশের উচ্চশিক্ষার বৌদ্ধিক মানচিত্র তৈরির প্রধান কারিগর। ফলে প্রশ্নপত্রে বিষয়গত গভীরতা ও ধারণাগত স্পষ্টতা বজায় রাখা অপরিহার্য। কিন্তু ২০২৫ সালের ডিসেম্বর সেশনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রশ্নপত্র সেই প্রত্যাশা পূরণে চরম ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

মুখস্থবিদ্যার একাধিপত্য

এবারের প্রশ্নপত্রের পরিসংখ্যান অত্যন্ত হতাশাজনক। রিডিং কমপ্রিহেনশনের ১০টি প্রশ্ন বাদ দিলে, বাকি ৯০টির মধ্যে ৬৭টিই ছিল নিছক তথ্যভিত্তিক। এর মধ্যে প্রায় ২৪টি প্রশ্ন বোঝার ক্ষমতা নয়, বরং অপ্রাসঙ্গিক তথ্য মুখস্থ রাখার ক্ষমতার পরীক্ষা নিয়েছে। মাত্র ২৩টি প্রশ্নকে কোনওভাবে জাতীয় স্তরের অ্যাকাডেমিক মানের কাছাকাছি বলা যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোকপ্রশাসন বা রাষ্ট্রচিন্তার মতো বিষয়গুলি বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক বোধ তৈরি করে। এখানে প্রশ্ন হওয়ার কথা 'কীভাবে' ও 'কেন'— কেবল 'কী' নয়। অথচ এবারের পরীক্ষায় ধারণাগত বিশ্লেষণকে নির্বাসিত করে যান্ত্রিক স্মৃতিপরীক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা— প্রতিটি ইউনিটেই দেখা গেছে গভীর ভাবনার চেয়ে তথ্যের আধিক্য। একজন হবু অধ্যাপক প্লেটোর সাম্যবাদ বা কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ থিওরি তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু জানেন, তার চেয়ে তিনি কত সালে সেটি লেখা হয়েছে তা মুখস্থ করেছেন কি না, সেই বিচারই যেন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগে সংকটের মেঘ

ইউজিসি-নেটের মাধ্যমে নির্বাচিত সহকারী অধ্যাপকরাই আগামীদিনে শ্রেণিকক্ষে নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু প্রশ্নপত্রে যদি বিশ্লেষণী মেধার মূল্যায়ন না থাকে, তবে তারা ভবিষ্যতে যোগ্য শিক্ষক বাছাই করতে পারবে কি না সন্দেহ। যাঁরা গত কয়েক বছর ধরে সিলেবাস অনুযায়ী গভীর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এই প্রশ্নপত্র তাঁদের কাছে মানসিক অস্থিরতা ও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকের কাছেই এটি অ্যাকাডেমিক মূল্যায়নের চেয়ে প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক নির্মম ছেলেখেলা। যখন কোনও যোগ্য প্রার্থী দেখেন যে তাঁর বছরের পর বছর অর্জিত পাণ্ডিত্য কেবল একটি সাল বা তারিখের ভুলে গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে, তখন সেই ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস উঠে যাওয়া স্বাভাবিক।

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও দায়বদ্ধতা

পরীক্ষার্থীরা লিখিতভাবে আপত্তি জানালে কর্তৃপক্ষের তরফে 'পুনর্বিবেচনা' করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একটি জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় যদি বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের মান নিয়ে একই অভিযোগ তোলেন, তবে দায় এড়িয়ে সেই ভার পরীক্ষার্থীদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। এর ফলে প্রার্থীরা যে সময়, অর্থ ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, তার দায়ভার কে নেবে? বিশেষ করে প্রান্তিক এলাকার পরীক্ষার্থীদের কাছে একবার পরীক্ষায় বসা মানে বিশাল আর্থিক ও শারীরিক যুদ্ধের শামিল।

সময়ের দাবি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তথ্যের কারাগারে বন্দি করা মানে সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক দর্শনকেই আঘাত করা। উচ্চশিক্ষার স্বার্থে ইউজিসি-কে দ্রুত এই ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। প্রশ্নকর্তাদের বুঝতে হবে যে, মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন কেবল তথ্যের ভারে হয় না, হয় চিন্তার স্বচ্ছতায়। অন্যথায়, উচ্চশিক্ষা কেবল একটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিণত হবে এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থবিদ্যার চাপে পিষ্ট হয়ে বিদ্যাসৃজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আঞ্চলিক ও জাতীয় উভয় স্তরেই এই বৌদ্ধিক অবক্ষয় রুখতে কর্তৃপক্ষের গঠনমূলক হস্তক্ষেপ এখন সময়ের দাবি।

(লেখক তুফানগঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৯

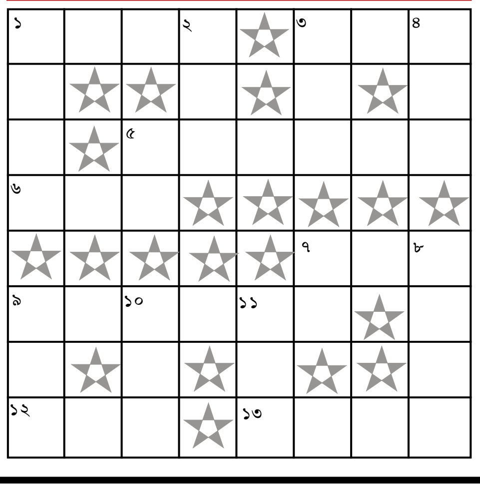

পাশাপাশি : ১। ওলাইচণ্ডীকে মুসলমানদের দেওয়া নাম ৩। প্রচারিত, সুবিদিত ৫। চালাকির ভান করে এমন, ফাজিল ৬। হাতপাখার আরেক নাম ৭। স্বজন, আত্মীয় বন্ধু ৯। পরস্পর কথোপকথন, ঘনিষ্ঠ আলাপ ১২। অনেক, অনেক রকমের, বিবিধ ১৩। অন্যকাজ, অন্যকর্ম।

উপর-নীচ : ১। মুসলমান ধর্মসংস্কারক আবদুল ওয়াহাব-এর অনুগামী ২। খেদোক্তি, শোক প্রকাশ ৩। তোষামুদে, তল্পিবাহক ৪। রক্ত, লাল কাপড় ৫। সম্ভ্রমার্থে সামনের ব্যক্তি ৭। বাবা, পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে স্নেহ সম্বোধন ৮। চিরকাল, সব সময় ৯। আড্ডা, বাসস্থান, আখড়া, আশ্রম ১০। বাটখারা, বস্ত্রাদির প্রস্থের দিকের বুনুনির সুতো ১১। সাবালক, যোগ্য, নিন্দার্থে মাতব্বর।

সমাধান ■ ৪৩৪৮

পাশাপাশি : ১। কায়িক ৪। তণ্ডুল ৫। কাবা ৭। কামাল ৮। গড়খাই ৯। কাপটিক ১১। দরাজ ১৩। চঞ্চু ১৪। কাবার ১৫। দলিল।

উপর-নীচ : ১। কারিকা ২। কতল ৩। বালভোগ ৬। বালাই ৯। কানাচ ১০। কদাকার ১১। দরদ ১২। জঙ্গল।

বিন্দুবিসর্গ

হাইকোর্টের নির্দেশে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

এসএসসি-তে বয়সে ছাড় এখনই নয়

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : এসএসসি নিয়োগ মামলায় চাকরিহারাদের বয়সের ছাড় সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, যোগ্য অথচ ২০১৬-র পরীক্ষায় সুযোগ না পাওয়া চাকরিপ্রার্থীরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সের ছাড় পাবেন না। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের ফলে কয়েকহাজার চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল।

২০১৬-র শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে গোটা প্যানেল বাতিল হওয়ার জেরে প্রায় ২৬ হাজার জন চাকরি হারান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুরু হয় নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া। কলকাতা হাইকোর্ট ডিসেম্বরে রায় দিয়েছিল, যাঁরা 'দাগি' নন এবং ২০১৬ সালের প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েও সুযোগ পাননি, তাঁরাও বয়সে ছাড় পাবেন। হাইকোর্টের যুক্তি, 'দাগি'দের বাইরে বাকি সবাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ছাড় পাওয়ার যোগ্য।

এই রায়ের বিরুদ্ধে মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালতে। এদিন শুনানির সময় বিচারপতি সঞ্জয় কুমার তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, 'আদালত কখনও বলেনি যে যোগ্য অথচ পরীক্ষায় পাশ না করা প্রার্থীদেরও ছাড় দিতে হবে।' সুপ্রিম কোর্ট এর আগে এক রায়ে জানিয়েছিল, প্যানেল বাতিলের

- ২০১৬-র পরীক্ষায় সুযোগ না পাওয়া চাকরিপ্রার্থীরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সের ছাড় পাবেন না
- শীর্ষ আদালত এই মামলায় সব পক্ষকে নোটিশ জারি করেছে
- মামলার পরবর্তী শুনানি মার্চে

কারণে যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন এবং যাঁরা 'অযোগ্য' নন, শুধু তাঁরাই পরীক্ষায় বয়সে ছাড় পাবেন। কিন্তু যাঁরা গতবার সুযোগ পাননি, তাঁদের জন্য এই সুবিধা কার্যকর হবে না।

শুনানিতে এসএসসির আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষের পথে। দু-একদিনের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ হয়ে যাবে।' অন্যদিকে, মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতের নির্দেশের পরও সওয়াল চালিয়ে যেতে চাইলে বিচারপতিদের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন। আদালত তাঁকে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কড়া বার্তা দেয়। শীর্ষ আদালত এই মামলায় সব পক্ষকে নোটিশ জারি করেছে। মামলার পরবর্তী শুনানি মার্চে। আপাতত হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি হওয়ায় বয়সের ছাড়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থাকছেন বড় অংশের চাকরিপ্রার্থী। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের যথার্থই বলেছেন। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে মক্কেলদের ব্যবহার করা যায় না। যোগ্য শিক্ষকদের রাজনৈতিক স্বার্থে এইভাবে ব্যবহার করা অনৈতিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যোগ্যদেরই একমাত্র বয়সের ছাড় দেওয়া হবে। বিভ্রান্তি ছড়িয়ে লাভ নেই।'

পরদেশি... সোমবার সুরাটের তাপ্তি নদীর ধারে।

উভয়সংকটে ভারত

ট্রাম্পের শান্তি বোর্ডে ডাক নয়াদিল্লিকে

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : বিশ্বরাজনীতির সমীকরণ বদলে দিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জুড়ি মেলা ভার। ২০২৬-এর শুরুতেই গাজায় শান্তি ফেরানোর লক্ষ্য নিয়ে তিনি এক অভিনব 'বোর্ড অফ পিস' গঠন করেছেন। আর সেই 'অভিজাত' ক্লাবে স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। আপাতদৃষ্টিতে এটি ভারতের বিশ্বনেতা হয়ে ওঠার পথে বড় স্বীকৃতি মনে হলেও, সাউথ ব্লকের অন্দরে উদ্বেগের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই আমন্ত্রণ আদতে এক 'কূটনৈতিক ল্যান্ডমাইন'।

ট্রাম্পের এই প্রস্তাবিত বোর্ড মূলত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে তৈরি একটি সমান্তরাল কাঠামো। যেখানে স্থায়ী সদস্য হতে গেলে গাজা পুনর্গঠন তহবিলে ১ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৮,৩০০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া বাধ্যতামূলক। ভারতের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ এখানেই। ভারত চিরকাল রাষ্ট্রসংঘের সংস্কার এবং বহুপাক্ষিক কূটনীতির পক্ষে সওয়াল করে এসেছে। ট্রাম্পের এই 'পে-টু-এন্টার' বা টাকা দিয়ে সদস্যপদ পাওয়ার মডেলে শামিল হওয়া ভারতের দীর্ঘদিনের বিদেশনীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, গাজা নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা ভীষণ বিতর্কিত। তিনি গাজাকে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভিয়েরা' করার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যা আদতে এক বিশাল রিয়েল এস্টেট প্রকল্প। ভারত যেখানে ঐতিহাসিকভাবে প্যালেস্তাইনের অধিকার এবং 'টু-স্টেট সলিউশন'-এর সমর্থক, সেখানে ট্রাম্পের এই বাণিজ্যিক শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া

- রাষ্ট্রসংঘকে পাশ কাটিয়ে ট্রাম্পের এই সমান্তরাল বিশ্বমঞ্চ ভারতের বহুপাক্ষিক বিদেশনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন
- ১ বিলিয়ন ডলারের 'প্রবেশমূল্য'
- গাজার 'রিয়েল এস্টেট' পুনর্গঠন মডেল নিয়ে আপত্তি
- মধ্যপ্রাচ্যে পাক সেনা পাঠানোর ইঙ্গিত
- রাষ্ট্রসংঘের মিশন ছাড়া সেনা না পাঠানোর নীতি

দিল্লির ভাবমূর্তির পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ট্রাম্পের চিঠি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, 'এটি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও বৈশ্বিক সংঘাত মেটানোর এক মহিমান্বিত উদ্যোগ।' কিন্তু সাউথ ব্লকের আশঙ্কা, এই মঞ্চে অংশ নিলে ভারত তার নিরপেক্ষতা হারাবে।

দক্ষিণ এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতির সমীকরণে ভারতের আরও একটি কাঁটা হল পাকিস্তান। ইসলামাবাদও এই বোর্ডে আমন্ত্রিত এবং তারা গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনীতে সেনা পাঠাতে আগ্রহী। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ নিজেই সেই কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ভারতের অবস্থান স্পষ্ট।

রাষ্ট্রসংঘের 'নীল হেলমেট' বা পিসকিপিং মিশন ছাড়া অন্য কোথাও সেনা পাঠাবে না এই দেশ। সব মিলিয়ে একদিকে ট্রাম্পের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, অন্যদিকে গ্লোবাল সাউথ-এর নেতা হিসেবে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা, ভারত এখন কূটনীতির এক সরু দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে। ট্রাম্পের এই 'শান্তির ডাক' ভারতের জন্য আশীর্বাদ নাকি কূটনৈতিক চোরাবালি, তা নিয়েই এখন চর্চা চলছে বিদেশমন্ত্রকের অন্দরে।

গাজার নিরস্ত্রীকরণ ও পুনর্গঠনে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনার 'দ্বিতীয় ধাপ' হিসেবে এই বোর্ড অফ পিস গঠিত হয়েছে। ট্রাম্পের নেতৃত্বে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও, ট্রাম্পের জামাই জ্যারেড কুশনার, বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বঙ্গার মতো ব্যক্তিত্বরা গাজার পুনর্গঠনের দায়িত্বে থাকা টেকনোক্র্যাট কমিটির কাজকর্ম তদারকি করবেন। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি হিসাবে বোর্ডে থাকছেন নিকোলাই ম্লাডেনভ।

প্রোটোকল ভেঙে বিমানবন্দরে মোদি

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : ভারত আর আরব আমিরশাহির বন্ধুত্ব যে কতটা গভীর ও মধুর, তার প্রমাণ মিলল আজ রাজধানী দিল্লির মাটিতে। সোমবার মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ভারতের মাটি ছুঁয়েছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। আর এই সংক্ষিপ্ত সফরকে ঘিরে যে উষ্ণতা দেখা গেল, তা কূটনৈতিক প্রোটোকলকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

এদিন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাতে প্রথা ভেঙে নিজেই পালাম

> সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট হিজ হাইনেস শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের ভারত সফর দুই দেশের সুদৃঢ় বন্ধুত্বের প্রতি তাঁর গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশ।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

বিমানবন্দরে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কূটনৈতিক প্রোটোকল সরিয়ে রেখে আরও একবার বন্ধুত্বের নজির গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিমান থেকে নামতেই আরব নেতাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে নেন তিনি। মোদির 'হাগ ডিপ্লোম্যাসি' বা কোলাকুলির ছবিই পরে ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়, যা বুঝিয়ে দিচ্ছিল দুই নেতার ব্যক্তিগত রসায়ন কতটা হার্দিক। গত কয়েক মাসে দুই দেশের বাণিজ্যিক ও কৌশলগত সম্পর্ক যে যথেষ্ট মজবুত হয়েছে, সেটাও ফুটে ওঠে এদিনের দুই শীর্ষনেতার সৌজন্য দেখা-সাক্ষাতের ভঙ্গিমায়।

মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য ভারত সফরে এসেছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট। সময়টা সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁকে স্বাগত জানাতে মোদি যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেন এবং উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করলেন, তা আন্তর্জাতিক মহলে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্টকে বিদায় জানিয়ে পরে তাঁকে ট্যাগ করে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লেখেন, 'আমার ভাই, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির (ইউএই) প্রেসিডেন্ট হিজ হাইনেস শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। তাঁর এই সফর ভারত ও ইউএই-র সুদৃঢ় বন্ধুত্বের প্রতি তাঁর গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশ। আগামী দিনে আরও সাক্ষাৎ ও আলোচনার অপেক্ষায় রইলাম।'

এদিন বিমানবন্দরেই দুই নেতার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। ইউএই প্রেসিডেন্টের সফরের সময়সীমা কম হলেও এই 'এয়ারপোর্ট পিক-আপ' আন্তর্জাতিক মহলে এক বড় বার্তা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অতিথি দেবো ভবঃ... ইউএই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদি। নয়াদিল্লি।

জামিনের আর্জি খারিজ সেঙ্গারের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : উন্নাও গণধর্ষণ মামলার নির্যাতিতার বাবার হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনায় বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের ১০ বছরের কারাদণ্ড স্থগিত রাখার আবেদন খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি রবীন্দ্র দুদেজা এই রায় দিয়ে সাফ জানিয়ে দেন, 'সেঙ্গারের জামিনের সপক্ষে পর্যাপ্ত কোনও ভিত্তি নেই।'

বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, স্রেফ মামলা বিলম্বিত হওয়ার যুক্তিতে কোনও ত্রাণ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ মামলাকারী নিজেই একাধিক আবেদনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটিকে দীর্ঘায়িত করেছেন। নিম্ন আদালত এই মামলায় আগেই মন্তব্য করেছিল, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্যকে হত্যার ঘটনায় অপরাধীর প্রতি 'কোনওরকম শিথিলতা দেখানো সম্ভব নয়'।

রাহুলকে শেষ সুযোগ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের মামলায় উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের এমপি-এমএলএ আদালতে এদিনও গরহাজির থাকলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ফের তাঁকে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ওইদিনই হাজিরা দেওয়ার শেষ সুযোগ পাবেন রাহুল বলে জানিয়েছেন বিচারক।

কাঁপল লাদাখ, সতর্কতা কেন্দ্রের

লে, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার সাতসকালে দিল্লির পর বেলা পৌনে বারোটা নাগাদ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে লাদাখে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। কম্পনের উৎসস্থল ছিল লে থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মাটির গভীরে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা জীবনহানির খবর মেলেনি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ সতর্কবার্তা বা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সোমবার সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ দিল্লিতে তুলনায় কম মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ২.৮।

নিজেকে নির্দোষ দাবি চিন্ময়ের

চট্টগ্রাম, ১৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হতেই নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করলেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। সোমবার চট্টগ্রাম আদালতে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মামলার শুনানি চলাকালীন তিনি জানান, ষড়যন্ত্র করে তাঁকে এই খুনের মামলায় জড়ানো হয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে তাঁর গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সেখানেই প্রাণ হারান আইনজীবী সাইফুল।

মালয়ালম লেখিকা এম লীলাবতীর সঙ্গে রাহুল গান্ধি। কেরলে।

সভাপতি পদে নবীনের মনোনয়ন

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নির্বাচিত হতে চলেছেন বিহারের পাঁচবারের বিধায়ক নীতিন নবীন। সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে নীতিনই একমাত্র প্রার্থী হিসেবে উঠে এসেছেন। বিজেপির ইতিহাসে কনিষ্ঠতম সভাপতি হতে চলেছেন তিনি।

বিজেপি সদর দপ্তরে নীতিন নবীনের সমর্থনে মোট ৩৭ সেট মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, রাজনাথ সিং এবং জেপি নাড্ডার মতো শীর্ষনেতারা তাঁর নাম প্রস্তাব করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও তাঁর মনোনয়নকে সমর্থন জানিয়েছেন। নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার কে লক্ষ্মণ জানান, সমস্ত মনোনয়নপত্র বৈধ বলে গণ্য হয়েছে এবং নীতিন ছাড়া আর কেউ আবেদন না করায় সর্বসম্মতভাবে তাঁর নির্বাচন এখন সময়ের অপেক্ষা। বিহারে উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী একে বিহারের জন্য গর্বের মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির তরফে তরুণ প্রজন্মের কাছে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার একটি বার্তা।' বিজেপি জানিয়েছে, পরিবারতন্ত্রের ওপরে উঠে দল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এই সভাপতি নির্বাচন করেছে।

ক্ষুব্ধ নোবেল কমিটি

অসলো, ১৯ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর অভূতপূর্ব কাণ্ডকারখানায় রীতিমতো অস্বস্তিতে নোবেল ফাউন্ডেশন। ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মাচাদো গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে গিয়ে তাঁর পদকটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে তুলে দেন। এই ঘটনায় নরওয়ে জুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মাচাদোর এই আচরণকে 'অবাস্তব' এবং নোবেলের মর্যাদার পরিপন্থী বলে নিন্দা করেছেন নরওয়েজীয় রাজনীতিকরা। নোবেল ফাউন্ডেশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, একবার কাউকে নোবেল দিলে তা কোনওভাবেই বাতিল বা অন্যকে হস্তান্তর করা যায় না। কমিটির মতে, পদক বা অর্থমূল্য জয়ী ব্যক্তি কাকে দেবেন বা কী করবেন, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় প্রাপক হিসাবে মাচাদোর নামই থেকে যাবে। তবে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের গরিমা ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মুখোমুখি ট্রেন, স্পেনে মৃত ৩৯

মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি : স্পেনে দ্রুতগতির দুই ট্রেনের সংঘর্ষে অন্তত পক্ষে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১৫২। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। মাদ্রিদ থেকে প্রায় ৩৬০ কিলোমিটার দূরে আদামুজ এলাকায় মালাগা থেকে মাদ্রিদগামী দ্রুত গতির একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বিপরীত লাইনে ঢুকে উলটোদিক থেকে আসা ট্রেনে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনা ঘটে। স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ ও রানি লেতিজিয়া গভীর শোকপ্রকাশ করেছে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন।

তালিবান গড়ে বিস্ফোরণ, হত ৭

কাবুল, ১৯ জানুয়ারি : তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে নিরাপত্তার কঙ্কালসার চেহারাটা আরও একবার প্রকট হলো। সোমবার দুপুরে কাবুলের অন্যতম সুরক্ষিত এলাকা শাহর-ই-নউ-এর একটি হোটেলে ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চারপাশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত বহু।

প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, বিস্ফোরণের লক্ষ্য ছিল চিনা নাগরিকরা। গুলফারোসি স্ট্রিটের যে হোটেলটিতে এই হামলা হয়েছে, সেখানে মূলত চিনা ব্যবসায়ীরাই থাকেন। পাশেই রয়েছে একটি চিনা রেস্তোরাঁ। বিস্ফোরণের পর গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

এখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি, তবে সন্দেহ করা হচ্ছে ইসলামিক স্টেট-এর দিকেই। কাবুলের তথাকথিত 'নিরাপদ জোন'-এ এই রক্তক্ষয়ী হামলা তালিবানের গোয়েন্দা ব্যর্থতা এবং আফগানিস্তানে বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল।

গর্তে ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতে সিট গঠন

গ্রেটার নয়ডা, ১৯ জানুয়ারি : অত্যাধুনিক শহর গ্রেটার নয়ডায় গাড়ি সহ ৭০ ফুট গভীর, বিশালাকার গর্তে পড়ে যাওয়া সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতাকে উদ্ধার করতে নামেননি উদ্ধারকারীরা। পাশেই দাঁড়িয়ে অনেকে তাঁর তলিয়ে যাওয়ার ভিডিও রেকর্ডিং করেছেন। ঘন অন্ধকার, গর্তের জল হাড় হিম ঠান্ডা, এই অজুহাতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল,

প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ বাবার

স্থানীয় পুলিশ কেউই সেখানে নামার সাহসটুকুও দেখাননি বলে অভিযোগ। সবাই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে ছিল। কোনও ডুবুরি ছিলেন না। যুবরাজের বাবা ডুবুরি না থাকাকে প্রশাসনিক গাফিলতি বলে দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ডুবুরি না থাকায় জীবন দিতে হল যুবরাজকে। ঘটনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ নয়ডা অথরিটির শীর্ষ কর্মকর্তা (সিইও) এম লোকেশকে সংশ্লিষ্ট পদ থেকে সরিয়ে দিলেন। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘটনার পুংখানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের নির্দেশ দিলেন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ হওয়ায় ঘটনাস্থল ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

বাবা রাজকুমার মেহতা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে ওই কাদাগোলা জলে দু'ঘণ্টা বেঁচেছিল। মরিয়া হয়ে চিৎকার করছিল সাহায্যের জন্য। তিনি বলেন, 'উপস্থিত কর্মকর্তারা আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারেননি। ওঁদের সঙ্গে কোনও ডুবুরি ছিলেন না। অনেকে ভিডিও করছিলেন।' এমন ঘটনা যাতে ফের না ঘটে, সেজন্য প্রশাসনের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ই-কমার্সের এক কর্মী ওই গভীর গর্তে ঝাঁপ দিয়েও সফল হননি।

অভিযোগ অস্বীকার করে এসিপি (আইনশৃঙ্খলা) রাজীব নারায়ণ মিশ্রর কথায়, 'পুলিশ, দমকল বাহিনী চেষ্টা চালিয়েছে। দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্য হওয়াই ছিল সমস্যার।' আরও এক এসিপি হেমন্ত উপাধ্যায় বলেছেন, 'অন্ধকার, ঘন কুয়াশার জন্য বাঁচানো কঠিন ছিল। উদ্ধারের জন্য কাউকে জলে নামানো হলে আরও খারাপ কিছু ঘটতে পারত।'

নয়ডা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনাই 'অসাম্প্রদায়িক'

দিল্লির উদ্বেগের পর পরিসংখ্যান প্রকাশ বাংলাদেশের

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে অভিযোগ বারবার উঠছে, তার সিংহভাগই নাকি 'অসাম্প্রদায়িক' এবং 'সাধারণ অপরাধ'। এমনটাই দাবি মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের। সোমবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২০২৫-এ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত হিংসা ও অপরাধের ৬৪৫টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ৭১টি ছিল সাম্প্রদায়িক। বাকি ৫৭৪টি ঘটনাই জমি সংক্রান্ত বিবাদ, চুরি, ধর্ষণ বা ব্যক্তিগত শত্রুতার ফল।

৯ জানুয়ারি ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনাকে 'অস্বস্তিকর প্যাটার্ন' হিসেবে বর্ণনা করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগত রেষারেষি বা রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে এই ঘটনাগুলিকে লঘু করার প্রবণতা অপরাধীদের আরও উৎসাহিত করছে।' দিল্লির এই কড়া বার্তার ১০

দিনের মাথায় পালটা তথ্য দিয়ে ঢাকা বোঝাতে চাইল, বাংলাদেশে ধর্মীয় পরিচিতির জন্য নয়, বরং সাধারণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণেই এই ঘটনাগুলি ঘটছে।

ঢাকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৭১টি সাম্প্রদায়িক ঘটনার মধ্যে ৩৮টি মন্দির ভাঙচুর, ৮টি অগ্নিসংযোগ এবং একটি খুনের মামলা রয়েছে। এই ঘটনায় ৫০টি মামলা রুজু ও ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাকি ৫৭৪টি ঘটনার মধ্যে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ (৫১টি), জমি বিবাদ (২৩টি), চুরি (১০৬টি) এবং ধর্ষণের মতো অপরাধ (৫৮টি) রয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে ৪৯৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে অধিকাংশ ঘটনাই অপরাধমূলক, সাম্প্রদায়িক নয়।'

২০২৪-এর অগাস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে শৈত্য দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের খবর নিয়ে ভারত বারবার সরব হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন। তার আগে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে ইউনূস সরকার আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের স্বচ্ছতা প্রমাণের চেষ্টা করল। তবে দিল্লির দাবি, নিছক অপরাধমূলক তকমা দিয়ে দায় এড়ানো সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। দুই প্রতিবেশী দেশের এই বিপরীতমুখী অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে নতুন টানাপোড়েন তৈরি করছে।

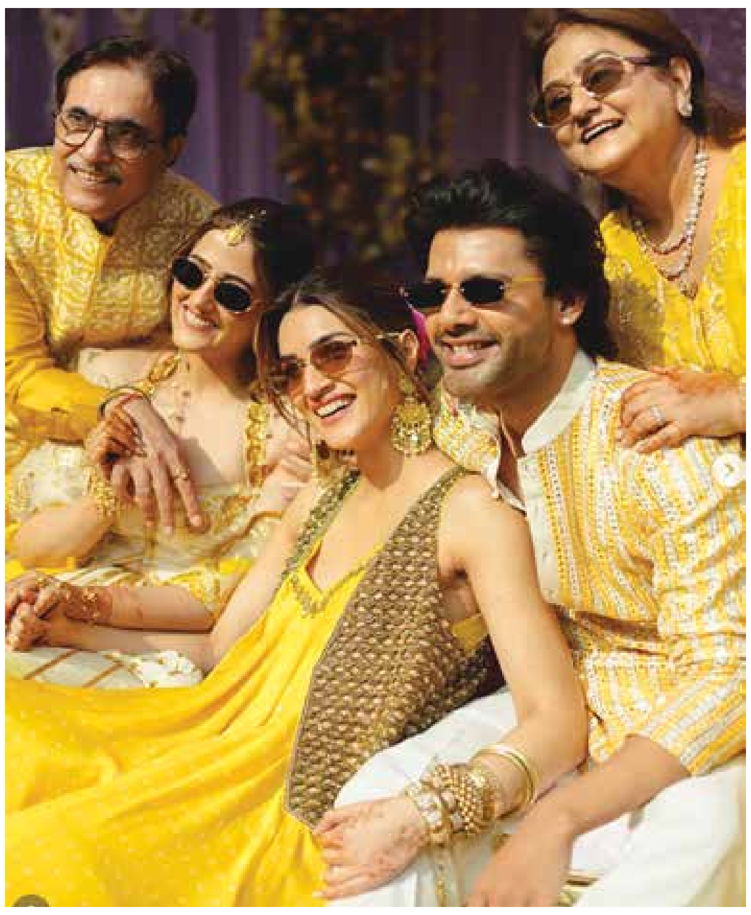

কৃতি বিয়ের পিঁড়িতে?

বোন নূপুর শ্যাননের বিয়ে হয় গেল স্টেবিন বেনের সঙ্গে। বিয়ের অনেক ছবি নেটে এখনও হাজির। তার মধ্যে একটি প্রেমিক কবির বাহিয়ার সঙ্গে কৃতি স্বয়ং। কবিরই পোস্ট করেছেন। দুজনের সাজও বেশ অন্যরকম। কৃতি পরে আছেন সবুজ গাউন, কবিরের পরনে সাদা স্যুট। ওঁরা যেন একেবারে বিয়ের সাজে সেজেছেন। কবির ক্যাপশন করেছেন, 'অসাধারণ কিছু স্মৃতি ও মানুষ।'

এতদিন অনেকবার দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে, কিন্তু কৃতি মুখ খোলেননি। কবির সব বলে দিলেন এই ছবি আর ক্যাপশন দিয়ে। এদিকে অনুরাগীরা মুগ্ধ এভাবে দুজনকে দেখে। তাদের মন্তব্য, এবার বিয়েটা করে ফেলুন। কৃতি অবশ্য মুখ খোলেননি।

টালিগঞ্জজুড়ে 'প্রাক্তন' বাতাস?

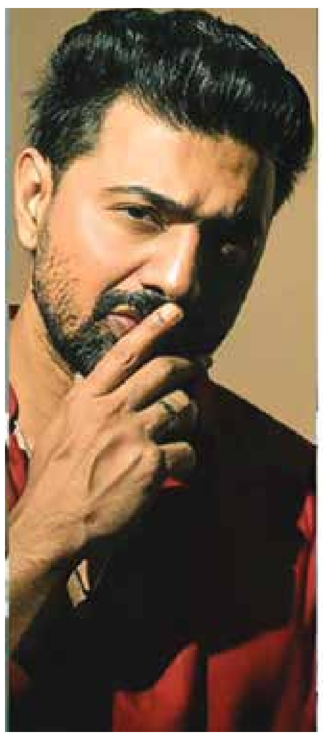

টালিগঞ্জে এখন যেন মিলনের গন্ধ। যেদিকেই তাকান, সব একটা 'হ্যাপি এন্ডিং' দিতে ব্যস্ত। এই যেমন দেব ক্রমাগত অনির্বাণের 'ব্যান' তুলে দেওয়ার কথা বলতে বলতে কখন যেন রাজ চক্রবর্তীর কাছাকাছি চলে এসেছেন। না, এমনিতে দুজনের মধ্যে ঝগড়া নেই। তবে কথাও নেই। কারণ শুভশ্রী। দেবের প্রাক্তন এখন রাজের বর্তমান। তাই যে যার পথে আলাদা থাকেন। কিন্তু দেব আর শুভশ্রীর জুটি আবার জেনেশুনে সাত নম্বর ছবিতে পা দেওয়ার আগেই রাজের কথায় কথা মেলাচ্ছেন দেব। উপলক্ষ্য অবশ্যই অনির্বাণ। দেব আর শুভশ্রীর আগামী ছবির খলনায়ক অনির্বাণ থাকবেন কিনা, জানা নেই, তবে রাজ আর দেব দুজনে একই জিনিস চাইছেন যখন, তখন আর একে অন্যকে সমর্থন করতে দোষ কি!

এই মিলটাই শুভশ্রীর সঙ্গে মিমির ঘটে গেছে আগেই। একে অন্যের সঙ্গে কোলাব পোস্ট ইন্সটাগ্রামে মিলিয়ন ভিউ ছাড়ায়। দুজনের বন্ধুত্বটাও চোখে পড়ে যায়। তবে রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে এতদিনে আর কোনও কাজ করেননি মিমি।

সম্প্রতি শুভশ্রী তাঁর প্রাক্তনের সঙ্গে কিছুটা 'মিটিয়ে' নেওয়ার পর, এখন টালিগঞ্জের আরেক প্রাক্তনের সঙ্গে 'কোনও অসুবিধে নেই' গোছের কথাটা হাওয়ায় ভাসিয়ে বেড়াচ্ছেন রাজ আর মিমি। শুভশ্রী আর মিমিকে নিয়ে কাজও করতে চেয়েছিলেন রাজ। তবে অন্য পরিচালকরাও তেমন ছবির কথা ভাবছেন বলে এখনই আর রাজ সেই কাজে হাত দিচ্ছেন না। সময় আর সুযোগ এবং চিত্রনাট্য ঠিকঠাক থাকলে মিমি আর শুভশ্রীকে একসঙ্গে নিয়ে ছবি করতেই পারেন রাজ। আপাতত ওই... অপেক্ষা।

একনজরে সেরা ৫

এখনও রবীন্দ্রনাথ

হিংসার বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প শাস্তি নিয়ে ছবি হচ্ছে। চঞ্চল চৌধুরি ও পরীমণি প্রধান ভূমিকায়। এক মহিলাকে অকারণে দোষী করে তার অমর্যাদা করা এবং সমাজের নৈতিক অবমূল্যায়ন উঠে আসে এই গল্পে, পরিচলনায় লিসা গাজি। তাঁর কথায়, রবীন্দ্রনাথের গল্পের মূল স্বাদ অক্ষুণ্ণ রেখে ছবি হবে ।

একেন-এ অভিষেক

ফুলকির অভিনেতা অভিষেক বসু সম্ভবত হইচই-এর সিরিজ একেন বাবু ঃ পুরুলিয়া পাকড়াও-এ নেতিবাচক চরিত্রে থাকছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি নিজের যে ছবি শেয়ার করেছেন তাতে তাঁর হাতে একেন বাবুর স্ক্রিপ্ট আছে। তা থেকেই অনুমান শুরু। অভিষেক নিজে কিছু বলেননি। সিরিজে আছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুহত্র, সোমক প্রমুখ।

মারণজাদু

কাঁটা লগা গার্ল শেফালি জরিওয়ালার মৃত্যু কালো জাদুর জন্য হয়েছে—এই দাবি তাঁর স্বামী পরাগ ত্যাগীর। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ওকে ছুঁয়ে বুঝতে পারতাম কিছু সমস্যা হয়েছে। প্রথমবার সামলে নিয়েছিলাম। এবারও মনে হওয়াতে পুজোপাঠ বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু এবার বিষয়টা অনেক গভীর ছিল। ঠিক কী ছিল, জানি না।'

প্রথমে বিদ্যা

প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি চলতি সপ্তাহে টিআরপি তলিকায় প্রথম হল। দ্বিতীয় পরশুরাম আজকের নায়ক। তৃতীয় রাঙামতী তিরন্দাজ। চারে পরিণীতা, পাঁচে ও মোর দরদিয়া, ছয়ে তাকে ধরি ধরি মনে করি, সাতে লক্ষ্মীঝাঁপি, আটে আমাদের দাদামণি ও চিরসখা, নয়ে জোয়ার ভাঁটা ও বেশ করেছি প্রেম করেছি। দশে চিরদিনই তুমি যে আমার।

বর্ডার ২-এর গর্জন

সোমবার বর্ডার ২-এর অগ্রিম বুকিংয়ে প্রথম দিন বুক মাই শো-তে ২০,০০০ টিকিট বিক্রি হয়েছে। জাতীয় মাল্টিপ্লেক্সে ১০.০০০, পিভিআর আইনক্সে ১,০০০, অস্ট্রেলিয়ায় ৩৯টি শো-এর জন্য ৩৭,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলারের টিকিট বিক্রি হয়েছে। বিশেষজ্ঞের মত, বর্ডার ২-এর অগ্রিম বুকিং ৪০ কোটির বেশি হবে, ধুরন্ধর ছবিতে পরিমাণটা দাঁড়িয়েছিল ২৮ কোটি।

সিনেমার ইতিহাসে প্রথম

কী কাণ্ড করতে চলেছেন দেব, শুভশ্রী? দেব আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাত নম্বর ছবি দেশু ৭ নিয়ে তুমুল আলোড়ন। ২০২৬-এর পুজোয় 'ব্যবসার' রাশ নিজেদের হাতে রাখতে এখন থেকেই খেলা শুরু করলেন অভিনেতা জুটি। সোমবার দুপুরে ফেসবুক লাইভে এলেন ওঁরা। এখনও ছবির নাম, গল্প ঠিক হয়নি, কিন্তু প্রথম দিনের প্রথম শো থেকেই যাতে দেশু ৭ ছক্কা মারতে পারে তার জন্য দেব-শুভশ্রী জানালেন, মুক্তির ১০ মাস আগে থেকেই মানে সোমবার বেলা ৩টে থেকে অগ্রিম বুকিং শুরু হল।

বাস্তবিকই এমন ঘটনা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এই প্রথম। কারণ জানিয়ে তাঁরা বলেছেন, 'ভারতে এমন ব্যবস্থা এই প্রথম। ২ হাজার টিকিট বুক মাই শো-তে পাবেন। দর্শকদের যাতে অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়, তার জন্য গোল্ড টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারা দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা জানাতে চাই যে বাংলাও পারে। সিঙ্গল স্ক্রিনগুলোর জন্য এই ব্যবস্থা। যাঁরা আজ-কালের মধ্যে টিকিট কিনবেন, তাঁদের জন্য ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো-এর জন্য বিশেষ সারপ্রাইজ থাকবে।'

উল্লেখ্য, ইন্ডাস্ট্রিতে দেব-এর ২০ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাই ২০টি হলই বেছে নেওয়া হয়েছে এর জন্য। ছবির গল্প জানতে চান অনুরাগীরা। উত্তরে শুভশ্রী বলেছেন, 'একটু ঝাল, নুন-মিষ্টি সব মিলিয়ে মুখরোচক হবে এই ছবি।' দেব শুভশ্রীর সঙ্গে যোগ করেন, 'ছবির টাইটেল ঠিক হয়নি। পয়লা বৈশাখ পুরো কস্টিং নিয়ে সব জানাব।' থাইল্যান্ডে থকার সময় দেব শুভশ্রীকে এই ছবির কথা বলেন। ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে সম্মতি জানান তিনি। দেব আবেগতাড়িত হয়ে বলছেন, ওকে বলছিলাম এখনও গল্প নেই, চিত্রনাট্য লেখা হয়নি, আর ছবির পরিচালক আমি।' বলা যায়, গোড়া থেকেই দেশু নিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিচ্ছেন দেব।

অনির্বাণ নিজে কি বলেছেন?

প্রশ্ন করেছেন ফেডারেশনের প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস।

প্রসঙ্গ, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর কাজ না পাওয়া। এখন তাঁর হয়ে মাঠে নেমেছেন দেব, রাজ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎরা। দেব স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠকে এসে বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সবার কাছে অনির্বাণের হয়ে ক্ষমা চাইছি। ছেলেটাকে শান্তিতে বাঁচতে দিন। কাজ করতে দিন।' রাজ চক্রবর্তীও দেবের মতোই অনির্বাণের হয়ে বলছেন, 'ওঁর মতো অভিনেতার অভিনয়ে ফেরা দরকার।' তিনি বলেছেন, প্রয়োজনে তিনি 'পা ধরে ক্ষমা চাইতে' রাজি। প্রসেনজিৎ বলছেন, 'অনির্বাণের মতো অভিনেতা কাজে না ফিরলে আগামী প্রজন্মকে কী উত্তর দেবে টলিউড?'

ওদিকে স্বরূপ বিশ্বাস বলেছেন, 'আমাদের বা ফেডারেশনকে সরাসরি কেউ কিছু বলেনি। অনির্বাণকে কারা সমর্থন করছে, তা মিডিয়া মারফত জানছি।' ফেডারেশন ও পরিচালক-অভিনেতাদের বিরোধ আদালত অবধি গড়িয়েছে। তার জেরেই অনির্বাণ কাজ পাচ্ছেন না, স্বরূপ তা অস্বীকারও করেননি। তিনি বলেছেন, 'বিষয়টি বিচারাধীন, বেশি কিছু বলা যাবে না।' এদিকে সোমবার তাঁদের ছবি দেশু ৭-এর জন্য অগ্রিম বুকিং শুরু করলেন দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় জুটি। এখানেই শুভশ্রী দেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের ছবিতে কি অনির্বাণ থাকছে? একটু থমকে দেবের উত্তর, 'এতটাও নিষ্পাপ নও তুমি! কাল অবধি চাইছিলাম না, আজ চাই অনির্বাণ আমাদের ছবিতে থাকুক। এতদিন কাজ নেই তার তো সংসার আছে।' শুভশ্রী বলেন, 'আমাদের গর্ব, আমাদের অনির্বাণ আছে।'

টলিউডের সবাই চাইছে, অনির্বাণ কাজে ফিরুন, কিন্তু তিনি নিজে ক্ষমা চাননি। এর শেষ কোথায়—তা আপাতত সময়ই জানে।

পিছিয়ে যাচ্ছেন বনশালি

সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবির মুক্তি পিছোচ্ছে। আগে কথা ছিল, 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' আসবে এই বছরই। কিন্তু এখন আর তা হচ্ছে না। এ ছবি আসবে সামনের বছর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে। হয় প্রজাতন্ত্র দিবস, নয়তো প্রেমদিবসের সময়।

কিন্তু এত বড় ছবিটা পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? আসলে বড় বলেই পিছোচ্ছে। এ ছবি নিয়ে একটা সুতোও বাকি রাখতে রাজি নন বনশালি। ছবিতে অ্যাকশান, বিশেষ করে শূন্যপথে অ্যাকশনের দৃশ্য অনেকখানি আছে। সেটা করতে প্রচুর সময় লাগে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ের ভিএফএক্সের কাজ না হলে এটা করা যায় না। বনশালি তাই পোস্ট প্রোডাকশনে সাংঘাতিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

মেয়ে আমাকে চড় মারতে পারে

মন্তব্যটি রানি মুখোপাধ্যায়ের। সম্প্রতি ৩০ বছর পূরণ করলেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে। তার ওপর কিছুদিন আগে তাঁর আগামী ছবি মর্দানি ৩-এর টিজার সামনে এসেছে। ফলে রানি এখন চর্চায়। এক কথোপকথনে তিনি মেয়ে আদিরা কাপুরের কথা বলেছেন। তার বয়স এখন ১০। পাপারাৎসিদের থেকে দূরেই রাখা হয়েছে তাকে। মেয়ের প্রসঙ্গে রানি বলছেন, 'ওকে আমি খুব ভয় পাই। আমি যখন মেকআপ করি, ও বলে মাম্মা, তোমাকে মায়ের মতো লাগছে না। আবার মেকআপ তুলে যখন ওর কাছে আসি, ও বলে এখন তোমাকে আমার মায়ের মতো লাগছে। আমার মেয়েই আমাকে শাসন করে। ছোটবেলায় তো মায়ের হাতে চড়ও খেয়ছি। কিন্তু এখন ওর ক্ষেত্রে সেটা করতে পারব না। তাহলে আমি চড় খেয়ে যেতে পারি।' রানির কথায়, মেয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় সমালোচক। এক সময় তাঁর বাবা রাম মুখোপাধ্যায় তাঁর সমালোচক ছিলেন, তাঁকে এখন রানি খুব মিস করেন। তাঁর জায়গাটি এখন তাঁর মেয়ে নিয়েছে। রানি বলেন, আদিরা জেন আলফা প্রজন্মের মেয়ে বলেই এতটা সচেতন তিনি।

অজয়ের প্রথম এআই ছবি

এ আই। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে লেন্স আন্ডার ভল্ট-এর ব্যানারে তৈরি হয়ছে বাল তানহাজি। ছবির ফার্স্ট লুক প্রকাশ করেছেন অজয় দেবগণ। ছবি নির্মাণের পিছনে আছেন অজয় দেবগণ স্বয়ং। অজয়ের তানহাজি: দ্য আনসাং ওয়্যারিয়র থেকেই ছবিটির পরিকল্পনা। এই কারিগরি ব্যবহার করে পুরনো ইতিহাসকে নতুন করে পর্দায় এনে ছোটদের কাছে পৌঁছে দেবার এবং শুধু সিনেমা নয়, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের জন্য বিভিন্ন স্বাদের কনটেন্টে ছবি তৈরিকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশে নির্মিত বাল তানহাজি। অজয় ও দানিশ দেবগণ এই উদ্যোগ নিয়েছেন আজকের দর্শকদের জন্য, যারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছবি দেখতে অভ্যস্ত। অজয় বলেছেন, 'এই স্টুডিও, গল্প বলার চেনা ছক ভেঙে ভিন্ন স্বাদের কাঠামো এবং প্ল্যাটফর্মের জন্য ভিন্নধর্মী বিষয়ে ছবি করেছ, যাতে বড়পর্দায় স্বাদও থাকবে। এই প্রচেষ্টায় বাল তানহাজি প্রথম পদক্ষেপ।' সম্প্রতি তানহাজির ছ-বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে অজয় এই মন্তব্য করেন। অজয়কে আগামীতে ইন্দ্র কুমার পরিচালিত ধমাল ৪ ছবিতে দেখা যাবে।

আলিপুরদুয়ার শহরে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

মন্থরগতিতে জলপ্রকল্পের কাজ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : কথা ছিল, ২০২৬ সালের জানুয়ারির মধ্যেই আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের ২১ হাজার বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। ১১০ কোটি টাকার এই প্রকল্পকে ঘিরে গত বছর জোরদার প্রচার, প্রশাসনিক পরিদর্শন এবং আশ্বাসের অভাব ছিল না। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক বছর পরও সেই প্রকল্প কার্যত প্রাথমিক পর্যায়ে আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ। কারণ এখনও পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের কাজই শেষ হয়নি।

সোমবার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নোনাই নদী সংলগ্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে গিয়ে দেখা গেল, কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর। প্ল্যান্টে ঢুকেই চোখে পড়ে চার-পাঁচজন মিস্ত্রি রড কাটার কাজে ব্যস্ত। বিশাল বাজেটের প্রকল্প হলেও সেখানে নেই কোনও তৎপরতা, নেই কাজ শেষ করার তাগিদ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, প্ল্যান্টে তিনটি পৃথক চেম্বার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে— প্রথম চেম্বারে নদী থেকে জল ইনটেক, দ্বিতীয় চেম্বারে ফিলট্রেশন এবং তৃতীয় চেম্বারে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট। কিন্তু বাস্তবে এই তিনটির কোনও একটিরও কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কেবল কেমিক্যাল চেম্বারের কিছু অংশ ছাড়া বাকি নির্মাণ এখনও ফাউন্ডেশন স্তরেই আটকে।

গত বছর জেলা শাসক আর বিমলা পরিদর্শনে এসে বলেছিলেন, 'খুব দ্রুত কাজ হচ্ছে। আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যেই প্রকল্প শেষ হবে।' একইভাবে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করও জানিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে। কিন্তু এক বছর পরেও সেই কাজ কোথায় দাঁড়িয়ে-তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পুরসভা সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই প্রকল্পে দুটি আলাদা টেন্ডার হয়েছিল-একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য এবং অন্যটি নোনাই নদীর মাঝখানে প্রয়োজনীয় মেশিন বসিয়ে জল তোলার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নদীতে জল তোলার সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনও শুরুই হয়নি। অর্থাৎ জল শোধনের প্ল্যান্টও অসম্পূর্ণ, আবার প্ল্যান্টে জল পৌছানোর ব্যবস্থাও নেই।

এদিন বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'প্রথমে প্ল্যান্টের ভেতরের কাজ শেষ হবে, তারপর নদীতে জল তোলার মেশিনপত্র বসানো হবে। কিছুটা দেরি হয়েছে ঠিকই, তবে এবছরের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।' যদিও বাস্তব পরিস্থিতি দেখে সেই আশ্বাস মানতে নারাজ বহু অভিজ্ঞ মানুষ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রকৌশল বিশেষজ্ঞের মতে, 'এখনও যেখানে প্রাথমিক কাঠামোই দাঁড়ায়নি, সেখানে এক বছরের মধ্যে বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। বাস্তব হিসেবে অন্তত দু'বছর সময় লাগবে। ফাউন্ডেশন, চেম্বার, ইনটেক—সব কিছুই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।' এদিকে, শহরের সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা পরেশ সরকার বলেন, 'এত বড় প্রকল্প হচ্ছে শুনে আশা বেড়েছিল। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কাজই শেষ হয়নি।' দিনে দু'বার জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, বিনামূল্যে পরিষেবার ঘোষণা- সবই রয়ে গিয়েছে পরিকল্পনার খাতায়। ফলে আলিপুরদুয়ারবাসী আজও পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না। প্রশ্ন উঠছে— এই বিলম্বের দায় কার? প্রশাসনিক আশ্বাস আর বাস্তব কাজের এই বিস্তর ফারাকের জবাব কী? নাকি, ১১০ কোটির এই প্রকল্পটিও আরও একটি অধরা প্রকল্প হয়েই থেকে যাবে?

> **প্রথমে প্ল্যান্টের ভেতরের কাজ শেষ হবে, তারপর নদীতে জল তোলার মেশিনপত্র বসানো হবে। কিছুটা দেরি হয়েছে ঠিকই, তবে এবছরের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।**
>
> **প্রসেনজিৎ কর,** চেয়ারম্যান

মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডে 'ভূতুড়ে' ভবন

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ডে ঢুকে সোজা এগোলেই বাঁদিকের কোণে চোখে পড়বে গাছপালায় ঢাকা এক বিশাল অবয়ব। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, কোনও প্রকাণ্ড পুরোনো গাছ শাখাপ্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু কাছে গেলেই ভ্রান্তি কাটে। এটা কোনও গাছ নয়, লতাপাতা আর গুল্মজাতীয় আগাছায় গ্রাস করা একটি পরিত্যক্ত একতলা ভবন। দিনের আলোতেও যাকে দেখে 'ভূতুড়ে' ভবন মনে হতেই পারে। বাসস্ট্যান্ডের এই অংশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের আড়ালে এই ভবনটি প্রথমে চোখে পড়ে না। কিন্তু ট্রাক পেরিয়ে সামনে এগোলেই শিউরে উঠতে হয়। দরজায় তালা ঝুলছে, আর সেই চাবি রাখা রয়েছে বাসস্ট্যান্ডের মধ্যেই পুরসভার পার্কিং টিকিট দেওয়ার অফিসে। প্রায় দেড় দশক ধরে এই ভবন এভাবেই পড়ে রয়েছে অযত্নে, অবহেলায়। আর তার জেরেই গোটা বাসস্ট্যান্ড এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত ও বিপজ্জনক পরিবেশ। কিন্তু বেশিরভাগ বাস এই স্ট্যান্ডে ঢোকে না বলেও অভিযোগ।

অসামাজিক কার্যকলাপ

স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ধ্যা নামলেই এই ভবনে মাদকাসক্তদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। জুয়ার আড্ডা থেকে শুরু করে নানা বেআইনি কার্যকলাপ চলে বলে অভিযোগ। অথচ বাসস্ট্যান্ড এমন একটি জায়গা, যেখানে প্রতিদিন বহু যাত্রী, মহিলা, পড়ুয়া দূরদূরান্ত থেকে আসেন। আকাশ সাহা নামে এক দোকানদারের কথায়, 'একাধিকবার প্রশাসনিক কর্তারা এসে এলাকা পরিদর্শন করেছেন। গত বছর পরিবহণ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররাও এসেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দিন-দিন পরিবেশ আরও খারাপ হচ্ছে।'

দেবাশিস পণ্ডিত নামে আরেক দোকানদার বলেন, 'শুধু পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বললেই হবে না। বাসগুলোই যদি টার্মিনাসে না ঢোকে, তাহলে টার্মিনাস থাকার মানে কী? বেশিরভাগ বাস অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলে। ফলে আমাদের ব্যবসা মার খাচ্ছে।' বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'একাধিকবার পুলিশ ও প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে যৌথ বৈঠকের দাবি জানানো হয়েছে। টার্মিনাস থাকা সত্ত্বেও বাসগুলো আশপাশে দাঁড়িয়ে বিশাল যানজট তৈরি করছে। কেন এমন হচ্ছে, সেটা পুলিশকেই দেখতে হবে। আগে বাসগুলোকে টার্মিনাসে ঢোকাতে হবে, তারপর শৃঙ্খলার মধ্যে পুরো ব্যবস্থাটা চালাতে হবে।'

স্মৃতিতে প্রেমের ঠিকানা

আকাশের নীচে, কংক্রিটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ছাদগুলো আজও নীরবে বহন করে চলেছে অসংখ্য প্রেমের গল্প। অনেক গল্প পরিণতি পেয়েছে, অনেক গল্প হারিয়ে গিয়েছে সময়ের ভিড়ে। তবু ছাদ রয়ে গিয়েছে একান্ত ভালোবাসার ঠিকানা হয়ে।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : ছাদ যেমন বন্দিজীবন থেকে একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা। তেমনি বহু আড্ডা, প্রেমের জায়গাও বটে। চোখের আড়ালে, শব্দের বাইরে, অনেক নিভৃত প্রেমের সাক্ষী হয়ে থেকেছে এই ছাদ।

এই যেমন আলিপুরদুয়ার শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের দম্পতি মেঘালি পণ্ডিত ও প্রাণকৃষ্ণ পণ্ডিত আজ বিবাহিত। কিন্তু তাঁদের প্রেমের শুরুটা আজও ঘুরে ফিরে যায় সেই ছাদের স্মৃতিতে। মেঘালি বলেন, 'বিয়ের আগে যখন আমরা আলাদা জায়গায় থাকতাম তখন সরাসরি দেখা করার সুযোগ খুব কম ছিল। ফোনে কথা বলতাম, আর সেই ফোন ধরার জন্য ছাদটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। নীচে সবাই থাকত, আর ওপরে আমরা দুজন নিজেদের মতো করে কিছু কথা বলার সুযোগ, কিছু মুহূর্ত পেতাম।'

এই গল্প শুধু তাঁদের নয়। শহরের বহু প্রেমের শুরু কিংবা পরিণতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ছাদের নাম। কোথাও সন্ধ্যার আকাশ, কোথাও ম্লান আলো, কোথাও আবার ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে ফিশফিশ কথা ছাদ যেন হয়ে উঠেছে একান্ত আলাপের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঠিকানা।

শহরের এক ব্যবসায়ী শুভ দে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন।

তিনি বলেন, হস্টেল লাইফে ব্যক্তিগত কথা বলার জায়গা পাওয়াই দুষ্কর। তাই রাত হলে ছাদে উঠে যেতাম। ওপরে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলার সময় মনে হত, শহরটা হঠাৎ অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছে। ওখানেই দীর্ঘ কথা হত, ঝগড়া হত, আবার সব মিটেও যেত।' তাঁর মতে, তাদের সম্পর্কটা পরিণত হয়েছে ছাদের সেই নিরিবিলিতেই।

অনেকের কাছে ছাদ মানে শুধু ফোনে কথা বলা নয়, অপেক্ষা করার জায়গাও। সন্ধ্যার পর কখন আলো জ্বলবে, কখন ফোন আসবে এই প্রতীক্ষার নীরব সাক্ষী থেকেছে অসংখ্য ছাদ।

এক গৃহবধূ নমিতা দাস সরকার স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আজ সংসার, বাচ্চা- সব আছে। কিন্তু আজও ছাদে উঠলে মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলোর কথা। তখন একটা মিসড কল মানেই ছিল উত্তেজনা।'

ছোট শহরের সামাজিক বাস্তবতায়, যেখানে নজরদারি বেশি, সেখানে পার্ক বা ক্যাফে নেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ছিল নিজের বাড়ির ছাদ। সমাজের চোখ এড়িয়ে সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে ছাদ হয়ে উঠেছিল নীরব সহযোগী।

মনোবিদদের মতে, এমন নিভৃত পরিসর মানুষের সম্পর্ককে দৃঢ় করে। চারপাশের কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে মানুষ নিজের মতো করে কথা বলার সুযোগ পায়। আর সেই সুযোগটাই বহু প্রেমকে দিয়েছে স্বস্তি ও ভরসা।

তবে সময় বদলাচ্ছে। আজ ভিডিও কল, ক্যাফে কালচার, ব্যক্তিগত ঘর সবকিছুই সহজলভ্য। তবুও কারও কারও কাছে ছাদ মানেই আলাদা এক আবেগ। সেখানে জমে আছে অপেক্ষা, ভয়, উত্তেজনা, গোপন কথা, না বলা প্রতিশ্রুতি ও ভালোবাসা।

> **বিয়ের আগে যখন আলাদা জায়গায় থাকতাম তখন সরাসরি দেখা করার সুযোগ খুব কম ছিল। ফোনে কথা বলতাম, আর সেই ফোন ধরার জন্য ছাদটাই ছিল নিরাপদ জায়গা।**
>
> **মেঘালি পণ্ডিত**

বঞ্চিতই সঞ্জয় কলোনি

সরু রাস্তা, পানীয় জলের জন্য হাপিত্যেশ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : দূরত্ব মাত্র ২০০ মিটার। তাতেই যেন শহরের বর্ণনাটা বদলে যাচ্ছে। সরু সরু রাস্তা, ছোট নালা। শুনতে একটু অবাক লাগলেও বাস্তব চিত্র একই কথা বলছে। আলিপুরদুয়ার চৌপথি থেকে পূর্ব দিকে ঝাঁ চকচকে রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই ঝুলন চৌপথি। শহরের চাকচিক্য সেখানে এসেই যেন একটু বাধা পায়। আর ওই মোড় থেকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেও একই ছবি।

২০০ মিটার রাস্তা পার করেই কালজানি বাঁধ। সেই বাঁধ পার করেই শুরু সঞ্জয় কলোনির সীমানা। সেখানে হঠাৎই বড় রাস্তা সরু হয় যাবে। সঞ্জয় কলোনির মোড়ে বাজার করতে আসা কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করতেই বলছিলেন, রাস্তা এতটাই শুরু যে, একটি বাইক নিয়ে গেলে আরেকটি বাইক সাইডে দাঁড় করাতে হয়। আর কিছু জায়গায় টোটো ঢুকলে তো হেঁটে পার হওয়া যায় না।

সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই গোটা ঘটনার প্রমাণ মিলল। সোমবার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সঞ্জয় কলোনির এক গলিতে ঢুকতেই দেখা যায় একটি টোটো দাঁড়িয়ে। রাস্তার এক পাশে কল বসানোর কাজ চলছে। এই অবস্থায় টোটো পার হতে পারছে না। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে তিনটি বাইক। এটা কি নিত্যদিনের সমস্যা? জিজ্ঞাসা করতেই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ গোবিন্দ চাকলাদার বলেন, 'এটাই তো আমাদের জীবন। শহরের আরেক পাশে বড় রাস্তা। আর আমাদের হাঁটার রাস্তা পাওয়াই মুশকিল।' তার ওপর ওই পাড়ায় অনেকে টোটো কেনায় সমস্যা আরও বেড়েছে। রাস্তা ছোট হওয়ায় সকাল-সন্ধ্যা বিবাদ লেগেই রয়েছে। বহু বছর থেকে ওই রাস্তা চওড়া করার দাবি থাকলেও সেটা হয়নি বলেই স্থানীয়দের অভিযোগ।

সঞ্জয় কলোনিতে রাস্তায় আটকে টোটো।

এ ব্যাপারে পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ওই এলাকায় বিভিন্ন কাজ করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সব কাজই করা হবে। যে সমস্যা রয়েছে সেগুলোয় নজর রয়েছে।'

তবে শুধু রাস্তা নয়, ওই এলাকায় নিকাশিনালারও একই পরিস্থিতি। নর্দমার নামে বানানো হয়েছে ৬ ইঞ্চির ড্রেন। যেখান দিয়ে নোংরা জল যেতে না পেরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আবর্জনাও আটকে থাকে। এই প্রসঙ্গ উঠতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন সঞ্জয় কলোনির মালতী রাজভর, প্রদীপ মণ্ডলদের মতো বাসিন্দারা। মালতীর কথায়, 'নর্দমা এত ছোট যে সেখান থেকে জল বাড়িতে ঢুকে যায়। তবে পদক্ষেপ করবে কে?' শহরের বিভিন্ন এলাকায় যে রকম বড় নর্দমা রয়েছে তাঁদের এলাকায় কেন সেটা হয় না সেটাই এখন প্রশ্ন ওই এলাকার বাসিন্দাদের। এখানেই শেষ নয়, শহরের অন্য এলাকাগুলোয় যখন বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে পাইপ দিয়ে, তখন সঞ্জয় কলোনি, প্রমোদনগরে পানীয় জল মেলে এখনও টিউবওয়েল থেকেই। গীতা রায় নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'কলের জল খুব ভালো নয়। তবে সেই জল দিয়েই আমাদের নিত্যদিনের কাজ করতে হয়। সেটাই আবার খেতে হয়। এতে পেটের বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দিয়েছে।' এখন সব সমস্যা কাটিয়ে কবে প্রকৃত শহরে পরিণত হবে ওই এলাকা সেটাই বড় প্রশ্ন।

চিতাবাঘের আতঙ্ক

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : রবিবার সন্ধ্যার পর আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৩৪ প্লট ও দক্ষিণ মাঝেরডাবরি এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বন দপ্তরের কর্মীরা। শুরু হয় চিতাবাঘ খোঁজার কাজ। পটকা ফাটানো হয়।

সম্প্রতি ভোলারডাবরি এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সোমবার পানিয়ালগুড়িতে ফের চিতাবাঘ দেখা যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

জরুরি তথ্য
মজুত রক্ত
সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	৫
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

সরস্বতীপুজো ও খোঁপার সাজে আগাম ফুলের অর্ডার

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : ফুল ছাড়া যে কোনও সুন্দর মুহূর্তই অসম্পূর্ণ। তা সে পুজো হোক বা প্রেম। আর সেটা যদি সরস্বতীপুজো হয় তাহলে তো কথাই নেই। সরস্বতীপুজো যে বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আগামী শুক্রবার ফুলের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই অর্ডার করতে শুরু করেছেন সকলে। কেউ পুজোর জন্য পলাশ ফুল থেকে শুরু করে গাঁদা অর্ডার করে রাখছেন। আবার কেউ নিজেদের সাজের সঙ্গে মানিয়ে গজরা কিংবা গোলাপের অর্ডার দিয়ে রাখছেন দোকানে। তবে এত আগে অর্ডার কেন? অধিকাংশের মতে, সেদিন ফুলের দাম আকাশছোঁয়া হবে। এছাড়া, পছন্দমতো ফুল পাওয়াও মুশকিল।

সোমবার জংশন নর্থ পয়েন্ট এলাকার এক ফুলের দোকানের সামনে দুই বান্ধবী দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বৈশাখী দাস নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনান। তাঁর কথায়, 'প্রতিবছরই সরস্বতীপুজোর আগের দিন ফুল শেষ হয়ে যায়। থাকলেও অনেক বেশি দামে বিক্রি হয়। তাই এবছর কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আগে থেকেই অর্ডার দিয়ে রাখলাম।'

সরস্বতীপুজো মানে এখন আর শুধু পলাশ ফুল নয়। সঙ্গে খোঁপায় গোলাপ কিংবা জুঁই ফুলও। বাসন্তী রঙের শাড়ির পাশাপাশি খোঁপায় ফুল দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে তোলে মেয়েরা। এছাড়া, যেহেতু দিনটি বাঙালির প্রেম দিবস হিসেবেও পরিচিত তাই এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষভাবে একটা উন্মাদনার সৃষ্টি করছে। তাই ফুল উপহারের আলাদা একটা ক্রেজ তো রয়েইছে। আর এই সবদিক মাথায় রেখেই আগাম অর্ডার।

বিশাল সূত্রধর নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'আমাদের স্কুলে পুজো রয়েছে। তাই আগেভাগেই অর্ডার করে দিলাম। নয়তো পরে অনেক সমস্যা হয়। এখন একেবারে বেশি করে অর্ডার করলে সেখানে কিছুটা ছাড় পাওয়া যায়।' আর সকলের চাহিদা অনুযায়ী দোকানে ফুলের সম্ভার নিয়ে হাজির আলিপুরদুয়ার শহরের ব্যবসায়ীরাও। ১১ হাত কালীবাড়ি এলাকার ফুল ব্যবসায়ী হীরক ঘোষ বলেন, 'ফুলের অর্ডার নেওয়া শুরু করেছি। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে পুজোর ফুলের অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন। ফুল বিশেষে দামও ভিন্ন।'

আগাম অর্ডার দিলেও ফুলের দাম নেহাত কম নয়। গতবছর যে ফুল ২০ থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হয়েছে সে ফুল এবছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ টাকা বা তারও ঊর্ধ্বে। গাঁদা ফুল, পলাশ ফুলের পর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় গোলাপ ফুল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, নরমাল গোলাপ সহ ডাচ গোলাপ আগের বছর যেখানে ১৫-৩০ টাকা পর্যন্ত ছিল সেখানে এবার অধিকাংশ দোকানেই হাফ সেঞ্চুরি পার করেছে ডাচ গোলাপ। অনেকে আবার খোঁপায় দেওয়ার জন্য জুঁই ফুলের খোঁজ করছেন। তবে সে ফুল বেশিরভাগ দোকানে জোগান কম থাকায় করণ ফুলের গজরা নিচ্ছেন অনেকে। যার দাম পড়ছে ৮০ থেকে ১২০ টাকার মধ্যে। তবে সবচেয়ে বেশি চাহিদা গোলাপেরই, বলছেন ব্যবসায়ীরা। এছাড়া, বিক্রি হচ্ছে গোলাপের বিভিন্ন বোকেও। কোয়ালিটি ও ডিজাইন অনুযায়ী প্রত্যেকটির দাম ৩৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্তও। তবে এত দাম কেন? ব্যবসায়ীরা বলেছেন, মূলত বেশিরভাগ ফুল বেঙ্গালুরু থেকে আসছে। বাইরের থেকে জোগান কম আসা ও অতিরিক্ত চাহিদাই মূল্যবৃদ্ধির কারণ। তবে মূল্যবৃদ্ধি ফুল কেনাতে কোনওভাবে বাদ সাধতে পারছে না।

ফুল গোছানো চলছে দোকানে। আলিপুরদুয়ারে।

■ পুজোর দিন দাম আরও বাড়বে এই আশঙ্কায় আগাম অর্ডার

■ সকলের চাহিদা অনুযায়ী ফুলের সম্ভার নিয়ে হাজির শহরের ব্যবসায়ীরাও

■ তবে বাইরের থেকে জোগান কম আসা ও অতিরিক্ত চাহিদায় দাম আকাশছোঁয়া

পৃথিবীর পাঠশালা

কেচাপ যখন ওষুধ

আজকের দিনে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা পকোড়ার সঙ্গে টমেটো কেচাপ অপরিহার্য। কিন্তু ১৮৩০-এর দশকে এই কেচাপ বিক্রি হত ওষুধ হিসেবে! ডক্টর জন কুক বেনেট দাবি করেছিলেন যে টমেটো বদহজম এবং ডায়ারিয়া সারাতে পারে। তিনি টমেটোর নির্যাস দিয়ে 'টমেটো পিল' তৈরি করে বিক্রি করতেন। মানুষ তখন দিব্যি ওষুধের মতো কেচাপ খেত। পরে অবশ্য জানা যায় এটি কোনও ওষুধ নয়। তবে সুস্বাদু হওয়ার কারণে এটি খাবারের টেবিল থেকে আর সরেনি। ওষুধের বোতল থেকে সসের বোতল—কেচাপের এই বিবর্তন বেশ মজাদার।

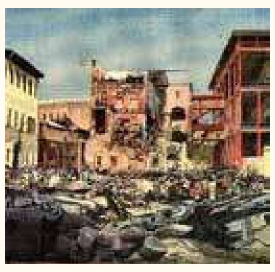

ছোট্ট যুদ্ধ

ইতিহাসের সবচেয়ে ছোট যুদ্ধটি স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ৩৮ মিনিট! ১৮৯৬ সালে জাঞ্জিবার এবং ব্রিটেনের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। জাঞ্জিবারের সুলতান মারা যাওয়ার পর তাঁর ভাই জোর করে ক্ষমতা দখল করেন, যা ব্রিটিশরা মেনে নেয়নি। ব্রিটিশ নৌবাহিনী আল্টিমেটাম দেয় এবং সময় শেষ হওয়ামাত্র রাজপ্রাসাদে গোলাবর্ষণ শুরু করে। মাত্র ৩৮ মিনিটেই জাঞ্জিবারের বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের ৫০০ জন হতাহত হয়। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই শেষ হওয়া এই যুদ্ধ গিনেস বুকে জায়গা করে নিয়েছে।

পুতুল বেশি

জাপানের নাগোরো গ্রামটি দূর থেকে দেখলে মনে হবে জনাকীর্ণ, কিন্তু কাছে গেলেই চমকে উঠবেন। গ্রামের খেতে, নদীর ধারে বা স্কুলের ক্লাসরুমে বসে আছে শত শত মানুষ—কিন্তু তারা কেউ রক্তমাংসের নয়, সবাই কাপড়ের পুতুল! গ্রামের বাসিন্দা সুকিমি আয়ানো একাকিত্ব কাটাতে গ্রামের মৃত বা চলে যাওয়া মানুষদের আদলে এই পুতুলগুলো তৈরি করেন। বর্তমানে এই গ্রামে মাত্র ৩০ জন মানুষ থাকলেও পুতুলের সংখ্যা ৩৫০-এর বেশি। 'ভ্যালি অফ ডলস' নামে পরিচিত এই গ্রামটি পর্যটকদের কাছে একই সঙ্গে ভূতুড়ে এবং আবেগময়।

নদীতে ব্লাড গ্রুপ

রক্তের গ্রুপ সাধারণত মানুষের হয়, কিন্তু নদীর জলের ব্লাড গ্রুপ? শুনতে অদ্ভুত লাগলেও গুজরাটের সবরমতী নদীর জলের নমুনা পরীক্ষা করতে গিয়ে এমনই এক কাণ্ড ঘটেছিল। ২০১২ সালে একদল বিজ্ঞানী নদীর জল দূষণ পরীক্ষা করার সময় দেখেন, জলে এত বেশি পরিমাণে ই-কোলাই ব্যাকটিরিয়া এবং মানুষের বর্জ্য মিশেছে যে, তার ডিএনএ প্যাটার্ন মানুষের রক্তের মতো আচরণ করছে! যদিও এটি সরাসরি 'ব্লাড গ্রুপ' নয়, তবে জলের এই জৈবিক পরিবর্তন পরিবেশ বিজ্ঞানীদের আতঙ্কিত করে দিয়েছিল। দূষণ কোন পর্যায়ে পৌঁছোলে নদী মানুষের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তা ভাববার বিষয়।

প্রকল্পে ৬৪ টন

প্রথম পাতার পর

তার মাঝেই অন্য শহরের আবর্জনা আনা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। শহরবাসীর আশঙ্কা, পরিকাঠামোর উন্নতি না করলে পুরো প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। এমনকি আবর্জনায় মাঝেরডাবরিতে ভাগাড় পরিণত হতে পারে।

প্রশাসনিক মহলে ওই বিষয়ে আলোচনা হলেও আবর্জনা আনার কাজ শুরু হতে কিছুটা সময় লাগবে বলেই খবর। তবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সঠিক পরিকল্পনা করা হয়েছে কি না সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করকে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, 'কিছু অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছি। সেজন্যই ওই সংক্রান্ত চিঠিগুলো এখনও সব দেখা হয়নি। দেখার পরই বিস্তারিত বলতে পারব।' তবে, পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই পুরসভার সঙ্গে কয়েকমাস আগেই এই নিয়ে আলোচনা করেছে সুডা কর্তৃপক্ষ।

কোচবিহারে নতুন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প হবে। সেটা না হওয়া পর্যন্ত কোচবিহারের প্রতিদিনের ৫৬ টন আবর্জনা আলিপুরদুয়ারে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া বকুলতলা এলাকায় যে ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে সেখান থেকেও আবর্জনা আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হবে। কোচবিহার পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ বলেছেন, 'কোচবিহারে যে ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে সেখানে প্রসেসিং ইউনিট বসবে। সেখানে আবর্জনা সরাতে হবে। আর প্রতিদিনের আবর্জনাও সেখানে ফেলা যাবে না। তাই সেগুলো আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হবে বলে ঠিক হয়েছে।'

বর্তমানে মাঝেরডাবরির এসডব্লিউএম ইউনিট এত পরিমাণ আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য তৈরি নয়। তার পরিকাঠামো নিয়েও সমস্যা রয়েছে। যে সংস্থা এসডব্লিউএম চালাচ্ছে তারা আলিপুরদুয়ার শহরের আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের কাজের টাকাই ঠিকমতো পাচ্ছে না। গত ১৫ মাসে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বকেয়া ওই সংস্থার। সেই টাকা না পেলে সংস্থার পক্ষে কোচবিহারের আবর্জনা রাখার জন্য নতুন শেড তৈরি করাও সম্ভব নয়। ওই সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন একটি শেড করে সেখানে দুই শহরের অপচনশীল আবর্জনা রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, পুরোনো শেডে পচনশীল আবর্জনা রাখা হবে। প্রকল্পের ইনচার্জ জয়ন্ত সেন বলেছেন, 'প্রায় দুই বছর হল এই প্রকল্প শুরু হয়েছে। এখনও প্রায় ১৫ মাসের বকেয়া বাকি। সেজন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। বকেয়া মেটানোর কথা বলা হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'ওই এজেন্সিকে টাকা দেয় সুডা। কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে। কিছু বকেয়া রয়েছে কি না সেটা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

জঙ্গল সাফারিতে বিধিনিষেধ

বাঘের খবরেও পর্যটক নেই বক্সায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : মাঘের শীতে বাঘ দেখায় মজা আছে! আছে বাঘ, কিন্তু বাঘ দেখার লোক এবার আর নেই। হতাশ পর্যটন মহল।

২০২১ ও ২০২৩ সালে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘের ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়তেই ঢল নেমেছিল পর্যটকদের। বক্সা পাহাড় থেকে জয়ন্তী, বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ভিড় উপচে পড়েছিল। জঙ্গল সাফারিতে মূলত বাঘ দেখতেই অধিকাংশ পর্যটক ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু খবর সামনে এলেও গত বছরগুলির সঙ্গে এবছরের হিসেব মিলছে না। উল্লেখযোগ্য ভিড় নেই পর্যটকদের। জঙ্গল সাফারিতে কড়াকড়ি থাকায় তার প্রভাবও পড়ছে। সাফারি করার আগ্রহ পর্যটকরা হারাচ্ছেন বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'এবছর বাঘের ছবি প্রকাশ্যে এলেও পর্যটকের তেমন ভিড় দেখা যাচ্ছে না। জানুয়ারি মাসে সাধারণত যেমন পর্যটক আসেন, তেমনই আসছেন। বাঘের খোঁজ নিতে পর্যটকদের ফোনও তেমন আসছে না।' বক্সা ২৮ মাইল বস্তির একটি হোমস্টের কর্ণধার বসন্ত অধিকারীর বক্তব্য, '২০২১ ও ২০২৩ সালের বাঘের খবর জানাজানি হতেই অনেকেই আগ্রহ নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে গিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই এবছর আসছেন না। আর বাঘের দর্শন পাওয়া কতটা সম্ভব, তা ভেবেও অনেকে আসছেন

- বাঘের ছবি ধরা পড়তেই ২০২১ ও ২০২৩ সালে
- বক্সায় ঢল নেমেছিল পর্যটকদের
- চলতি বছর ১৫ জানুয়ারি বক্সায় ফের বাঘের ছবি ধরা পড়েছে
- জঙ্গল সাফারির বিধিনিষেধ থাকাতেই পর্যটকরা আগ্রহ হারাচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে

না। যে কারণে বাঘের ছবি প্রকাশ্যে আসায় যে বাড়তি ভিড় আশা করা হয়েছিল তা দেখা যাচ্ছে না। পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সবথেকে বেশি ভিড় ছিল বক্সা বাঘবনের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহেও বুকিং রয়েছে কিছুটা।

এখন পর্যটকদের আনাগোনা তেমন না থাকায় অনেক পর্যটন ব্যবসায়ী জঙ্গল সাফারির বিভিন্ন বিধিনিষেধের কথা তুলে ধরছেন। ১৫ জানুয়ারি ট্র্যাপ ক্যামেরায় বক্সায় বাঘের ছবি ধরা পড়তেই পরেরদিন থেকে জঙ্গল সাফারিতে কড়াকড়ি শুরু হয়। গুরুত্বপূর্ণ শিকারি রোডে সাফারি নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর আবার রবিবার থেকে জঙ্গলে বাঘ শুমারি শুরু হওয়ায় বিধিনিষেধ তোলা হয়নি। জয়ন্তীর সাফারি গাড়ির মালিক অমন মাহাতোর বক্তব্য, 'সাফারিতে কড়াকড়ি থাকায় অনেক পর্যটক ঘুরতে এসেও সাফারি করছেন না। তাঁরা ভাবছেন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেতে না পারলে কোনও বন্যপ্রাণী দেখা যাবে না। মাসের শেষের দিকে আবার পর্যটকদের ভিড় বাড়তে পারে। তখন বিধিনিষেধও কম থাকবে বলে মনে হয়।' বক্সা টাইগার রিজার্ভের এডিএফও নবজিৎ দে আবার বলেন, 'পর্যটক আসছে। অনেকেই ঘুরে যাচ্ছেন। শুমারির কাজ শেষ হলেই জঙ্গল সাফারি বিধিনিষেধও উঠে যাবে।'

বড়দিঘি চা বাগানে কাজে যাচ্ছেন মহিলা শ্রমিকরা। সোমবার।

২৮৫টি বাগানে শৌচালয় পাবেন মহিলা শ্রমিকরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ জানুয়ারি : তরাই-ডুয়ার্সের ২৮৫টি চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের কর্মস্থলে শৌচালয় তৈরির তৎপরতা শুরু করল শ্রম দপ্তর। বাগানপিছু দুটি করে শৌচালয় তৈরি করা হবে। বর্তমানে চা বাগানগুলির কাছ থেকে এনওসি নেওয়ার পাশাপাশি টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ চলছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারি থেকেই প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে যাবে। উত্তরবঙ্গের এক শ্রম আধিকারিকের মতে, এটি একটি যুগান্তকারী সরকারি পদক্ষেপ।

মহিলারা যেখানে প্রতিদিন কাঁচা পাতা তুলতে যান সেই সমস্ত জায়গায় শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। চা মহল সূত্রের খবর, সেই সেকশনগুলির ধারেকাছে কিংবা কাঁচা পাতা তুলে ফিরে আসার পর যেখানে ওজন করা হয় বা যেখানে হাজিরা দেওয়া হয় সেরকম জায়গাগুলিকে বেছে নিয়ে শৌচালয়গুলি তৈরি হবে। শ্রম দপ্তর এজন্য বাগানগুলির কাছ থেকে নির্মাণকাজের এনওসি ও অন্তত ৫০ বর্গমিটারের দুটি করে স্থান বেছে দিতে বলেছে। বেছে নেওয়া স্থানে জল ও বিদ্যুতের সংস্থান রয়েছে কি না, সেই তথ্যও শ্রম দপ্তর বাগানগুলির কাছ থেকে জানতে চেয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বণিকসভা তাদের সদস্য বাগানগুলির কাছে এব্যাপারে সার্কুলার পাঠিয়ে দিয়েছে। এনিয়ে ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'শ্রম দপ্তরের উদ্যোগের কথা বাগানগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময়মতো তারা এনওসি পাঠিয়ে দেবে।'

বরাবরই চা বাগানে মোট শ্রমিকের অর্ধেকেরও বেশি মহিলা। তার ওপর বর্তমানে বহু পুরুষ শ্রমিক কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যাওয়ায় বাগানগুলিতে মহিলা শ্রমিকদের ওপর নির্ভরতা আগের থেকে আরও বেড়েছে। শুধু নিপুণ হাতে কাঁচা পাতা তোলাই নয়, ফ্যাক্টরির কাজ এমনকি কীটনাশক স্প্রে-র কাজও এখন মহিলারা সামলান। তাই এমন উদ্যোগে খুশি বাগানের মহিলা শ্রমিকরা। গ্রাসমোড় চা বাগানের আশ্রিতা এক্কা নামে এক শ্রমিক বলেন, 'সারাদিন মহিলাদের বাগানেই থাকতে হয়। আমরা যেখানে কাজ করি সেইসব স্থানে শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। এতে খুব অসুবিধা হয়। বাগানের সেকশন ছাড়াও ফ্যাক্টরিতেও শৌচালয় প্রয়োজন।' এবিষয়ে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবিন রাই জানান, শ্রম দপ্তরের পরিকল্পনা ঐতিহাসিক। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অপরিসীম। পাশাপাশি, চা শ্রমিক সংগঠন পিটিডব্লিউইউ-এর চেয়ারম্যান তেজকুমার টোপ্পোও এটিকে অত্যন্ত কার্যকরী একটি সিদ্ধান্ত বলে জানান, আরও আগে হলে ভালো হত। ডুয়ার্সের সমাজকর্মী ও লেখক রূপম দেব কাজটির প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে ঘনঘন বাগান বন্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে এবং ন্যূনতম মজুরি চালু করার আইনের পক্ষে সরব হয়েছেন।

আত্মসমর্পণের নির্দেশ প্রশান্তকে

প্রথম পাতার পর

সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আর সময় নেই, এবার আত্মসমর্পণ করতেই হবে। তাঁর আইনজীবী আত্মসমর্পণের জন্য ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। সেই আবেদনও খারিজ করে দেয় আদালত। তবে আত্মসমর্পণের পর তিনি জামিনের আবেদন করতে পারবেন বলে আদালত জানিয়েছে।

একইসঙ্গে পুলিশকেও তদন্তের প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেপাজতে চেয়ে নিম্ন আদালতে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে আদালতে জানানো হয়, গোটা ঘটনা সম্পর্কিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজ তদন্তকারীদের হাতে রয়েছে। সেই কারণে অভিযুক্ত প্রশান্তকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করা অত্যন্ত জরুরি। যথাযথ তদন্তের স্বার্থেই গ্রেপ্তার প্রয়োজন বলে দাবি করে রাজ্য।

যাঁকে অপহরণ ও খুনে অভিযুক্ত ওই বিডিও, তিনি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে কর্মরত ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ গত ২২ ডিসেম্বর তাঁর জামিন খারিজ করার দিন থেকে তিনি নিখোঁজ। অফিসে আর যাননি। তবে ছুটি নিয়েছেন কি না, তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে জলপাইগুড়ি প্রশাসন। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলার বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগে তাঁকে মাঝেমধ্যে দেখা যেত। উধাও হওয়ার পর সেই আস্তানাগুলিতেও আর তাঁর খোঁজ মেলেনি।

হাইকোর্ট তাঁকে আত্মসমর্পণ করার জন্য তিনদিন সময় দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা না মেনে তিনি গা-ঢাকা দেন। পরে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান। স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যার ওই হত্যাকাণ্ডে ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তখনই তদন্তে মূল অভিযুক্ত হিসাবে রাজগঞ্জের বিডিও-র নাম উঠে আসে। অভিযোগ, নীল বাতি লাগানো সরকারি গাড়ি নিয়ে তিনি স্বপনকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যান। ওই গাড়িতেই নিহতের দেহ পাচার হয়।

পথশ্রীর রাস্তার শিলান্যাস

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : সোমবার পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে মোট ২৩ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হয়। আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, আধিকারিক প্রমুখ।

এই প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'এই রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হবে। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমবে এবং শহরের সামগ্রিক পরিকাঠামো আরও মজবুত হবে।' দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ শেষ করার ওপর জোর দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

নদী ভরাটে

প্রথম পাতার পর

নমিতা দাস নামে আরেক গ্রামবাসী বলেন, 'নদী ভরাট করলে এলাকার অন্তত এক হাজার পরিবার সমস্যায় পড়বে। এভাবে নদী ভরাট করা বেআইনি।'

আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা দাস দেবনাথ জানান, অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিডিও নিমা শেরিং শেরপা বলেছেন, 'এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। বিষয়টি অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সঠিক হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গলায় ফাঁসের চেষ্টা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার আদালতের নির্মীয়মাণ ভবনে স্টোর রুমের ছাদে জলের ট্যাংক সংলগ্ন একটি বাঁশে গলায় ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করেন এক দিনমজুর। তবে আদালতে উপস্থিত ক্লার্ক ও আইনজীবীদের নজরে বিষয়টি আসতেই তাঁরা গিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। এই মুহূর্তে তিনি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সিসিইউ-তে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডল জানিয়েছেন, আপাতত ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আলিপুরদুয়ার থানার এক পুলিশকর্তা বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। খোঁজখবর চলছে।'

ওই ব্যক্তির পরিবার জানিয়েছে, তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ। আগেও তাঁর মনোরোগের চিকিৎসা করানো হয়। মাঝে সুস্থ থাকলেও তিনি মাস তিনেক আগে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে দুইদিন আগে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরেন। তিনি সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন, তাঁকে কেউ মারতে আসছে এরকম কথাবার্তা বলতেন।

এদিকে সারাদিন ওই ব্যক্তির খোঁজ না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন বলে আলিপুরদুয়ার আদালতের পাশে মুহুরি ক্লাবে যান। উদ্দেশ্য ছিল, অভিযোগপত্র লিখিয়ে নেওয়া। সেখানে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, কিছুক্ষণ আগে একজন আদালতের ছাদে নিজের গলায় ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এরপর ছবি দেখাতেই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

ভোট মানে আসছে ঘৃণা

প্রথম পাতার পর

খাস রাজধানী দিল্লিতে ঘৃণাভাষণের ঘটনা ৭৬টি। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা রঘুরাজ সিং হোলির আগে বলেছিলেন, কোনও গোলমাল যাতে না হয়, সেজন্য মুসলিম পুরুষদের ত্রিপলের হিজাব পরে হোলি খেলা উচিত। তবে ঘৃণাভাষণের চ্যাম্পিয়ন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। গতবছর তিনি ৭১টি ঘৃণাভাষণ দিয়েছেন। 'লাভ জেহাদ', 'ল্যান্ড জেহাদ', 'থুক জেহাদের' মতো রকমারি ষড়যন্ত্রের কথা বলে বাজার গরম করেছেন।

তাঁর সরকার বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নামে নির্বিচারে মুসলিমদের সম্পত্তি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সে রাজ্যে কারণে-অকারণে মুসলমানদের হেনস্তা করা জলভাত। সেখানে পরিষ্কার জানানো হয়, হিন্দুরাষ্ট্রে বেশি অধিকার হিন্দুদের। ধামির পর এই তালিকায় আছেন হিন্দু নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া। তিনি ঘৃণা ছড়িয়েছেন ৪৬ বার। বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায় ৩৫ বার।

মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নীতীশ রানে নিজেকে হিন্দুদের গব্বর ঘোষণা করে মন্তব্য করেছেন, জেহাদি, বিষধর সাপদের হিন্দুস্থানে ঠাঁই হবে না। বিরোধী সাতটি রাজ্যে গত বছর ১৫৪টি ঘৃণাভাষণ রেকর্ড হয়েছে। এধরনের ৪০টি ঘটনা নিয়ে কর্ণাটক রয়েছে প্রথম দশে। হেটল্যাব-এর রিপোর্ট দেখাচ্ছে, বিরোধীদেরও ঘৃণাভাষণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। বিশেষ করে বলা হয়েছে বিরোধী নেতার নানা অমৃতভাষণের কথা।

গতবছর প্রায় অর্ধেক ঘৃণা প্রচার ঘুরপাক খেয়েছে নানারকম জেহাদ নিয়ে। লাভ জেহাদ থেকে শুরু করে পপুলেশন জেহাদ, শিক্ষা জেহাদ, ড্রাগ জেহাদ, ভোট জেহাদ ইত্যাদি কি না বলা হয়েছে। আরও উদ্বেগের কথা, ঘৃণাভাষণের ২৩ শতাংশে খোলাখুলি হিংসার কথা বলা হয়েছে। এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। শুধু ভোটের সময়ে নয়, এটা রাজনীতির অঙ্গ হয়ে উঠছে। আরও বিশদে বিশ্লেষণ করে হেটল্যাব-এর রিপোর্ট জানাচ্ছে, এই ঘৃণা ছড়ানো প্রচারে সবার আগে আছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল। একাজে বিজেপি ও আরএসএস তাদের মুখ হিসেবে এই দুই সংগঠনের ওপর নির্ভর করে। তারাই তাত্ত্বিক কথাগুলো মেঠো ভাষায় ময়দানে নামায়। রামনবমীর শোভাযাত্রা থেকে পহলগামের জঙ্গি হামলার মতো ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ঘৃণাভাষণের মাত্রা বাড়ে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গাদের নাম করে যা নয় তা তো আছেই বছরভর। ১২০টি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ২৭৬টি বক্তৃতায় মসজিদ, গির্জা গুঁড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। গত বছর বিশেষ করে টার্গেট করা হয়েছে খ্রিস্টানদের। হামলা হয়েছে গির্জায়। কেন্দ্র আগাগোড়া নীরব, মূক।

ঘৃণার বিষ ছড়ানোয় লাগাম টানতে গত বছর কর্ণাটকের বিধানসভায় বিল পাশ হয়েছিল। তাতে কিছু কড়া ব্যবস্থার কথা বলা আছে। রাজ্যপালের সম্মতির অপেক্ষায় সেই বিল ঝুলে রয়েছে। প্রস্তাবিত ওই আইনে মৌখিক, প্রকাশিত কথায়, খবরের কাগজে বা টেলিভিশনে, সোশাল মিডিয়ায় যে কোনও ঘৃণাভাষণকে দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচনা করার কথা হয়েছে। তাতে হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া হোক বা না হোক। এধরনের যে কোনও বক্তব্যকে রাজ্য মনে হলে মুছতে বলতে পারবে।

এখন এই ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রের। তবে ঘৃণাবচন রুখতে কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও আইন নেই। যা আছে, তা নানা আইনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই আইন পাশ হলে এক থেকে সাত বছর পর্যন্ত জামিন অযোগ্য জেল হতে পারে। সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা। তেলেঙ্গানা সরকার জানিয়েছে, তারাও এমন আইন আনবে। বিজেপি জানিয়েছে, এমন কোনও আইনের প্রয়োজন নেই। আর পশ্চিমবঙ্গ?

অসংগতির তালিকা

প্রথম পাতার পর

আমরা এমন দেশে বাস করি না, যেখানে বাল্যবিবাহের বাস্তবতা নেই।'

শুনানিতে তৃণমূলের আইনজীবী কপিল সিবাল অভিযোগ করেন, 'গঙ্গোপাধ্যায় বা দত্ত, এই ধরনের পদবির বানানে সামান্য হেরফের হলেও নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। ১,৯০০ শুনানিকেন্দ্রের বদলে মাত্র ৩০০টি কেন্দ্রে ডেকে ভোটারদের ওপর প্রচণ্ড মানসিক ও শারীরিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।' তৃণমূলের দাবি ছিল, শুনানিতে বিভিন্ন দলের বিএলএ-দের উপস্থিত থাকতে দেওয়া হোক। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সেই দাবিতে সায় দেয়নি।

সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ভোটাররা চাইলে সঙ্গে কাউকে শুনানিকেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি বিএলএ হলেও আপত্তি নেই। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করার ছাড়পত্রও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ভোটাররা কোনও নথি জমা দিলে লিখিতভাবে প্রাপ্তিস্বীকার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ওই নির্দেশে। বিচারপতিরা জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কমিশনকে বুঝতে হবে। ৬ সপ্তাহ পর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে।

এই নির্দেশে রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। বিজেপির প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক হুংকার দিয়েছেন, 'বিজেপির এসআইআর গেম ওভার। এক কোটি নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র রুখে দিল সুপ্রিম কোর্ট।' তাঁর যুক্তি, স্বচ্ছতা বজায় রাখার যে দাবি তৃণমূল প্রথম থেকে করছিল, আদালত তাতে সিলমোহর দিল।

তৃণমূলে জোর জল্পনা

প্রথম পাতার পর

এখানকার ভূমিপুত্র এবং তাঁদের চাওয়াপাওয়া নিয়ে লিখতে গেলেন? সামনেই বিধানসভা ভোট। আর তার আগে একজন বিধায়কের এমন পোস্ট ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও সুমন পোস্টে সরাসরি তৃণমূলের নাম উল্লেখ না করে ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছেন। সুমন বলেন, 'আসলে যে কোনও সংগঠনের হার্ট অর্থাৎ প্রধান যিনি তিনি ঠিক না থাকলে চলতে পারে না। সেটা রাজনৈতিক দল হোক বা অন্য কোনও সংগঠন সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পাশাপাশি যেহেতু আমি এই জেলার মানুষ তাই আমার মনে হয়েছে চা বাগান বাদেও একটা বিস্তীর্ণ কৃষি বলয় এবং ভূমিপুত্ররা আছেন। তাঁদের বিষয়টিও সবার গুরুত্ব দেওয়া উচিত।'

কিন্তু সংগঠন, কৃষি বলয় ভূমিপুত্র এই শব্দগুলির সঙ্গে একেবারে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত। তাহলে সুমনের কথামতো কি জেলায় তৃণমূলের হার্ট অর্থাৎ চেয়ারম্যান ও জেলা সভাপতির কথাই বলতে চেয়েছেন? আবার চা বলয় বাদে কৃষি এলাকায় কি তাহলে তৃণমূল সেভাবে জোর দিচ্ছে না। যে কারণে ঘুরেফিরে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই সুমন সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন। গোটা বিষয় নিয়ে সুমনের পাশে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি মৃদুল গোস্বামী। তাঁর কথায়, 'সুমন ঠিক কথাই বলেছেন। সংগঠনের হার্ট বা প্রধান ঠিক থাকতে হয়। তবে সুমনের যদি এটা পরামর্শ হয়ে থাকে তাহলে সেটা দলকে জানাতে পারতেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে না লেখাই ভালো।' আর এই ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বিধায়কের দুটি পোস্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁকে সরকার এবং দল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে। তাই আমার মনে হয়, তাঁর কথা দলীয়ভাবে শোনা উচিত।'

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও জেলায় নাকি শুধু চা বলয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সুমন-ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, জেলায় চা বলয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা এবং কুমারগ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ বাদ পড়ে যায়। যার ফল ৫-০'তে পরাজিত হয় তৃণমূল। এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চলছে জেলা তৃণমূল। ইতিমধ্যেই চা বাগানে কর্মসূচি করে গিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার রবিবার কালচিনির থানা মাঠে সভা করেছেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে চা বাগানকেই গুরুত্ব দিতে বলেছে জেলা শীর্ষ নেতৃত্ব। এখানেই নাকি সুমন তাঁর মত স্পষ্ট করেছেন। তাঁর পোস্টে তিনি বলেছেন, চা বলয় জেলার আইডেনটিটি। কিন্তু এখানকার কৃষি বলয়, এখানকার ছোট ছোট গ্রাম, স্থানীয় ভূমিপুত্র, তাঁদের চাওয়াপাওয়া নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর নেই বলেই মত সুমনের। সুমনের ঘনিষ্ঠদের দাবি, আলিপুরদুয়ার বিধানসভা, ফালাকাটা এবং কুমারগ্রাম বিধানসভাতেও কৃষি বলয় আছে। সেদিকে দল কোনও নজর দিচ্ছে না। তাই ২০২১ সালের বিধানসভা, ২০২৪ সালের লোকসভায় দল খারাপ ফল করে। সামনের বিধানসভাতেও কৃষি বলয়ে তৃণমূল সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তাই দলের অবস্থা আগের মতোই খারাপ রয়েছে বলে মত সুমন-ঘনিষ্ঠদের। এর প্রভাব বিধানসভাতে পড়তে বাধ্য বলেই তাঁরা জানিয়েছেন। সুমনের পোস্টের বিষয়ে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা এবং জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক কোনও মন্তব্য করতে চাননি। গঙ্গাপ্রসাদ বলেন, সুমন কী পোস্ট করেছেন তা আমি এখনও দেখিনি।

অনুন্নয়ন, গঙ্গা কাঁটায় বিদ্ধ ঘাসফুল বাগান

প্রথম পাতার পর

ততদিনে লাভের গুড় খেতে শুরু করে বিজেপি। গঙ্গা বছর পাঁচেক ধরে জেলা তৃণমূলের প্রথম সারিতে থাকলেও কালচিনিতে নেপালি ভোটের বড় অংশ এখনও পদ্ম অনুগামী। স্বজনপোষণের অভিযোগে তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ নেপালি সম্প্রদায়েরই একাংশ। জয়গাঁ শহরের উন্নয়ন নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে। বেশিরভাগ রাস্তাঘাট এবড়োখেবড়ো। বেহাল মহাত্মা গান্ধি রোড। তবে জয়গাঁ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে গঙ্গাপ্রসাদের মহল্লা ভুলন টার্নিংয়ের রাস্তাঘাট ঝাঁ চকচকে।

আছে বর্ণবৈষম্যের সমস্যাও। গঙ্গা নেপালি সমাজে ব্রাহ্মণ। কিন্তু কালচিনির নেপালি ভোটারদের বড় অংশ লামা সম্প্রদায়ের। অসীমকুমার লামা, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বীরেন্দ্র বরারা একসঙ্গে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছিলেন। অসীমকুমারকে পরে তৃণমূলের কালচিনির ব্লক সভাপতি করা হয়। পরে তাঁকে ছেঁটে জয়গাঁর পেমা লামাকে ব্লক সভাপতি করায় গঙ্গা-অসীম দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁকে এড়িয়ে গত বছরের ২৪ অগাস্ট বৈঠক করায় অসীমকে ব্লক সভাপতির পদ থেকে ছেঁটে ফেলা হয়।

গত বছরের শেষের দিকে শেষপর্যন্ত সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো দলের জেলা কমিটির সহ সভাপতি করায় সন্তুষ্ট না হলেও আপাতত তিক্ততা হজম করে দলের কাজ করছেন অসীম। শুধু নেপালি নয়, ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও গঙ্গার ওপর বিরক্ত। জয়গাঁ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৯টি আসনের ১৬টি তৃণমূলের। এঁদের ১১ জনই মুসলিম। এজন্য পঞ্চায়েত প্রধান পদে মুসলিম কাউকে মনোনয়নের দাবি ছিল। দল রাজি না হওয়ায় তখন বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ড গড়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন মুসলিম সদস্যরা।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মুসলিম একজনকে প্রধান করে তৃণমূল। সেসময় গঙ্গাপ্রসাদের ভূমিকা নিয়ে সোচ্চার হন তৃণমূলের তৎকালীন কালচিনি ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক কবিরুল ইসলাম। পরে কবিরুলকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। কবিরুলরা কয়েকজন তখন মুসলিম জাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গড়েন। কবিরুল বলছেন, 'দলের নেতৃত্বে মুসলিমদের ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে না। আসল কলকাঠি নাড়ছেন গঙ্গাপ্রসাদ।'

দলের আরেক পুরোনো মুসলিম কর্মীকে ব্লক কমিটি থেকে সরিয়ে জেলা কমিটিতে কম গুরুত্বের পদ দেওয়া হয়। এভাবে তাঁকে ঠুঁটো করায় ক্ষোভ রয়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে। শুধু জয়গাঁ নয়, গোটা কালচিনিতে অনুন্নয়নের ছোঁয়ায় ক্ষোভ আছে তৃণমূলের ওপর। হাসিমারার কেন্দ্রস্থলে হ্যামিল্টনগঞ্জ রোডে পথবাতি দীর্ঘদিন অচল। হ্যামিল্টনগঞ্জের অভিষেক সরকার বলছেন, 'পথবাতি তো অকেজোই। রাস্তাঘাটও বেহাল। আবর্জনার দূষণে নাজেহাল মানুষ। লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পরিষেবা মুখ থুবড়ে রয়েছে।' ২০২১ সালে বিজেপির বিশাল লামার কাছে ২৮৫৭৬ ভোটে যখন তৃণমূলের পাশাং লামা হারেন, তখন বিজেপির জেলা সভাপতি ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। পরে তৃণমূল যোগ দিয়ে তিনি তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান হন। ভোটের ফলাফল বলছে, গঙ্গা-যোগে তৃণমূলের লাভ হয়নি। ২০২১ সালে বিজেপির বিশাল লামা ৫২.৬৫, তৃণমূলের পাশাং লামা ৩৮.০৬ শতাংশ ভোট পান।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে কালচিনি বিধানসভা এলাকায় বিজেপির মনোজ টিগ্গা পান ৫০.৭৩ শতাংশ ভোট, তৃণমূলের প্রকাশ চিকবড়াইক ৪২.৯১ শতাংশ। অর্থাৎ গঙ্গার যোগদানের তিন বছর পরেও কালচিনিতে তৃণমূলের ভোট বৃদ্ধি পাঁচ শতাংশেরও কম। তৃণমূলের কালচিনির কর্মীদের কথায়, ওইটুকু বাড়ার পেছনে গঙ্গার কৃতিত্ব নেই। দেশজুড়ে মোদি হাওয়া কিছুটা কমার প্রভাব। ঘাসফুলের অন্দরের চালচিত্র বলছে, মোহনের মতো দল ছাড়ায় যত না ক্ষতি, কালচিনির ঘাসফুল বাগানে তার চেয়ে অনেক বড় কাঁটা গঙ্গাপ্রসাদ।

রনজি খেলতে হবে গিল-জাদেজাকে

শুভমানের টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন অশ্বীনের

ইন্দোর, ১৯ জানুয়ারি : ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের একদিনের সিরিজ শেষ। গতরাতে শেষ হয়ে যাওয়া সেই সিরিজ জিতে নিয়ে নয়া ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন ড্যারিল মিচেলরা। ভারতের মাটিতে প্রথমবার একদিনের সিরিজ জয়ের আবেগ নিয়ে সোমবার ইন্দোর থেকে নাগপুরে পৌঁছে গিয়েছেন মিচেলরা।

বুধবার থেকে নাগপুরে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। টি২০ বিশ্বকাপের আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে আসন্ন এই সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার জন্য নিশ্চিতভাবেই অগ্নিপরীক্ষা। সেই অগ্নিপরীক্ষার আগে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে কিছুই ঠিকমতো চলছে না। ঘরের মাঠে সিরিজ হার পরিচিত প্রায় রুটিন হয়ে গিয়েছে গৌতম গম্ভীরের ভারতীয় দলের। বিরাট কোহলির মায়াবী শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়াকে হারতে হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে আজ অনেকগুলি দিক সামনে এসেছে। এক, কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ব্যর্থতার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল ও রবীন্দ্র জাদেজা ঘরোয়া রনজি ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উদ্দেশ্য, আচমকা হারিয়ে যাওয়া ছন্দ খুঁজে পাওয়া। দুই, গতরাতে কোহলির শতরানের পরও হারতে হয়েছে ভারতকে। খোয়াতে হয়েছে সিরিজও। আর রাতের ইন্দোরে মাঠ ছাড়ার আগে নিউজিল্যান্ড দলের নায়ক মিচেলকে তাঁর স্বাক্ষর করা জার্সি উপহার দিয়ে গিয়েছেন বিরাট। তিন, টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক শুভমানের ব্যাটিং টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ইংল্যান্ডে শুভমান ব্যাট হাতে কেন সফল হয়েছিলেন, কেন এখন ব্যাটে রান নেই শুভমানের, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অফস্পিনার।

শুভমান তাঁর ব্যাটিংয়ের টেকনিক্যাল সমস্যা মিটিয়ে কবে রানে ফিরবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ভারত অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগও। শুভমান কিউয়িদের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজ ও কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নেই। ফলে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার জন্য তাঁর হাতে পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। তার মাঝে অশ্বীন আজ শুভমানের ব্যাটিংয়ের টেকনিক্যাল সমস্যার দিকটি তুলে ধরেছেন। ব্যাট ও প্যাডের মাঝে ফাঁক থাকছে গিলের। সঙ্গে বল খেলার সময় শুভমানের ব্যাট যখন হাওয়ায় থাকছে, তখন আচমকাই তার মুখ ঘুরে তৈরি হয়েছে। যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। অশ্বীনের কথায়, 'আধুনিক ক্রিকেটে একজন ক্রিকেটারকে সবসময় তার স্কিল, টেকনিকের উন্নতি চালিয়ে যেতে হয়। এটাই নিয়ম। শুভমানের ব্যাটিংয়ে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হয়েছে আমার। ওর ব্যাট সুইংয়ে সমস্যা হচ্ছে। ব্যাট-প্যাডের মধ্যে অনেকটা ফাঁক থাকছে। দ্রুত ওকে এই সমস্যা মেটাতে হবে। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজের সময়

ড্যারিল মিচেলের হাতে সই করা জার্সি তুলে দিচ্ছেন বিরাট কোহলি।

যাচ্ছে। শুভমানের শেষ কয়েকটি ইনিংস পর্যালোচনা করে ভারত অধিনায়কের টেকনিক্যাল ভুল খুঁজে পেয়েছেন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আজ বলেছেন, 'ইংল্যান্ড সিরিজের সময় সফল হয়েছিল শুভমান। কারণ, সেই সিরিজে ওর ব্যাট-প্যাডে ফাঁক থাকছিল না। ব্যাট সুইংও ঠিক ছিল। সানিভাইও শুভমানের সাফল্য নিয়ে এই কথা আগে জানিয়েছিলেন।'

অশ্বীনের মনে হচ্ছে, যে কোনও কারণেই হোক না কেন, শুভমানের ব্যাটিংয়ের এই জায়গা নিয়ে ফের সমস্যা শুভমানের ব্যাটিংয়ে এই সমস্যা দেখিনি।' ঘরোয়া রনজি খেলে কীভাবে শুভমান তাঁর ব্যাটিংয়ের সমস্যা মেটাবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে হারের পর আসন্ন টি২০ সিরিজে সূর্যকুমার যাদবের ভারত কেমন করে, সেদিকে নজর ঘুরছে ক্রিকেটমহলের। কারণ, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজেই দলের কম্বিনেশন চূড়ান্ত করতে হবে গম্ভীরদের।

জয় অধরা বিরাট-ক্লাসিকেও

আক্ষেপ কোচ রাজকুমারের

> উলটো দিক থেকে সাহায্য দরকার ছিল। কিন্তু বিরাট তা পায়নি। একার কাঁধে ৩৩৮ রান তাড়া কঠিন। শুরুর ব্যর্থতা গোটা সিরিজেই ভুগিয়েছে। কারণ, শুরুটা ভালো করা মানে, কাজ অর্ধেক সম্পূর্ণ। বিশেষত, বড় স্কোর তাড়া করতে নেমে। যা একেবারেই দেখা যায়নি এই সিরিজে। ফল ভুগতে হয়েছে।
>
> -সুনীল গাভাসকার

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : ৫৪ নম্বর ওডিআই সেঞ্চুরি।

তিন ফরম্যাট ধরলে ৮৫তম। শচীন তেন্ডুলকারের সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি থেকে ঠিক পনেরো ধাপ পিছনে। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে গত দুই সিরিজের স্বপ্নের ফর্ম। নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানাকে নিয়ে মরিয়া চেষ্টাতেও লক্ষ্য পূরণ হয়নি। দুরন্ত ব্যাটিং, আকর্ষণীয় শতরানের পরও ট্র্যাজিক নায়ক বিরাট কোহলি। সতীর্থদের ব্যর্থতায় 'চেজ মাস্টার'-কে থামতে হয়েছে জয় লক্ষ্যের আগে।

দলের হার। গৌতম গম্ভীর জমানায় আরও একটা হোম সিরিজ হারের যন্ত্রণার মাঝে ভারতীয় সমর্থকদের প্রাপ্তি বলতে বিরাটের সেঞ্চুরি, আরও এক ক্লাসিক ইনিংস। ছাত্রের সাফল্যের যে খুশিটাই সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলেন বিরাটের ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা। বলেছেন, 'গতকাল আরও একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলল। বুঝিয়ে দিল, কী দারুণ ফর্মে রয়েছে ও। খারাপ লাগছে শেষপর্যন্ত দলকে জেতাতে পারেনি। তবে দলকে জেতাতে যে দাপট নিয়ে খেলেছে, প্রশংসা প্রাপ্য।'

সুনীল গাভাসকারেরও আক্ষেপ সতীর্থদের ব্যর্থতা, উলটো দিক থেকে সেভাবে সাহায্য না পাওয়ায় বিরাটের দুর্দান্ত ইনিংস পূর্ণতা পেল না। ৩৩৮ রানের টার্গেটে শেষপর্যন্ত ২৯৬-তে আটকে যাওয়া। ৪১ রানে ম্যাচ ও সিরিজ হারের পর্যালোচনায় গাভাসকার দুষছেন রোহিত শর্মা, শুভমান গিলকেও। যুক্তি, জিততে হলে ভালো শুরু দরকার। কিন্তু যে প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ রোহিতরা।

সানি বলেছেন, 'উলটো দিক থেকে সাহায্য দরকার ছিল। কিন্তু বিরাট তা পায়নি। একার কাঁধে ৩৩৮ রান তাড়া কঠিন। শুরুর ব্যর্থতা গোটা সিরিজেই ভুগিয়েছে। কারণ, শুরুটা ভালো করা মানে, কাজ অর্ধেক সম্পূর্ণ। বিশেষত, বড় স্কোর তাড়া করতে নেমে। যা একেবারেই দেখা যায়নি এই সিরিজে। ফল ভুগতে হয়েছে।'

নীতীশ ৫৩ করলেও গাভাসকারের মতে, ইনিংসটাকে আরও লম্বা করা উচিত ছিল। কিংবদন্তির মতে, লোকেশের (রাহুল) উচিত ছিল ক্রিজে আরও কিছুটা সময় কাটানোকে অগ্রাধিকার দেওয়া। নীতীশও তাঁর ইনিংসের সঠিক মর্যাদা দিতে পারেনি। তার পাশে বিরাটের টেম্পারামেন্টকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। সানির কথায়, কখনও হাল না ছাড়া মানসিকতাই বিরাটের 'ইউএসপি'। শেষপর্যন্ত লড়ে যাওয়া ইনিংসে সেটাই দেখিয়েছেন বিরাট।

টের পাওয়া যাচ্ছে সামির অভাব

বুমরাহর পক্ষে সব সমস্যা মেটানো অসম্ভব!

নয়াদিল্লি ১৯ জানুয়ারি : বর্তমানকে 'ধ্বংস' করে 'আগামী'র ভাবনা!

দলের চেয়ে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে অগ্রাধিকার! সমালোচনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। ঘরের মাঠে আরও এক সিরিজ হারে সেই আগুনে ঘি পড়েছে। প্রথমসারির একঝাঁক ক্রিকেটারকে ছাড়াই খেলতে নামা নিউজিল্যান্ডের কাছে ভরাডুবি বেশ কিছু প্রশ্নের মুখেও দাঁড় করিয়ে দিল গৌতম গম্ভীর অ্যান্ড কোং-কে।

বিরাট কোহলির উজ্জ্বল উপস্থিতির মাঝে চিন্তায় ফেলছে বাকিদের ব্যর্থতা। সবচেয়ে মাথাব্যথা অবশ্য বোলিং। ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে টি২০ বিশ্বকাপ। মাস ঘুরলেই ৭ ফেব্রুয়ারি রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় জুটিতে ২০২৪-এ পাওয়া ট্রফি ঘরের মাঠে ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ গম্ভীরদের সামনে। তার আগে ওডিআই সিরিজে বোলারদের ব্যর্থতা ভাবাতে বাধ্য।

অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, কুলদীপ যাদবরাও রয়েছেন টি২০ বিশ্বকাপে। বিশ্বযুদ্ধে নামার প্রাক্কালে কুলদীপদের যে পারফরমেন্স নতুন চিন্তায় ফেলছে। সেক্ষেত্রে ভরসা আবারও সেই জসপ্রীত বুমরাহ। ওডিআই সিরিজে বিশ্রামে ছিলেন। টি২০ সিরিজে ফিরবেন। তারপর বিশ্বযুদ্ধে। সবার বিশ্বাস, বুমরাহ ফিরলেই বোলিং দৈন্যতা মিটে যাবে।

আর এখানেই প্রশ্ন আকাশ চোপড়ার। দাবি, বুমরাহর পক্ষে একা সব সমস্যা মেটানো অসম্ভব। বলেছেন, 'সবাই একটা জিনিস ধরে বসে আছে, বুমরাহ ফিরলেই বোলিংয়ের চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু বুমরাহর পক্ষে সব কিছুর সমাধান করা সম্ভব নয়। গত কয়েকটা ম্যাচে পাটা পিচ ছিল। যেখানে বড় পার্টনারশিপ হয়েছে। ভারতীয় বোলিংয়ের সমস্যা তারা পার্টনারশিপ ভাঙতে পারছে না। নতুন বলেও উইকেট আসছে না। মাঝের ওভারেও একই হাল। সমাধানে বারবার স্পিন-পেস কম্বিনেশন বদলেও সুরাহা হচ্ছে না। ওডিআই বিশ্বকাপ এখনও ১৮ মাস বাকি। কিন্তু এই সমস্যাগুলির হাল যত দ্রুত খুঁজে নেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।'

হাল ফেরাতে মহম্মদ সামিকে ফেরানোর দাবিও ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। চোট সারিয়ে ফেরার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে সামি সাফল্যের মধ্যে রয়েছেন। প্রাক্তনদের মতে, বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির আরও একটা সুযোগ প্রাপ্য। সমর্থকরাও একই প্রশ্ন তুলছেন। দাবি, সামি থাকলে ড্যারিল মিচেল এভাবে বুলডোজার চালাতে পারতেন না! যুক্তি, কিউয়ি তারকাকে চারবার আউট করেছেন সামি। মিচেলের ব্যাটিং গড় যেখানে ১৬। মিচেল-আতঙ্ক থেকে যে বাঁচাতে পারতেন, সেই সামিকে রাজনীতি করে দলের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে!

চাপ বাড়ছে রোহিতের ওপর। অস্ট্রেলিয়া সফরে সাফল্যের চুড়োয় পৌঁছে গিয়েছিলেন। যদিও ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার পর নিউজিল্যান্ড-- জোড়া সিরিজে নিষ্প্রভ হিটম্যান। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার সাইমন ডুলও মনে করিয়ে দিলেন, পরের ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলার খিদে বাঁচিয়ে রাখতে ধারাবাহিকতায় জোর দিতে হবে।

ডুল বলেছেন, 'রোহিতের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। টি২০ বিশ্বকাপ হোক বা ওডিআই-- সবসময় একটা লক্ষ্য নিয়ে এগোয়। কিন্তু ২০২৭ বিশ্বকাপ অনেক বাকি। প্রশ্ন, ততদিন খিদেটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তো? প্রতিটি সিরিজ প্রতি বছরে কিন্তু আলাদা আলাদা পরীক্ষা নিয়ে হাজির হয়। তাছাড়া আইসিসি টুর্নামেন্টের লক্ষ্যে টিম গড়ে তোলার লক্ষ্যও থাকে।'

টি২০ বিশ্বকাপের আগে ওয়ার্কলোড সামলাতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে খেলানো হয়নি জসপ্রীত বুমরাহকে।

উইকেটকিপার নিয়ে সমস্যায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : সাদা বলের ক্রিকেটের ব্যর্থতা ভুলে লাল বলে ফিরতে চলেছে বাংলা। বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে আজ সকালেই কলকাতা থেকে কল্যাণী পৌঁছে গিয়েছে বাংলা দল। কল্যাণী পৌঁছানোর পর ঘণ্টা দুয়েক অনুশীলনও করেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিয়ে মহম্মদ সামিরও কল্যাণী পৌঁছে যাওয়ার কথা।

এমন অবস্থার মধ্যে আচমকাই বাংলা দলের অন্দরে টেনশনের চোরাস্রোত। সৌজন্যে দলের উইকেটকিপার ব্যাটার সুমিত নাগ। গতকাল কলকাতা ময়দানে ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচ খেলার সময় ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছেন সুমিত। জানা গিয়েছে,

সামি আজ কল্যাণীতে

তাঁর চোট বেশ গুরুতর। অন্তত দশদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। এমন অবস্থায় উইকেটকিপার নিয়ে সমস্যায় টিম বাংলা। স্কোয়াডে আপাতত উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে রয়েছেন একমাত্র সাকির হাবিব গান্ধি। একা গান্ধির উপর আস্থা রাখতে পারছে না বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। জানা গিয়েছে, সুমিতের বিকল্প হিসেবে আগামীকাল কোনও উইকেটকিপারকে কল্যাণী পাঠানো হবে। যদিও রাত পর্যন্ত সুমিতের বিকল্প উইকেটকিপারের নাম চূড়ান্ত হয়নি। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'চারদিনের ম্যাচে একজন উইকেটকিপার ব্যাটার স্কোয়াডে থাকলে সমস্যা হতে পারে। গান্ধি রয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের দলে সুমিতের বিকল্পের প্রয়োজন রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

এদিকে, আজ রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন সামি। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতায় এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিয়ে বিকেলের দিকে সামির কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে পৌঁছে যাওয়ার কথা। দলের অন্দরে নতুনভাবে কোনও চোটআঘাত না হলে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়েই মাঠে নামার কথা বাংলা দলের। কল্যাণীর মাঠের বাইশ গজের পিচে ঘাস রয়েছে। ফলে তিন না চার পেসার খেলানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনও নিয়ে উঠতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

৩ ম্যাচে ৩৫২ রান করে ভারতে প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের ওডিআই সিরিজ জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন ড্যারিল মিচেল।

'অতীতের শিক্ষা কাজে লাগিয়েছি'

সিরিজ জিতে মিচেলের গলায় মাহি ব্রিগেড!

ইন্দোর, ১৯ জানুয়ারি : জোড়া শতরান সহ সিরিজে ৩৫২। তিন ম্যাচে নামের পাশে ৮৪, অপরাজিত ১৩১ ও ১৩৭! ড্যারিল মিচেলের রূপকথার যে ব্যাটিংয়ের সামনে আবারও নিউজিল্যান্ড-প্রাচীরে ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া। ভারতের মাটিতে দলকে আরও একটা সিরিজ উপহার দিয়ে নায়ক স্বভাবতই মিচেল। বিরাট কোহলিকে টেক্কা দিয়ে

> চেন্নাইয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়েছি। অনুশীলন করেছি আইপিএলের সুবাদে। আমাকে যা সাহায্য করেছে। এরজন্য চেন্নাইয়ের (সুপার কিংস) কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নিজের দেশেও উপমহাদেশের মতো পিচ বানিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি।
>
> -ড্যারিল মিচেল

মাথায় সিরিজ সেরার মুকুট। ভারত-বধের যে খুশিটা সাংবাদিক সম্মেলনে বেরিয়ে এল মিচেলের কথায়। শেষদিকে বিরাট-হর্ষিত রানার যুগলবন্দি কিছুটা চিন্তায় রাখলেও জয় আটকায়নি। মিচেল বলেছেন, 'ওদের পার্টনারশিপ চাপ বাড়াচ্ছিল। কিন্তু দলের জন্য গর্ব হচ্ছে, সবাই ঠান্ডা মাথায় চাপটা সামলাল। নিজেদের মেলে ধরল। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। যেভাবে দুই দল খেলেছে, প্রশংসা প্রাপ্য।'

মিচেলের মতে, অতীতের ভারত সফর থেকে অভিজ্ঞতা তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে আমরা বেশ কয়েকবার ভারত সফর করেছি। প্রতিটি সফর থেকে আমরা শিখেছি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের আরও উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। সবকিছু ছাপিয়ে ভারতে এসে এই দলগত সাফল্য, গর্বের মুহূর্ত কিউয়ি ক্রিকেটের।'

ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য চেন্নাই সুপার কিংসের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলেন মিচেল! বলেছেন, 'চেন্নাইয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়েছি। অনুশীলন করেছি আইপিএলের সুবাদে। আমাকে যা সাহায্য করেছে। এরজন্য চেন্নাইয়ের (সুপার কিংস) কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নিজের দেশেও উপমহাদেশের মতো পিচ বানিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি। ভারতে খেলা উপভোগ করি। আশাবাদী ভবিষ্যতে আরও ভারত সফরের সুযোগ পাব।' কুলদীপ যাদবের রিস্টস্পিনকে অকেজো করেও ভারতীয় তারকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিচেল বলেছেন, 'কুলদীপ বিশ্বমানের বোলার। লক্ষ্য ছিল ওর ওপরই চাপ তৈরি করা। কারণ বল হাতে ও ছন্দ পেয়ে গেলে ভারতীয় বোলিংয়ের সামগ্রিক চেহারা বদলে যায়। দুই দিকে বল ঘোরাতে পারে। আমি নিশ্চিত আগামী দিনেও কুলদীপ ভারতের হয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে।'

২০২৪-এর ভারত সফরে টেস্টে ৩-০ জয়। ছাব্বিশের শুরুতে ওডিআই সিরিজ পকেটে। তাও আবার মিচেল স্যান্টনার, কেন উইলিয়ামসন, রাচিন রবীন্দ্র, জেকব ডাফি সহ একঝাঁক প্রথম দলের ক্রিকেটারদের বাদ দিয়েই। ইতিহাস গড়ার গর্ব নিয়ে অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েলের মন্তব্য, 'ভারতে খেলা সবসময় চাপের। এখানে প্রথমবার ওডিআই সিরিজ জিতলাম। ভারত সফরে যাওয়া এবং ভালো খেলার স্বপ্ন বরাবরই দেখতাম। দল হিসেবে আমরা সেটাই করে দেখিয়েছি। আলাদা করে মিচেলের কথা বলব। গোটা সিরিজে অবিশ্বাস্য খেলল।'

হিন্দু দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা

রিঙ্কুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি : বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শুরু।

সিরিজ শেষে সোজা বিশ্বকাপ অভিযান। তার আগে নতুন সমস্যায় রিঙ্কু সিং। হিন্দু দেবদেবীকে অবমাননা করার অভিযোগে রিঙ্কুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কার্নি সেনা। সম্প্রতি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি 'এআই' নির্মিত ভিডিও পোস্ট করেন রিঙ্কু। যেখানে রিঙ্কুকে অধিনায়ক জিজ্ঞাসা করছেন, 'তোমাকে কে ক্রিকেটার তৈরি করেছে?'

টি২০ সিরিজের আগে ছুটির মেজাজে নাগপুরে জঙ্গল সাফারিতে রিঙ্কু সিং, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষানরা।

এরপরই এইআই নির্মিত ভিডিওয় দেখা যায় থর গড়িতে এইআই নির্মিত শিব, হনুমান, বিষ্ণু, গণেশ বসে রয়েছেন। চোখে কালো রংয়ের সানগ্লাস। গাড়ি চালাচ্ছেন হনুমান। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে ইংরেজি গান। কার্নি সেনা যা ভালোভাবে নেয়নি। রবিবারই কার্নি সেনার সভাপতি সুমিত টোমর হিন্দু দেবতাদের অবমাননার অভিযোগ জানায়। দাবি, রিঙ্কু মানুষের ধর্ম-আবেগে আঘাত করেছেন।

রিঙ্কুর আইপিএল টিম কর্ণধার শাহরুখ খানের প্রসঙ্গও টেনে আনেন। টোমর বলেছেন, 'রিঙ্কু শাহরুখ খানের আইপিএল টিমের অংশও। শাহরুখের মতোই রিঙ্কুও তাঁর যথার্থ মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন। ভগবানদের কালো সানগ্লাস পড়ানো, তাদের দিয়ে থর গাড়ি চালানো, ইংরেজি গান, ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছেন রিঙ্কু সিং।

আফকন চ্যাম্পিয়ন মানের সেনেগাল

রাবাত, ১৯ জানুয়ারি : গোল বাতিল থেকে পেনাল্টির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ। অতঃপর অসন্তোষে দল তুলে নেওয়ার পরও সাদিও মানের নেতৃত্বে মাঠে প্রত্যাবর্তন। নাটকীয়তায় ভরপুর ফাইনাল শেষে আফকন চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল। আফ্রিকান কাপ অফ নেশনের ফাইনালে মরক্কোকে ১-০ গোলে হারাল সাদিও মানের সেনেগাল।

নাটকীয় ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ মরক্কোর

ঘরের মাঠে আফ্রিকা সেরা হওয়ার লড়াইয়ে নেমেছিল মরক্কো। দলে ব্রাহিম দিয়াজ, আচরাফ হাকিমির মতো তারকারা। তার ওপর গত ১৭ বছর নিজেদের দেশে অপরাজিত মরক্কো। রবিবার রাতে রাবাতে সেই দৌড় থামল। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দুই পক্ষ একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। তেকাঠির সামনে কার্যত প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দুই দলের গোলরক্ষক ইয়াসিন বৌনৌ ও এডুয়ার্ড মেন্ডি।

ম্যাচের বয়স তখন ৯৩ মিনিট। কর্নার পায় সেনেগাল। তা থেকে বল জালে জড়ালেও রেফারি ফাউলের অভিযোগে গোল বাতিল করেন। এর মিনিট তিনেক পরই ভার দেখে রেফারি পেনাল্টি দেন মরক্কোকে। কিন্তু সেনেগালের দাবি, পেনাল্টি অন্যায্য। প্রতিবাদে দল তুলে নেয় তারা। তবুও মাঠ ছাড়েননি মানে। কিছুক্ষণ পর তাঁরই নেতৃত্বে মাঠে ফেরেন সেনেগালের ফুটবলাররা। ম্যাচ শুরু হয়। যে পেনাল্টি নিয়ে এত বিতর্ক, সেটা মিস করে মরক্কো। দিয়াজ পানেনকা মারতে গিয়ে সোজা সেনেগাল গোলরক্ষকের হাতে বল তুলে দেন।

সংযুক্তি সময়ের খেলা হয় প্রায় ২৫ মিনিট। তাতেও ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়নি। এরপর অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই দুরন্ত শটে গোল করেন সেনেগালের পাপে গায়ে। ওই গোলই শেষপর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিল। যাবতীয় নাটক শেষে ১-০ গোলে জিতে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য আফ্রিকা সেরা হল সেনেগাল।

আফকনে চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল। সাদিও মানেকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের।

বাংলার নেতৃত্বে রবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : আসন্ন সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন রবি হাঁসদা। গত মরশুমে বাংলার সন্তোষ জয়ের অন্যতম কারিগর রবি। অতীতের সব নজির ভেঙে এক মরশুমে সন্তোষ ট্রফিতে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড গড়েছিলেন। তারই পুরস্কারস্বরূপ রবির হাতে নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড তুলে দিলেন কোচ সঞ্জয় সেন। নতুন দায়িত্ব পেয়ে খুশি রবিও। এদিকে, বুধবার সন্তোষের মূলপর্বে অভিযান শুরু করছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলা। তার আগে সোমবার সকালে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলন করেছেন নরহরি শ্রেষ্ঠা, করণ রাই, বিকি থাপারা। মঙ্গলবার অবশ্য আয়োজকদের ঠিক করে দেওয়ার মাঠেই প্রস্তুতি সারবে সঞ্জয় সেনের দল। তবে যে মাঠে বাংলাকে ম্যাচ খেলতে হবে হোটেল থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার। যেতে সময় লাগবে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। ফলে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাটিয়ে ম্যাচ খেলতে হবে। সেই বিষয়ে বেশ চিন্তিত বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট।

বড় জয় বাগানের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগে আঞ্চলিক বাছাইপর্বের ম্যাচে বড় জয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবকে ৬-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গোল করেছেন থুমসল টংসিন, পুনীত থংজম, লিওয়ান কাস্টানা, পাসাং দোরজি তামাং, আদিত্য মণ্ডল ও রোহিত সিং। ডেভেলপমেন্ট লিগের অন্য ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। জয়সূচক গোলটি ভানলালপেকা গুইতের। অন্যদিকে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করল বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পস। এদিনই আবার অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগের ম্যাচে এসকেএম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগানের খুদেরা।

আইসিসির সময়সীমার দাবি খারিজ বিসিবির

বাংলাদেশের বিকল্প হতে পারে স্কটল্যান্ড

ঢাকা ও দুবাই, ১৯ জানুয়ারি : সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। গতরাতেই বাংলাদেশকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী বুধবারের মধ্যে ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে তাদের অবস্থান সরকারিভাবে স্পষ্ট করতে হবে।

অথচ, বাংলাদেশের তরফে আজ দাবি করা হয়েছে, আইসিসি-র এমন সময়সীমার কথা তাঁদের জানা নেই। বরং বাংলাদেশ এখনও তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। নিরাপত্তার কারণে মুস্তাফিজুর রহমানরা ভারতে কুড়ির বিশ্বকাপ খেলতে যাবেন না। বাংলাদেশ বনাম আইসিসি যুদ্ধের আরও দুইটি দিক আজ সামনে এসেছে। এক, আইসিসির একটি সূত্রের খবর, বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে ইতিমধ্যেই স্কটল্যান্ডকে ভাবা হয়েছে। প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনা করে স্কটল্যান্ডকে তৈরি থাকার কথাও বলা হয়েছে বলে খবর। দুই, বাংলাদেশ পড়শি পাকিস্তানকে ভারতে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে 'বন্ধু' ভেবে তাদের স্বারস্থ হয়েছিল। সেই পাকিস্তানের তরফে আজ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপ তারা বয়কট করার কথা ভাবছেই না। বরং শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে পাকিস্তান।

বাংলাদেশ অবশ্য তাদের সিদ্ধান্ত বদল করেনি এখনও। বরং ক্রমশ বাড়তে থাকা চাপের মুখে নিজের স্টান্স না বদলে বিসিবি-র ডিরেক্টর আমজাদ হোসেন আজ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা আইসিসির

দেওয়া সময়সীমার কথা জানেন না। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে তাঁদের কিছু জানানো হয়নি। বিসিবির ডিরেক্টরের কথায়, 'গত শনিবার আইসিসির প্রতিনিধি ঢাকায় হাজির হয়ে আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে আমরা জানিয়েছিলাম, কোনওভাবেই ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আমরা যাব না। আইসিসি-র প্রতিনিধি আমাদের তখন বলেছিলেন, উনি বিষয়টি আইসিসিকে জানাবেন। যদিও তারপর কী হয়েছে, আমাদের জানা নেই। আইসিসির দেওয়া যে সময়সীমার কথা বলা হচ্ছে, সেটাও জানি না আমরা।'

লিটন দাসদের দেশের চরমপন্থী মনোভাব ফের স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, বুধবারের মধ্যে তাদের অবস্থানে বদল হবে না। বাস্তবে এমনটা হলে বাংলাদেশের পক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে তখন ডেকে নেওয়া হবে। আইসিসি-র একটি সূত্র দুবাই থেকে রাতের দিকে নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, 'স্কটল্যান্ডকে ইতিমধ্যেই তৈরি থাকার জন্য বলা হয়েছে। বাংলাদেশ বুধবারের মধ্যে অবস্থান স্পষ্ট না করলে বিকল্প হিসেবে আমরা স্কটল্যান্ডের নাম বিশ্বকাপের জন্য ঘোষণা করতে পারি।'

সোজাকথায় বাংলাদেশ বনাম আইসিসি যুদ্ধ এখন চরমে। যার শেষটা কীভাবে হয়, সেটাই এখন দেখার।

অর্ধশতরানের পথে গৌতমী নায়েক। ভদোদরায় সোমবার।

গৌতমীর ব্যাটে পাঁচে পাঁচ আরসিবি

ভদোদরা, ১৯ জানুয়ারি : প্রথম ২ ওভারেই গ্রেস হ্যারিস (১) ও জর্জিয়া ভলকে (১) হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেখান থেকেই তারা ১৭৮/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। স্মৃতি মান্ধানা (২৬) ও রিচা ঘোষ (২৭) কিছুটা রান পেলেও যার কারিগর কারিগর গৌতমী নায়েক (৫৫ বলে ৭৩)। সাতটি বাউন্ডারির সঙ্গে এক ছক্কায় সাজানো ইনিংসটা গৌতমী না খেললে আরসিবি-র দেড়শোর গণ্ডি পেরোনোই মুশকিল হত। যা কাজে লাগিয়ে গুজরাট জায়েন্টসকে ৬১ রানে হারিয়ে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে টানা পঞ্চম জয় তুলে নেয় আরসিবি।

আরসিবি ইনিংসের শুরুতে রেণুকা সিং ঠাকুরের (২৩/১) সঙ্গে কাশভি গৌতম (৩৮/২) ও অ্যাশলে গার্ডনার (৪৩/২) চাপ তৈরি করলেও গৌতমীর দাপটে শেষপর্যন্ত তা ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। বড় রান তাড়ার চাপ গুজরাট সামলে ওঠার আগেই পেসার সায়ালি সাতঘারে (২১/৩) নতুন বলে তুলে নেন বেথ মুনি (৪) ও সোফি ডিভাইনকে (০)। এরপর গার্ডনার (৪৩ বলে ৫৪) লড়াই চালিয়ে গেলেও উলটো দিক থেকে উইকেট পতন অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত গুজরাট ৮ উইকেটে ১১৭ রানে থামে।

ডব্লিউপিএলে আজ
দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ভদোদরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

বিদেশির নিরিখে এগিয়ে দুই প্রধান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : মাঝে একটা মাস ফিফা ব্যানের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলার নেওয়ার কাজটা সেরে রেখেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু শেষপর্যন্ত কি এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে বিদেশিহীন দলই নামাবে কলকাতার তৃতীয় প্রধান? বাকি দলগুলির বিদেশির অবস্থাই বা কী? এক মাসেরও কম সময় বাকি আইএসএল শুরু হতে। তার আগে কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকি প্রায় সব ক্লাবই বেশ সমস্যায়।

গত মরশুমে লম্বা সময় বেতন না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত তৎকালীন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ সহ বিদেশি ফুটবলাররা ফিফার দ্বারস্থ হয় মহমেডানের বিপক্ষে। যার জেরে ফিফা ব্যানের কবলে পড়ে তারা। টাকা মিটিয়ে ব্যান তোলার ব্যবস্থাও করতে পারেননি ক্লাবকর্তারা। শেষমেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় বকেয়া মিটিয়ে এবং ব্যান তুলিয়ে দ্রুত কিছু ভারতীয় ফুটবলারকে সই করানো হয়। কিন্তু এতেই সমস্যা শেষ হয়নি। কার্লোস ফ্রাঙ্কা টাকা না পেয়ে দ্বিতীয় চিঠি দেওয়ায় ফের ফিফা জানুয়ারি উইন্ডোতে ব্যান করেছে মহমেডানকে। সেক্ষেত্রে একমাত্র মহমেডানই এখনও পর্যন্ত বিদেশিহীন। ক্লাবের অন্যতম প্রধান কর্তা মহম্মদ কামারুদ্দিন অবশ্য বললেন, 'ফিফার নিয়মে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে আবেদন করা যায়। আমরা সেটাই করব ভাবছি। আশা করছি, অন্তত দুই-তিনজন বিদেশি দলে নিতে পারব সেক্ষেত্রে।' না পারলে সত্যিই চাপে পড়বে মহমেডান।

আবেদন করবে মহমেডান

তবে শুধু মহমেডানই নয়, এই বিদেশি ইস্যুতে মোহনবাগান, জামশেদপুর এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকি সব ১০ ক্লাবই চাপে। সের্জিও লোবেরার দলে ৬ জন বিদেশিই আছেন। যার অর্থ, দুই তিন মরশুম করে খেলে ফেলা টম অ্যালড্রেড, আলবার্তো রডরিগেজ, দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেনরা ছাড়াও লোবেরা আসার পর হার্ড ট্রেনিং করা রবসন রোবিনহো সমৃদ্ধ মোহনবাগান অন্তত শক্তির বিচারে এবারও এগিয়ে। কারণ তাদের ভারতীয় স্কোয়াড রীতিমতো ঈর্ষণীয়। এছাড়াও জামশেদপুর এফসি-তেও আছেন ছয়জন বিদেশি। পাঞ্জাব এফসি-ও ধরে রেখেছে পাঁচ বিদেশিকে। হিরোশি ইবুসুকি, হামিদ আহদাদকে ছেড়ে দিলেও চার বিদেশি আছেন ইস্টবেঙ্গলেও। যার মধ্যে সাউল ক্রেসপো তিন মরশুম খেলছেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে। কেভিন সিবিলে, মহম্মদ রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোরাও প্রথম মরশুমেই নজর কেড়েছেন। লাল-হলুদের ভারতীয়রাও মন্দ নয়। দেশি ফুটবলারদের তালিকা তৈরি করলে ভালো অবস্থায় আছে এফসি গোয়া এবং বেঙ্গালুরু এফসি-ও। গোয়ায় বিদেশি এখন দুজন, হয়তো আরও কমতে পারে। মানোলো মার্কুয়েজ আসবেন কি না পরিষ্কার নয়। আর বেঙ্গালুরুতে আছেন তিনজন বিদেশি। টালমাটাল পরিস্থিতিতে দল ছেড়েছেন কোচ জেরার্ড জারাগোজাও। মুম্বই সিটি এফসি-তে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতে, বিক্রম প্রতাপ সিংদের মতো নামীরা থাকলেও গত মরশুমে পারফরমেন্স আহামরি ছিল না। দলে এখন মাত্র দুজন বিদেশি। নর্থইস্ট ইউনাইটেডে তিন, কেরালা ব্লাস্টার্স, স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি, চেন্নাইয়ান এফসি, ইন্টার কাশী ও ওড়িশা এফসি-তে দুজন করে বিদেশি আছেন এই মুহূর্তে। এই ক্লাবগুলোতে কিন্তু ভারতীয় স্কোয়াডও অসাধারণ কিছু নয়। শেষপর্যন্ত কোন দল ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিজেদের শক্তি কিছুটা হলেও বাড়িয়ে নিতে পারে, সেটাই এখন দেখার।

বার্সেলোনার হারে স্বস্তি রিয়াল শিবিরে

সান সেবাস্তিয়ান, ১৯ জানুয়ারি : বার্সেলোনার জয়রথ থামাল রিয়াল সোসিয়েদাদ।

গোলের জন্য গতির সঞ্চার, একের পর এক আক্রমণ, গোল লক্ষ্য করে শট— কিন্তু ভাগ্য যেন সহায় হল না বার্সেলোনার প্রতি। গোলপোস্টই বাধা হয়ে দাঁড়ায় বার পাঁচেক। আর সেইসঙ্গে প্রাচীরসম অনড় সোসিয়েদাদ গোলরক্ষক।

৩২ মিনিটেই লিড নেয় সোসিয়েদাদ। গেদেসের ক্রস থেকে দুর্দান্ত ভলিতে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন মিকেল ওয়ারজাবাল। অবশেষে ৭০ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় বার্সা। লামিনে ইয়ামালের ক্রসে দারুণ হেডে গোল করেন মার্কাস র‌্যাশফোর্ড। তবে সমতার স্বস্তি স্থায়ী হয়নি এক মিনিটও। পরের মিনিটেই কার্লোস সোলেরের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে তালগোল পাকান বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া। সেই সুযোগে সোসিয়েদাদকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন গেদেস।

শেষ কয়েক মিনিট সোসিয়েদাদ একজন কম নিয়ে খেললেও বার্সেলোনা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে হার এড়াতে পারেনি। তারপরও অবশ্য ২০ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেই রইল বার্সেলোনা। তবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করল তারা। বর্তমানে এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের সংগ্রহ ৪৮ পয়েন্ট। সেদিক থেকে বার্সার এই হার খানিকটা স্বস্তি দেবে মাদ্রিদ জায়েন্টদের।

খেলতে রাজি সুন্দরবন, শীর্ষে রয়্যাল সিটি

বোলপুর, ১৯ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে শীর্ষস্থানে ফিরল জেএইচঅ্যার রয়্যাল সিটি এফসি। সোমবার তারা ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। ১৩ ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ২৬। দুই নম্বরে থাকা হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স এক ম্যাচ কম খেলে তাদের থেকে ৩ পয়েন্টে পিছিয়ে। রবিবার ম্যাচ চলাকালীন রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে দল তুলে নেয় সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। এমনকি প্রতিযোগিতার বাকি ম্যাচে না খেলার কথাও বলেছিল তারা। তবে সোমবারই বিবৃতি দিয়ে তারা জানাল, লিগে যাত্রা অব্যাহত রাখবে তারা। বলা হয়েছে, 'রেফারিদের কিছু সিদ্ধান্তে আমরা সেই ম্যাচটিকে গণনায় ধরছি না। তবে আমাদের লক্ষ্য লিগের বাকি ম্যাচ খেলা, বিএসএলে

অংশগ্রহণ করা। আমাদের পরবর্তী ম্যাচ ২১ জানুয়ারি, বিকেল ৪টা, ক্যানিং স্টেডিয়ামে। আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।'

আনোয়ার আলি ইস্যুতে ক্যাসে চিঠি দিল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি : অবশেষে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপর আস্থা হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। লম্বা সময় ধরে আটকে থাকা আনোয়ার আলি ইস্যুতে ফিফার কোর্ট অফ আরবিট্রেশনের দ্বারস্থ হল তারা।

গত ১৮ মাস ধরে আনোয়ার আলি কেস নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের আপিল কমিটি বারবার তারিখ পে তারিখের মতো এই বিষয়ে সভা স্থগিত করেছে। অবশেষে গত ডিসেম্বরে নতুন আপিল কমিটি তৈরি করা হয়। যে কমিটি ১২ জানুয়ারি রায় দেয়। যেখানে ফের বিষয়টি প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেলেও এই বিষয়ে কোনও অগ্রগতি নেই বলেই বাগান ম্যানেজমেন্ট সুইস কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ক্যাসের সদর দপ্তরে চিঠি দিয়ে পুরো বিষয়টি শোনার অনুরোধ করা হয়েছে মোহনবাগানের পাঠানো চিঠিতে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে আনোয়ার লোন চুক্তিতে না থাকতে চেয়ে মোহনবাগান ছেড়ে প্রধান প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর এই বিষয়ে মোহনবাগানের আবেদনের ভিত্তিতে শুরুতে প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ারকে দোষী বলে জানিয়ে চার মাসের জন্য সাসপেন্ড করে এবং ইস্টবেঙ্গলকে দুটো ট্রান্সফার উইন্ডো ব্যান করে। এছাড়া আনোয়ারকে ১২.৯ কোটি টাকা মোহনবাগানকে ফেরত দিতে বলা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে আনোয়ারের পেরেন্ট ক্লাব দিল্লি এফসি আর্জি জানায়। যেখানে এই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে বিষয়টি আপিল কমিটির কাছে পাঠানো হয়।

এরপর থেকে ক্রমাগত বিষয়টি কখনও প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি এবং আপিল কমিটির মধ্যে বারবার যাতায়াত করলেও এর কোনও সমাধান করতে পারেনি ফেডারেশন। সেই কারণেই অবশেষে ক্যাসের দ্বারস্থ হল মোহনবাগান।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম রাউন্ড জিতে ঈশ্বর-স্মরণ নোভাক জকোভিচের।

রেকর্ড গড়ে অভিযান শুরু জকোভিচের

মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারি : স্বমহিমায় অভিযান শুরু।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সফলতম খেলোয়াড় তিনিই। দশবারের চ্যাম্পিয়ন। সোমবার রড লেভার এরিনায় একাদশ খেতাব জয়ের অভিযানটা চেনা মেজাজেই শুরু করলেন নোভাক জকোভিচ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকাতে দুই ঘণ্টা সময় নিলেন সার্বিয়ান তারকা। স্পেনের পেদ্রো মার্তিনেজকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন নোভাক। সেইসঙ্গে রজার ফেডেরারের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে একশো ম্যাচ জয়ের নজির গড়লেন তিনি। ম্যাচের ফল জকোভিচের পক্ষে ৬-৩, ৬-২, ৬-২। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে সর্বাধিক জয়ের নিরিখে এখনও শীর্ষে রয়েছেন ফেডেরার। তাঁকে ছুঁতে আরও দুটি ম্যাচ জিততে হবে নোভাককে। তবে এই জয়ের সুবাদে আরও একটি রেকর্ড গড়লেন সার্বিয়ান তারকা। প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টে একশো ম্যাচ জয়ের নজির গড়লেন তিনি।

সহজ জয় সোয়াতেকের

এদিন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষ সিঙ্গলসের অন্য ম্যাচে জেসপার ডি জংকে হারিয়েছেন ড্যানিল মেদভেদভ। স্ট্রেট সেটে জিতলেও যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয়েছে মেদভেদভকে। ম্যাচের ফল ৭-৫ , ৬-২, ৭-৬ (৭/২)।

মহিলা সিঙ্গলসের ম্যাচে ইউ ইউয়ানকে স্ট্রেট সেটে হারালেন ইগা সোয়াতেক। ম্যাচের ফল ৭-৬ (৭/৫), ৬-৩। স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতেছেন কোকো গফ, জেসিকা পেগুলা, ক্যারোলিনা মুচোভা, আমান্দা আনিসিমোভাও।

চোট চিন্তায় সিটি, ঐক্য-বার্তা এমবাপের

মিলান ও মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার রাতে সান সিরোতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি ইন্টার মিলান-আর্সেনাল।

ঘরের মাঠে বরাবরই কঠিন প্রতিপক্ষ ইন্টার। সংগঠিত রক্ষণ ও দ্রুত প্রতি-আক্রমণে ঝড় তুলে বিপক্ষকে বিপদে ফেলতে অভ্যস্ত

সান সিরোতে ইন্টার-আর্সেনাল দ্বৈরথ

সিরি এ-র ক্লাবটি। এই মরশুমে ঘরোয়া লিগেও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে তারা।

প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে আর্সেনালও। তবে গত দুই ম্যাচে ড্র নিঃসন্দেহে মানসিকভাবে একটু হলেও চাপে রাখবে মিকেল আর্তেতার দলকে। আবার এই মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও অপরাজিত গানাররা। এই ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেলেই শেষ ষোলোয় জায়গা পাকা করে ফেলবে আর্সেনাল। কাজেই আত্মবিশ্বাস-আশঙ্কা দুই-ই রয়েছে আর্তেতার দলের সাজঘরে।

মঙ্গলরাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। তাদের প্রতিপক্ষ গ্লিমট। তার আগে সিটি শিবিরে চিন্তা চোট-আঘাত সমস্যা। সূত্রের খবর, তালিকাটা বেশ লম্বা। চোট ও অসুস্থতার কারণে অনিশ্চিত প্রায় দশ ফুটবলার। এর মধ্যে বড় নাম ম্যাথিউস নুনেস। এই পরিস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে সহজ ম্যাচও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দলের জন্য।

অন্যদিকে, রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে মোনাকোর। বড় দলের বিরুদ্ধে ভয়ডরহীন ফুটবলের জন্য বরাবর পরিচিত মোনাকো। তার আগে রিয়াল শিবিরের অন্যতম সদস্য ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ঐক্যের বার্তা দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। আসলে সাম্প্রতিক সময়ে দলের ব্যর্থতায় বারবার সমর্থকদের

পুরোনো ক্লাব মোনাকোর বিরুদ্ধে নামার আগে প্রস্তুতিতে কিলিয়ান এমবাপে।

রোষের মুখে পড়েছেন ভিনি। সমালোচিত হয়েছেন। এই নিয়ে এমবাপে বলেছেন, 'দলের ব্যর্থতার দায় নির্দিষ্ট একজনের নয়। ভালো হোক বা খারাপ সবটাই দলগত।' তিনি এটাও বলেছেন, 'দলের হারে সমর্থকদের হতাশা স্বাভাবিক। তবে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করাটা অনুচিত।' একই রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আরও একটি আকর্ষণীয় ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে প্যারিস সাঁ জাঁ-স্পোর্টিং সিপি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

কাইরাত আলমাটি বনাম ক্লাব ব্রাগ
সময় : রাত ৯টা

বোডো/গ্লিমট বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট

টটেনহাম হটস্পার বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
ভিয়ারিয়াল বনাম আয়াক্স আমস্টারডাম
এফসি কোপেনহেগেন বনাম এসএসসি নাপোলি
স্পোর্টিং লিসবন বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
রিয়াল মাদ্রিদ বনাম মোনাকো
অলিম্পিয়াকোস বনাম বেয়ার লেভারকুসেন
ইন্টার মিলান বনাম আর্সেনাল
সময় : রাত ১.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

জয়ী এনবিআরসি

জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার এনবিআরসি ৮৪ রানে হারিয়েছে অগ্রগামী সংঘকে। প্রথমে এনবিআরসি ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৮ রান তোলে। শুভদীপ সেন রেখে এসেছেন ২৭ রান। রোহিত রাউত ৩৪ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে অগ্রগামী ১২৪ রানে অল আউট হয়। কিষণ হেলার অবদান ৩২ রান। অজয় প্রধান ৮ রানে ৩ উইকেট নেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন

বাসিন্দা তারক হেমব্রাম - কে 21.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78D 81216 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন কারো আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূরণ হয় তখন জীবন সহজ হয়ে যায়। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা পুরস্কার জেতার পর আমি অনেক আনন্দ পাই। এই আনন্দময় ঘটনার জন্য ডিয়ার লটারির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা জয়দীপ দত্ত (বাঁয়ে) ও অনুজ লামা। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

জয়দীপের ৭০, অনুজের ৩

মাদারিহাট, ১৯ জানুয়ারি : সোনালি অতীতের বিনয় চাপা ট্রফি ভেটেরান্স ক্রিকেটে সোমবার লক্ষ্মী মার্বেল ৭ উইকেটে জিতেছে মাদারিহাট ইলেক্ট্রিক ক্যাম্পের বিরুদ্ধে। মাদারিহাট হাইস্কুল মাঠে ইলেক্ট্রিক ক্যাম্প প্রথমে ১১.৫ ওভারে ১০৬ রানে অল আউট হয়। দিলীপ বর্মনের অবদান ২০ রান। অনুজ লামা ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। জবাবে লক্ষ্মী ১১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। ধনঞ্জয় বর্মন ৩০ রান করেন।

পরে রেড চিলি ১৬ রানে হারিয়েছে মেরিকো অ্যাগ্রো দলকে। প্রথমে রেড চিলি ১২ ওভারে ১৩১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা জয়দীপ দত্ত রেখে এসেছেন ৭০ রান। রাজকমল খাখা ৩ উইকেট নেন। জবাবে মেরিকো অ্যাগ্রো ১২ ওভারে ১১৫ রানে থামে। সওগন থাপা করেন ৭২ রান। আশিস সাহা ৪ উইকেট নেন। মঙ্গলবার এইচভিএসি-হলিডে হোমস্টে এবং হিমালয়া চাক্কি ফ্রেশ আটা-রেড চিলি।

জিতল বিজয় অ্যাকাডেমি

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে সোমবার বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩ উইকেটে জিতেছে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। অরবিন্দনগর মাঠে রেইনবো টসে জিতে ৩৭ ওভারে ২০৬ রানে অল আউট হয়। মণীশ বর্মনের অবদান ৫৯ রান। অঙ্কিত ওরাওঁ ১৪ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে বিজয় ৩৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দেবজিৎ দাস রেখে এসেছে ৮৯ রান। অংশ কামি ৩১ রানে ২ উইকেট নেয়।

ম্যাচের সেরা দেবজিৎ দাস। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ব্যাডমিন্টনে জয় ঈশান, অর্চিসের

রায়গঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ সাব-জুনিয়ার রাজ্য র‌্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে সোমবার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৩ সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে ঈশান পাল ১৫-৮, ১৫-৫ পয়েন্টে হারিয়েছে ধ্রুব সিংকে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে অর্চিস ভট্টাচার্য ১৫-২, ১৫-১ পয়েন্টে জিতেছে সেহান গাইনের বিরুদ্ধে। একই বিভাগে সম্বিত খাঁড়া ১৫-৩, ১৭-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছে অভিজ্ঞান শিটকে।

জিতল পিচেরডাঙ্গা যুব সংঘ

কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ দলীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার পিচেরডাঙ্গা যুব সংঘ ২ উইকেটে জিতেছে ইউনাইটেড ক্লাবের বিরুদ্ধে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে ইউনাইটেড ৩৪.৪ ওভারে ৯৮ রানে অল আউট হয়। অভীক দাসের অবদান ২২ রান। শুভজিৎ বসাক ২১ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে পিচেরডাঙ্গা ২৯ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাজেশ দাস ৩০ রান করেন। পরমবীর সাহার শিকার ৩২ রানে ৬ উইকেট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রাজেশ দাস। ছবি : জয়দেব দাস

SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
P.O.: Sukna, Siliguri, Pin: 734009
(A unit of Techno India Group)

BUSINESS PROPOSAL

Looking for an experienced and financially sound Food vendor for running its subsidized **Central Canteen** situated within the campus.

Interested Firms/Persons may visit the SIT college campus with all testimonials within 5 days from the date of publication of this Advt.

Firms/Persons having previous experience in the same field may be given preference during selection

Helpline: 9832369108